বিজ্ঞান ভিত্তিক
গল্প সম্ভার

বিজ্ঞান
ভিত্তিক গল্প সম্ভার

সম্পাদনা
সমীর রক্ষিত

পারমিতা পাবলিকেশন
৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

BIJNAN BHITIK GALPA SAMBHAR
A Collection of Science Fixin & Story
Rs. 18.00 Only

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ১৯৮০

দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৮৮

প্রকাশক :
রত্না ঘোষ
পারমিতা পাবলিকেশন
৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রণ :
জি. শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম,
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৫

মূল্য : আঠারো টাকা

পৃথিবীর নীচে সুড়ঙ্গ

ফ্রেডেরিক পোল

জুন মাসের পনেরো তারিখ সকালে বার্কহার্ডট চিৎকার করে জেগে উঠল একটা স্বপ্ন দেখে।

জীবনে এমন ব্যাপার কখনও ঘটেনি। স্বপ্ন নয়—যেন বাস্তবের চেয়েও বেশি। এখনও সে শুনতে পাচ্ছে, টের পাচ্ছে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ—যেন তার ধাক্কায় তাকে প্রচণ্ডভাবে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছে কেউ। বিছানার ওপর বসে সে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকায়—নির্জন ঘরে ঢুকছে জানলা দিয়ে উজ্জ্বল রোদ।

তার গলা চিরে গোঙানী বেরিয়ে এল, মেরী!

বিছানায় তার পাশে স্ত্রী শুয়ে নেই। বিছানার চাদর এমনভাবে সরানো যেন এইমাত্র তার স্ত্রী শয্যাত্যাগ করেছে। স্বপ্নের স্মৃতি এতই প্রখর যে, আপনা হতেই তার দৃষ্টি পড়ে মেঝের ওপর—যেন বিস্ফোরণের ধাক্কায় মেরী ছিটকে পড়েছে নিচে।

কিন্তু মেরী নিচে নেই। তাছাড়া, মেরী তো বিস্ফোরণের ব্যাপার কিছুই জানে না,—ওটা একটা স্বপ্ন।

—গাই? সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কণ্ঠে তার স্ত্রী ডাকছে। 'গাই, প্রিয়তম, তুমি ঠিকঠাক আছ তো?'

সে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে জবাব দেয়—নিশ্চয়ই!

—জলখাবার তৈরী! মেরীর কণ্ঠস্বরে সন্দেহ ফুটে বেরোয়, তুমি সত্যিই ভাল আছ তো? মনে হল, তুমি যেন চিৎকার করছিলে।

বার্কহার্ডট খুব জোর দিয়ে বলে, খারাপ স্বপ্ন দেখেছি, ডার্লিং। এখুনি নিচে নামছি।

সুগন্ধ সমান মেখে চান করার সময় নিজের মনে বার্কহার্ডট বলে, স্বপ্নটা খুব মজাদার ছিল। খারাপ স্বপ্ন। বিশেষ করে বিস্ফোরণ সম্পর্কিত, অস্বাভাবিক নয়। গত তিরিশ বছর যাবৎ হাইড্রোজেন বোমার ভীতিকর পরিবেশে কে আর বিস্ফোরণের স্বপ্ন দেখেনি?

এমনকি মেরী পর্যন্ত ঐ বিস্ফোরণের স্বপ্ন দেখেছে। বলে—প্রিয়তম তোমার মতই আমি একই স্বপ্ন দেখেছি; যদিও কিছু শুনিনি। মনে হয়েছে. কিছু যেন আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে; তারপর দ্রুত কিছুর শব্দ, কি একটা আমায় মাথায় আঘাত করল। ব্যস, ঐ পর্যন্ত···তোমার স্বপ্নও কী তাই?

কাশতে কাশতে বার্কহার্ডট জবাব দেয়, উঁহু···ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়।

মেরীর খুব একটা সাহস নেই। ওকে সব খুলে বলা যাবে না। সুতরাং বার্কহার্ডট বলে, হয়ত মাটির নিচে কোন ধরনের বিস্ফোরণ হতে পারে। হয়ত আমরা ঐ শব্দ শুনে স্বপ্ন দেখেছি।

—তাই হবে। বার্কহার্ডটের হাতে আদরের চাঁটি মেরে মেরী বলে, প্রায় সাড়ে আটটা বাজে—জলদি কর! অফিসে লেট হয়ে যাবে না?

তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে, বার্কহার্ডট বেরিয়ে যায়।

কিন্তু টাইলারটন শহরটা আগে যেমন ছিল, তাই আছে। বাসের জানলা দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার্কহার্ডট দেখতে থাকে, বিস্ফোরণের কোনরকম চিহ্ন আছে কিনা। কিস্‌সু না! সতেজ সুন্দর দিন, আকাশ মেঘশূন্য, অট্টালিকাগুলি ঝক্‌ঝকে।

বাসে স্বাভাবিক ভিড় নেই। সুতরাং কাউকে ডেকে বিস্ফোরণের

ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করা গেল না। গন্তব্যস্থানে বাস থেকে নামার পর তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, বিস্ফোরণের স্বপ্নটা নিছক তার কল্পনা।

অফিসের নিচে সিগারেটের দোকানের সামনে সে দাঁড়ায়; কিন্তু কাউন্টারে রালফ্ নেই। যে লোকটা তার দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়—এ লোকটি অচেনা।

—মিঃ স্টেবিন্স কোথায়? বার্কহার্ডট প্রশ্ন করল।

লোকটা বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেয়, মিঃ স্টেবিন্স অসুস্থ, স্যার। কাল তাঁকে পাবেন। এক প্যাকেট মারলিন্স দিই আজ?

—উঁচু, চেস্টারফিল্ডস।

—নিশ্চয়ই স্যার। কিন্তু লোকটা তার দিকে সবুজ এবং হলদে রঙের প্যাকেট এগিয়ে দেয়।

এই সিগারেট দিচ্ছ কেন? বার্কহার্ডট সন্দেহ প্রকাশ করে।

—নতুন সিগারেট। স্যার, একবার নিয়ে যান। পছন্দ না হলে ফেরত দেবেন দাম দিয়ে দেব। রাজী?

—ঠিক আছে। কিন্তু তুমি বাপু ঐ সঙ্গে এক প্যাকেট চেস্টার-ফিল্ডসও দাও

নতুন সিগারেট ধরিয়ে বার্কহার্ডটের মনে হল—জিনিসটা মন্দ নয়। লিফ্টের দরজা খুলে যায়! তার সঙ্গে দু' তিন জন লিফ্টে প্রবেশ করে। গান শোনা যায়। কেমন অন্যরকম মনে হচ্ছে। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে কেউ যেন বলছে—আমার যদি একটা ফেকেল ফ্রীজ থাকতো। আঃ, ঐ ফ্রীজের জন্যে আমি যে-কোন কাজ করতে রাজী!'

বার্কহার্ডট লিফ্ট থেকে নেমে অফিসের দিকে এগিয়ে যায়। তার কেমন এক ধরনের অস্বস্তি জাগে মনে।

অফিসের সবকিছু ঠিকঠাক। কেবল মিঃ বার্থ অনুপস্থিত। অভ্যর্থনাকারিণী মিস্ মিকিন বলে, বাড়ি থেকে ফোনে বলেছে—উনি কাল আসবেন।

—হয়ত মিঃ বার্থ বাড়ির কাছে কারখানায় গেছেন।

—হবে। মিস্ মিকিন নিস্পৃহস্বরে জবাব দেয়।

বার্কহার্ডটের কি যেন মনে হয়। সে বলে, কিন্তু আজ জুনের পনেরো তারিখ ত্রৈ-মাসিক কর দাখিলের দিন। মিঃ বার্থকে অনেক কাগজে সই করতে হবে!

মিস মিকিন কাঁধ নাচিয়ে এমন ভঙ্গি করল যে, সমস্যাটা বার্কহার্ডটের সুতরাং সে নখ পরিষ্কারে মন দেয়।

ক্লান্ত বার্কহার্ডট তার সিটে এসে বসল। এমন নয় যে, সে -কাগজ পত্রে সই করতে পারবে না। কিন্তু কাজটা মিঃ বার্থের। দায়িত্বের কাজ। একবার মনে হল, বাড়িতে অথবা কারখানায় ফোন করে মিঃ বার্থকে ডাকে। উহুঁ···দরকার নেই! কারখানার লোকজনের সঙ্গে তার কোনরকম যোগাযোগ নেই। একবার মাত্র মিঃ বার্থের সঙ্গে সে কারখানায় গিয়েছিল। ভীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কয়েকজন উঁচুপদের লোকজন আর যন্ত্রশিল্পী ছাড়া অদ্ভুত আর সব মেশিন।

প্রত্যেকটা মেশিন চালিত হয় এক ধরনের কমপিউটারের দ্বারা। পরবর্তী পর্যায়ে পুনরুৎপাদন হচ্ছে মানুষের মন ও স্মৃতি পরমাণুর সাহায্যে। বিশ্রী ব্যাপার! মিঃ বার্থ হাসতে হাসতে বলেছেন, ব্যাপাটা ভীতিপ্রদ কিছু নয়। মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে মস্তিষ্ক থেকে সরিয়ে পাঠানো হচ্ছে শূন্য অণুকোষে।

বার্কহার্ডট মন থেকে মিঃ বার্থ এবং তাঁর কারখানার বিরক্তিকর ব্যাপারগুলিকে সরিয়ে কর সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়। এই কাজে অনেক সময় যায়। মিঃ বার্থ শেষ করতে পারতেন খুব অল্প সময়ে। কাগজ-পত্র খামে ঢুকিয়ে বার্কহার্ডট চলে এলো মিস মিকিনের কাছে। বলল, যেহেতু মিঃ বার্থ অনুপস্থিত—সুতরাং আমাদের পালা করে লাঞ্চে যাওয়া উচিত। তুমি আগে যাও।

—ধন্যবাদ। মিস্ মিকিন সাজতে বসে যায়।

বার্কহার্ডট বলে, এই খামটা চিঠির বাক্সে ফেলে দিও। উহুঁ, এক মিনিট দাঁড়াও। আচ্ছা, মিঃ বার্থের স্ত্রী কী জানিয়েছেন যে, তাঁকে ফোনে পাওয়া যাবে?

—বলতে পারি না। আসলে ফোন করেছিল মিঃ বার্থের মেয়ে।

—মেয়ে? আমি তো জানি, মেয়েটা স্কুলে গেছে।

—জানি না। মেয়েটাই ফোন করেছিল।

বার্কহার্ডট সিটে ফিরে বিরসমুখে খাম খোলে। দুঃস্বপ্ন তার কাছে বিশ্রী ব্যাপার। সমস্ত দিনটা নষ্ট করে দিয়েছে! মিঃ বার্থের মত তারও উচিত ছিল বিছানায় শুয়ে থাকা।

বাড়ি ফেরার সময় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। কোণের ঐ দিকটা যেখান থেকে সে রোজ বাসে চাপে, ওইখানে কে যেন তীক্ষ্ণ চিৎকার করে নতুন ধরনের ডীপ-ফ্রীজের কথা বলছে। খানিকটা এগিয়ে সে বাসে উঠতে যায়। পেছন থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকে। সে মুখ ফিরিয়ে ছোটখাট একজন মানুষকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখল।

দ্বিধান্বিত বার্কহার্ডট লোকটাকে চিনতে পারে। লোকটার নাম সোয়ানসন—অল্প আলাপ আছে। বাসটা ধরতে না পারার জন্যে বিরক্ত হয় সে। লোকটা এগিয়ে আসে, বলে—হ্যালো! সোয়ানসনের হাব-ভাব অত্যন্ত উদগ্রীব। সে ডাকে—বার্কহার্ডট! তারপর সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে হার্কহার্ডটের মুখ লক্ষ্য করে। সে যেন কিছু খোঁজে, কোন কিছুর জন্যে তার অপেক্ষা—যাই হোক, বার্কহার্ডট বুঝতে পারে না।

বার্কহার্ডট একবার কাশে, তারপর বলে—হ্যালো, সোয়ানসন!

সোয়ানসন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কিছু না।

ভিড়ের মধ্যে মিশে যায় সোয়ানসন। বার্কহার্ডট ভাবে, আজ দিনটা বাজে। সবকিছু অন্যরকম ঘটছে। বাসে যেতে যেতে সে ভাবল, অন্যরকম মানে সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাচ্ছে—সব দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাইরে।

রাতের খাবার সময় পর্যন্ত বার্কহার্ডট চিন্তায় মগ্ন থাকে। যদিও তার স্ত্রী সমস্ত সন্ধ্যা তাকে তাস খেলায় উৎসাহিত করেছে। প্রতিবেশীরা তার প্রিয়—অ্যান এবং ফেয়ারলি ডেলারমান। বহুদিনের পরিচিত। ওদের কথাবার্তায় আদৌ মন দিতে পারছিল না বার্কহর্ডট।

জুনের পনেরো তারিখ সকালে বার্কহার্ডট আর্ত চিৎকারে জেগে ওঠে। স্বপ্না যেন সত্যের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত। এখনও সে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। টের পাচ্ছে—ধাক্কায় তার শরীরটা ছিট্‌কে পড়েছে দেয়ালের দিকে।

দুপদাপ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে তার স্ত্রী উঠে এলো ওপরে।

—প্রিয়তম। কী ব্যাপার?

বিড় বিড় করে বার্কহার্ডট জবাব দেয়, কিছু না···খারাপ স্বপ্ন।

বুকে হাত রেখে মেরী সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বলে—উঃ, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!

কিন্তু বাইরের কোলাহলে মেরী আর কিছু বলতে পারে না। বাইরে তীব্র সাইরেনের শব্দ। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর তারা একসঙ্গে জানলার কাছে আসে। বাইরের কোন দমকলের গাড়ি নেই। কেবল একটা ছোট্ট ট্রাক আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। ট্রাক থেকে বেরিয়ে এলো তীব্র সাইরেনের আর্তনাদ।

বার্কহার্ডট বিহ্বলকণ্ঠে বলে, মেরী, এদের কাণ্ড দেখেছ···আইন-বিরুদ্ধ কাজ করছে! ওরা কী চায়?
—মজা করছে—আর কি! মেরী জবাব দেয়।
—মজা? ভোর ছ'টায় সমস্ত লোককে জাগিয়ে? অপেক্ষা কর, দশ মিনিটের মধ্যে পুলিশ চলে আসবে।
কিন্তু পুলিশের আগমন ঘটে না! তামাশার জন্যে যারা ট্রাকের মধ্যে ছিল—মনে হচ্ছে তারা আগেই পুলিশের অনুমতি পেয়েছে। রাস্তার মাঝখানে টাক দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মাইকে ভেসে এল গম্ভীর কণ্ঠস্বর—ফেকেল ফ্রীজার···ফেকেল ফ্রীজার! আছে আপনাদের ফেকেল ফ্রীজার?
এভাবে চলতে থাকে অনেকক্ষণ। রাস্তার দু'ধারে বাড়িগুলির জানলায় সারি সারি ফুলের মেলা।
গণ্ডগোলের মধ্যে বার্কহার্ডট স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল—এই ফেকেল ফ্রীজার ব্যাপারটি কী?
—এক ধরনের ফ্রীজ। মেরী জবাব দেয়।

হঠাৎ গণ্ডগোল বন্ধ হয়। সূর্য আস্তে আস্তে উঠছে। ভাবা যায় না যে, একটু আগে গোটা আকাশ কেঁপে উঠেছে হৈ-হট্টগোলে।
জানলা থেকে সরে বার্কহার্ডট তিক্তকণ্ঠে বলে, বিজ্ঞাপনের জঘন্য কৌশল! যাক্‌গে, চল আমরা পোশাক পরি। মনে হচ্ছে উৎপাতটা বন্ধ হয়েছে।
ঠিক তখনই বার্কহার্ডটের কানের কাছে তীব্র সাইরেনের আর্তনাদ শোনা যায়।
—আপনাদের ফ্রীজ আছে কী? যদি ফেকেল ফ্রীজার না হয়—তবে ওটা দূর করুন। ওটা গন্ধ ছাড়ছে! ফেকেল ফ্রীজার-এর মত ভাল জিনিষ আর হয় না।

কণ্ঠস্বর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে—আপনাদের আমি সাবধান করছি! এখুনি ফেকেল ফ্রীজার কিনুন। তাড়াতাড়ি! খুব তাড়াতাড়ি!

অবশেষে মাইকের আর্তনাদ থামে। বার্কহার্ডট ঠোঁট কামড়ে নিজেকে শান্ত রাখে। স্ত্রীকে সে বলতে যায়—আমাদের পুলিশের খবর দেওয়া···।

বার্কহার্ডট আর কিছু বলতে পারে না। আবার আর্তনাদ শুরু হয়।

—ফেকেল ফ্রীজার···ফেকেল ফ্রীজার···সস্তা ফ্রীজ আপনাদের খাবার নষ্ট করছে। সস্তা ফ্রীজের খাবার খেয়ে আপনারা অসুস্থ হবেন, মারা যাবেন। কিনুন ফেকেল ফ্রীজার! ফেকেল···ফেকেল।

বার্কহার্ডট পুলিশে খবর দেবার জন্যে টেলিফোন করে। লাইন পায় না। বারবার চেষ্টা করে। বাইরে আর্তনাদ বন্ধ। সে জানালার বাইরে তাকায়। ট্রাকে চলে গেছে।

টাই ঢিলে করে বার্কহার্ডট আর একটা পানীয়-র জন্যে বেয়ারাকে আদেশ দেয়। বড্ড গরম লাগছে। দেয়ালের নতুন রঙ খুব বাজে। সে দ্রুত পানীয় শেষ করে। কেমন অদ্ভুত স্বাদ—অবশ্য মন্দ নয়। গরম ভাবটা কেটে যায় অনেকটা। অফিস ফেরতা মেরীর জন্যে নিয়ে যাবে। মেরী সবসময় নতুন কিছু পছন্দ করে।

তার দিকে মেয়েটাকে এগিয়ে আসতে দেখে বার্কহার্ডট হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। টাইলারটনে এমন সুন্দরী যুবতী তার চোখে পড়েনি। মেয়েটার পরনের পোশাক অত্যন্ত চমৎকার। মেয়েটি তাকে সম্ভাষণ করতেই সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে।

—মিঃ বার্কহার্ডট। আপনাকে এই সুন্দর সকালে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

—ঠিক আছে···মিস···আপনি বসুন।

—আমার নাম মিস এপ্রিল হর্ন। বার্থহার্ডটের পাশের চেয়ারে বসতে

বসতে মেয়েটি বলে, আপনি আমাকে এপ্রিল ডাকবেন, কেমন ? মেয়েটি বেশ দামী সেন্ট মেখেছে। তার খেয়াল হয় যে, বেয়ারা তাদের দু'জনের জন্যে খাবার আনার নির্দেশ পেয়েছে।

—উঁহু। বার্কহার্ডট আপত্তি জানায়।

প্লীজ, মিঃ বার্কহার্ডট। মেয়েটি লাস্যময়ী ভঙ্গিতে কাছে সরে এলো। বলল, কোন চিন্তা নেই—সব খরচ ফেকেল করপোরেশনের। তাদের একটু করতে দিন।

বার্কহার্ডট টের পায়, তার পকেটের মধ্যে মেয়েটির হাত।

খাবারের দাম আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। মেয়েটি ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আপনি কেন ফেকেল করপোরেশনকে অত সহজে ছেড়ে দেবেন ? আপনার নিদ্রার ব্যাঘাতের জন্যে ওদের বিরুদ্ধে মামলা করুন !

বিহ্বল বার্কহার্ডট বলে, তেমন মারাত্মক ব্যাপারটা নয়। ওরা একটু গণ্ডগোল করেছিল, কিন্তু···।

—আঃ মিঃ বার্কহার্ডট ! নীল চোখ বড় দেখায়। সপ্রশংস দৃষ্টিতে মেয়েটি বলে, জানতাম, আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। জানেন, ফেকেল ফ্রীজার এত চমৎকার···যাই হোক, গণ্ডগোলের ব্যাপারে হেডঅফিসের কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন প্রত্যেক বাড়িতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে। আপনার স্ত্রীর কাছে খবর পেয়েছি কোথায় আপনাকে পাওয়া যাবে। আমি খুব খুশি যে, আপনি আমার সঙ্গে আহারে সম্মত হয়েছেন। আমি গণ্ডগোলের জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মিঃ বার্কহার্ডট। আমাদের ফ্রীজ সত্যিই বড় চমৎকার !

নীল চোখে সামান্য লজ্জার আভাস। মেয়েটি বলে, ফেকেল ফ্রীজের জন্যে আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত। এই কাজ আমার কাছে খুব মূল্যবান। আমাকে হয়ত আপনি খুব বোকা ভাবছেন তাই না ?

বার্কহার্ডট কাশে। বলে, দেখুন···আমি···।

—আঃ আপনি নির্দয় হবেন না ! মাথা নাড়িয়ে মেয়েটি বলল, উঁহু, ভান করবেন না। আপনি যদি জানতেন ফেকেল ফ্রীজার আসলে কেমন সুন্দর···এই দেখুন আমাদের পুস্তিকা।

বার্কহার্ডটের ফিরতে একঘন্টা দেরী হয়। কেবল মাত্র মেয়েটি তাকে দেরী করিয়ে দেয়নি—ওই ছোট্ট অদ্ভুত লোকটা, সোয়ানসন, যাকে সে ঠিক চেনে না, রাস্তায় তাকে হঠাৎ লোকটা জরুরী কাজের কথা বলে আটকায়। অথচ লোকটা কোন কথা না বলেই চলে যায়।

কিন্তু এসব ব্যাপার খুব উল্লেখযোগ্য নয়। মিঃ বার্থও এই প্রথম অফিস কামাই করলেন। কর সংক্রান্ত সমস্ত ঝামেলা তখন সামলাতে হচ্ছে বার্কহার্ডটকে।

যে ব্যাপারটা তাকে পীড়া দিচ্ছিল—তা হল, একটা ফেকেল ফ্রীজার কেনার জন্যে সম্মতি জানিয়েছে সে। দশ পার্সেণ্ট ছাড় পাবে, কিভাবে স্ত্রীকে বোঝাবে—এই চিন্তা বার্কহার্ডটাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

যাই হোক, চিন্তার কোন কারণ ছিল না। বাড়িতে ঢুকতেই স্ত্রী বলে, প্রিয়তম, একটা নতুন ফ্রীজ কিনলে মন্দ হয় না। একটা লোক এসে গণ্ডগোলের জন্যে ক্ষমা চেয়েছে। লোকটার সঙ্গে কথা বলার পর আমি···। তার স্ত্রীও নতুন ফ্রীজ কেনার জন্যে সম্মতি জানিয়েছে।

বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় বার্কহার্ডট ভাবল, দিনটা ভারী বাজে। সিঁড়ির মুখে আলো হলে না বারবার সুইচ টেপা সত্ত্বেও ! বার্কহার্ডট রাগে সুইচটা নিয়ে টানাটানি করল। ফলে সমস্ত বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেল।

—ফিউজ কেটে গেছে। যাক্‌গে, সকালে দেখা যাবে। মেরী বলল।

বার্কহার্ডট মাথা নেড়ে বলে, তুমি শুয়ে পড়। আমি একটু পরে আসছি।

ফিউজের জন্যে নয়—কিন্তু বার্কহার্ডটের ঘুম আসছিল না। সে খারাপ সুইচটা খুলে নেয়। রান্নাঘরে খুঁজে পায় টর্চ। নেমে যায় ভাঁড়ার ঘরে। খুঁজে নেয় একটা নতুন বাড়তি ফিউজ।

নতুন ফিউজ হাতে বার্কহার্ডট শুনতে পায় রান্নাঘরে অবস্থিত ফ্রীজের ভিতর থেকে আসা গুনগুন শব্দ।

পিছন ফিরে সে থামে। যেখানে পুরনো ট্রাঙ্কটা পড়ে আছে—সেখানে মেঝের ওপর অদ্ভুত উজ্জ্বল আলো। টর্চ জ্বেলে সে দেখল, একটা ধাতু খণ্ড! একটা কিভাবে সম্ভব হল? বার্কহার্ডট বুঝতে পারে না। ধাতু স্পর্শ করল—অত্যন্ত ধারালো চারধার।

ভাঁড়ার ঘরের মেঝে সিমেণ্টের বদলে নিমেষে ধাতুতে পরিণত।

ঘাবড়ে গিয়ে বার্কহার্ডট কড়িকাঠে ঘা মারে। জানলায় সত্যিকারের কাচ বসানো। বুড়ো আঙ্গুলে রক্ত চুষতে চুষতে ভাঁড়ার ঘরের সিঁড়ির উপর আক্রমণ চালায়। ইঁটের উপর ঘা মারে। মনে হচ্ছে কে যেন রাতারাতি সমস্ত বাড়িটা ধাতু দিয়ে তৈরী করেছে! এবং বেশ নিপুণভাবে সমস্ত গোপন সাক্ষ্য রেখেছে।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। যেমন ভাঁড়ারঘরের সামনে অবস্থিত জাহাজের কাঠামো। কয়েক বছর আগে সে নিজে তৈরী করেছে। উপর থেকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ভেতরে যেখানে থাকার কথা বসবার আসন সেখান শক্ত করে আটকানো একখণ্ড বস্ত্র।

বার্কহার্ডট ঝুঁকে পড়ল জাহাজের কাঠামোর ওপর। সবকিছু তার ধারণার বাইরে। মনে হচ্ছে কারা যেন তার সমস্ত বাড়িটাকে বদলে দিয়েছে।

—ভারী বিচ্ছিরি। বার্কহার্ডট শূন্য ভাঁড়ারঘরে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কে এমন সর্বনাশটা করল?

টর্চ বন্ধ করে বার্কহার্ডট বাইরে বেরুবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সে টের পায় একধরনের অবসন্নতা তাকে ঘিরে ধরেছে। এবং বার্কহার্ডটের চেতনা লুপ্ত হয়। সে ঘুমিয়ে পড়ে।

জুনের ষোল তারিখে জাহাজের কাঠামোর নিচে বার্কহার্ডট জেগে ওঠে। ওপরে যাওয়ার পর সে দেখতে পায় জুনের পনেরো তারিখ।

প্রথমে সে পাগলের মত জাহাজের কাঠামো, কৃত্রিম ভাঁড়ারঘরের মেঝে নকল পাথর পরীক্ষা করে। ভোর ছটা—যে-কোন মুহূর্তে তার স্ত্রী জেগে উঠবে।

বার্কহার্ডট সদর দরজায় খুলে বাইরে তাকায়। নির্জন রাস্তা। সকালের খবরের কাগজ সোপানের ওপর অসর্কতভাবে পড়ে রয়েছে। কাগজের ওপর তারিখ লেখা—পনেরো জুন। অসম্ভর ব্যাপার। গতকাল ছিল পনেরো তারিখ। ঐ তারিখ কিছুতেই ভোলা যায় না, কেননা ওই দিন ছিল কর দাখিলের তারিখ।

হলঘরে ফিরে সে ফোন করে। আবহাওয়ার খবর, ঠাণ্ডা ভাব, কিছু বৃষ্টিপাত—জুনের পনেরো তারিখের আগাম আবহাওয়ার সংবাদ।

ফোন রেখে দেয় সে। জুনের পনেরো।

—স্বর্গীয় প্রভু! বার্কহার্ডট প্রার্থনা জানায়। বড় বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। সে শুনতে পায় শোবার ঘরে স্ত্রীর ঘণ্টা বাজানোর শব্দ।

মেরী বার্কহার্ডট বিছানার ওপর বসা—তার দু'চোখের ভাব বিস্ফারিত।

আঃ! মেরী স্বামীকে ঘরে দেখতে পেয়ে ডুকরে ওঠে। বলে, প্রিয়তম, এইমাত্র আমি ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। বিস্ফোরণ এবং…।

—আবার? বার্কহার্ডট জিজ্ঞেস করল, মেরী কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে জান, গতকাল সমস্ত কিছু ভুলভাল ঘটে গেছে এবং—।

বার্কহার্ডট অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা জানায়। মেরীর দু'চোখে শুনতে শুনতে ক্রমশ বড় হতে থাকে।

—সত্যি এসব ঘটেছে? মেরী বলে, গত সপ্তাহে পুরনো ট্রাঙ্কটা পরিষ্কার করেছি কিন্তু কিছুই চোখে পড়েনি।

—তিন সত্যি ! বার্কহার্ডট বলে, আমরা আলো জ্বালাবার···।
—আমরা···কি বলছো তুমি ? মেরী আতঙ্কিত চোখে তাকায়।
—আমরা আলো জ্বালাবার পর তুমি তো জান, যখন সিঁড়ির মাথায় আলো জ্বলছিল না, আমি ভঁাড়ার ঘরে নেমে যাই এবং···।
মেরী শরীর কাঁপিয়ে বলে, গাই, সুইচটা তো খারাপ হয়নি। আমি গত রাত্রে নিজে আলো জ্বালিয়েছি।
বার্কহার্ডট কিছুক্ষণ স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, উঁহু, তুমি আলো জ্বালাওনি! চল, একবার নিজের চোখে দেখবে।
সিঁড়ি দিয়ে নাটকীয় ভাবে নামতে নামতে সে খারাপ সুইচের দিকে দৃষ্টি আর্কষণ করে। আশ্চর্য! সুইচের কোন গণ্ডগোল নেই।
অবিশ্বাসের সঙ্গে বার্কহার্ডট সুইচ টেপে—হলঘরে আলোয় ভরে যায়। মেরীকে বড় বিমর্ষ দেখায়। সে তার স্বামীকে ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে জলখাবার বানায়। বার্কহার্ডট অনেক্ষণ সুইচের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মস্তিষ্ক কাজ করে না।
বার্কহার্ডট দাড়ি কামায়। পোশাক পরে, জলখাবার খায়। মেরী তার স্বামীকে বিরক্ত করে না। স্বামীকে বিদায় চুম্বন দেয়। বার্কহার্ডট নিঃশব্দে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে যায়।
মিস মিকিন সুপ্রভাত জানায়। বলে, মিঃ বার্ক আজও আসবেন না।
বার্কহার্ডট কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। সে কোন রকমে এগিয়ে যায় তার সিটের দিকে। সকালের ডাক খোলা হয়নি। কিছুক্ষণ পর সে ডাক খোলে। দুপুরের খাবারের জন্যে মিস্ মিকিনকে আগে পাঠায়। অদ্ভুতভাবে একবার তার দিকে তাকিয়ে মিস্ মিকিন চলে যায়।
ফোন বেজে ওঠে। বার্কহার্ডট রিসিভার তুলে বলে, কনট্রো কেমিক্যালস্ ডাউনটাউন, বার্কহার্ডট বলছি।
কণ্ঠস্বর জবাব দেয়, আমি সোয়ানসন।

অপেক্ষা করে বার্কহার্ডট। কোন উত্তর নেই। কিছুক্ষণ পরে শোনে, এখনও কিছু না, কি বল ?
—কীসের কিছু না ? সোয়ানসন, তুমি কিছু বলতে চাও ? গতকাল তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে···তুমি কিছু বলতে চেয়েছিলে। তুমি···।
কণ্ঠস্বর ছিঁড়ে যায়—বার্কহার্ডট ! হায়, তুমি স্মরণ করতে পারছো ! অপেক্ষা কর—আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে ধরছি।
—ব্যাপারটা কি ?
—ধৈর্য ধর। দেখা হলে জানতে পারবে। ফোনে আর কথা নয়—কেউ শুনতে পারে। অপেক্ষা কর। এক মিনিট। অফিসে কি তুমি একা থাকবে ?
—উঁহু। মিস্ মিকিন সম্ভবত···।
—যাচ্ছে তাই ! বার্কহার্ডট, কোথায় তুমি দুপুরের খাবার নাও ? ওখানে কী খুব কোলহল হয় ?
—কেন ? মনে হয় তাই। ক্রিস্টাল কাফে···জায়গাটা···।
—বলতে হবে না। আমি জানি। আধঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে।
ক্রিস্টাল কাফের দেয়াল লাল রঙের আবৃত নয়—অথচ ভেতরটা খুব গরম। বাজনা যাচ্ছেতাই ! বিজ্ঞাপিত হচ্ছে পানীয় আর সিগারেটের। এমন সব ঠাণ্ডা পানীয়র নাম শোনা যাচ্ছে—যা কিনা কোনদিন শোনেনি বার্কহার্ডট।
যখন সে সোয়ানসনের জন্যে অপেক্ষা করছে রেঁস্তোরাঁয় প্রবেশ করে একটি মেয়ে। পরনে স্বচ্ছ কাগজের তৈরী পোশাক।
—ঢোকো বাইট বড় উগ্র গন্ধ। মেয়েটি বিড় বিড় করতে করতে তার টেবিলের কছে এলো। বার্কহার্ডট ছিল অধীর অপেক্ষায় সোয়ানসনের জন্যে। সে মেয়েটির দিকে মনোযোগ দেয় না। কিন্তু মেয়েটি যখন টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দেয় নানারকম মিষ্টির প্যাকেট—বার্কহার্ডট সচকিত হয়ে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে।

—মিস্ হর্ন !

মেয়েটি ট্রে রাখে। বার্কহার্ডট চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, কিছু গণ্ডগোল হয়েছে ?

মেয়েটি পালিয়ে যায়।

রেস্তোরাঁর ম্যানেজার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বার্কহার্ডটের দিকে তাকায়। বার্কহার্ডট চেয়ারে বসে পড়ে অবাক হয়ে। মেয়েটিকে কোনরকম অপমান করেনি। হয়ত মেয়েটি অত্যন্ত গোঁড়া ধরনের। অবশ্য স্বচ্ছ কাগজের তৈরী পোশাকের বাইরে ছিল তার লম্বা নগ্ন পা। যখন সে মেয়েটিকে কিছু বলতে যায়—মেয়েটি তাকে মনে করেছিল একজন ফতো বাবু।

যত সব ফালতু ঝুট ঝামেলা। বার্কহার্ডট রাগে গর গর করে মেনুতে হাত দেয়।

—বার্কহার্ডট। ফিস্‌ফিস্ তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

মেনুর ওপর থেকে মুখ তুলে বার্কহার্ডট তাকায়। সে হতচকিত। তার উল্টোদিকের চেয়ারের সোয়ানসন বসে। হাবভাব গম্ভীর।

—বার্কহার্ডট ! ছোট্ট মানুষটা আবার নিচু গলায় বলে, চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। ওরা এখন তোমাকে খুঁজছে। যদি বেঁচে থাকতে চাও, বেরিয়ে পড়।

এই লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। বার্কহার্ডট একবার ম্যানেজারের দিকে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হেসে সোয়ানসনকে অনুসরণ করে বাইরে এলো। ছোট্ট মানুষটা জানে, সে কোথায় যাচ্ছে। রাস্তায় পা দিয়ে সে বার্কহার্ডটকে শক্ত হাতে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

—মেয়েটিকে তুমি লক্ষ্য করনি ? সোয়ানসন জেরার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ঐ হর্ন মেয়েটি, ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। মেয়েটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওদের নিয়ে আসবে···সুতরাং তাড়াতাড়ি চল।

রাস্তায় অসংখ্য মানুষ ও গাড়ি ঘোড়ার চালকেরা কিন্তু বার্কহার্ডট এবং

সোয়ানসনকে লক্ষ্য করল না। ঝড়ো বাতাস—আবহাওয়া জুনের চেয়ে অক্টোবরের মতো। ছোট, মানুষকে অনুসরণ করার সময় নিজেকে কেমন বোকা মনে হল বার্কহার্ডটের। সে ছুটছে অজ্ঞাত পরিচয় 'কয়েকজন' এর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে কোন লক্ষ্যে? ছোট্ট মানুষটা সম্ভবত উন্মাদ—কিন্তু সে ভয় পেয়েছে। ভয়টা সংক্রামক।

—এখানে! হাঁফাতে হাঁফাতে ছোট্ট মানুষটা বলল।

অন্য একটা রেস্তোরাঁ—দ্বিতীয় শ্রেণীর। পাকশালা বলা ভাল। এসব জায়গায় কখন ও আসার কথা ভাবতে পারে না বার্কহার্ডট।

—সোজা এগিয়ে চল। সোয়ানসন ফিস্‌ফিস্ করে বলে। বার্কহার্ডট বাধ্য ছেলের মত অসংখ্য টেবিলের পাশ কাটিয়ে রেস্তোরাঁর কোণের দিকে অগ্রসর হয়।

তারা এসে উপস্থিত হয় বড় তাঁবুর নিচে একটা সিনেমা হলের সামনে। সোয়ানসনের হাবভাবে মনে হয়, সে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে।

—ওরা আর আমাদের খুঁজে পাবে না! সোয়ানসন নরম গলায় বলে, আমরা প্রায় এসে পড়েছি।

সে জানালার সামনে ঝুঁকে দুটো টিকিট কেনে। ওর পিছনে বার্কহার্ডট সিনেমা হলে ঢেকে। ছুটির দিনে ম্যাটিনি শো—লোকজন প্রায়ই নেই বললেই চলে। পর্দায় ভেসে ওঠে যুদ্ধের ছবি।

তারা বিশ্রাম স্থানে, পৌঁছে দেখল কেউ নেই। দুটো দরজা—একটা পুরুষদের এবং অন্যটা মহিলাদের, তৃতীয় দরজার গায়ে লেখা ম্যানেজার। সোয়ানসন দরজায় কান পাতে—তারপর আস্তে আস্তে সামান্য ঠেলে উঁকি মারে।

—ঠিক আছে। সে ইশারায় জানায়।

ওকে অনুসরণ করে বার্কহার্ডট শূন্য অফিস ঘরে ঢোকে। সেখানে দেখতে পায় অন্য একটা দরজা—মনে হয় খাসকামরা। দরজার গায়ে কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু এটা খাসকামরা নয়। সোয়ানসন সাবধানে

দরজা খোলে, ভেতরে তাকায়, ইশারায় বার্কহার্ডটকে ডাকে।

একটা সুড়ঙ্গ—ধাতুর দেয়াল, উজ্জ্বল আলোকিত। তাদের উভয় দিকে শূন্য লম্বা দেয়াল। চারদিকে তাকিয়ে বার্কহার্ডট অবাক। একটা জিনিস সে নিশ্চিতভাবে জানে—টাইলারটনের নিচে এ'ধরনের কোন সুড়ঙ্গ নেই।

অদূরে একটা ঘর। চেয়ার রয়েছে। আর রয়েছে অনেকটা টিভির পর্দার মত দেখতে। সোয়ানসন একটা চেয়ারের বসে হাঁফায়।

—কিছুক্ষণ এখানে নিরাপদে থাকবো আমরা। সোয়ানসন সাঁ সাঁ করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ওরা এখানে আসবে না। যদি আসে—আমরা টের পেয়ে লুকোতে পারবো।

—কারা? জানতে চায় বার্কহার্ডট।

ছোট্ট মানুষটা জবাব দেয়, মঙ্গলগ্রহের কল্পিত অধিবাসীরা! আমি মনে করি। তোমার ধারণাও ঠিক হতে পারে—ব্যাপারটা নিয়ে আমি গত কয়েক সপ্তাহ চিন্তা করেছি। সম্ভবত ওরা রাশিয়ান। তবুও…।

—প্রথম থেকে বল। কে আমাকে খুঁজে পেয়েছে? কখন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোয়ানসন জবাব দেয়, গোটা ব্যাপারটা আবার বলতে হয়। ঠিক আছে। মাস দুই আগে তুমি একদিন আমার কাছে বেশি রাতে এসেছিল। খুব মার খেয়েছিলে তুমি—ভয়ে কাঁপছিলে। আমার সাহায্য চাইলে তুমি।

—সাহায্য চাইলাম?

—স্বাভাবিক রে, তুমি কিছুই মনে করতে পারছো না। আমার কাছে শুনলে বুঝতে পারবে। তুমি একটা নীল ডোরা কাটা বস্তুর কথা, ভয় দেখানো স্ত্রী মৃত্যু এবং জীবন ফিরে পাওয়া—এসব আবোল তাবোল বলছিলে। তোমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়েছিল। কিন্তু, তুমি তো জান, তোমার সম্পর্কে আমার বেশ শ্রদ্ধা আছে। তোমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে অনুরোধ করেছিলে। অন্ধকার একটা ঘর, তুমি জান। ভেতর থেকে

বন্ধ করা যায়। চাবি নিজের কাছে রেখেছি। সুতরাং আমরা সেখানে গেছি—তখন মধ্যরাত—পনেরো কুড়ি মিনিট পরে আমরা পটল তুলেছি।

—পটল তুলেছি?

—আমরা দু'জনেই মরে গিয়েছিলাম। যেন বালুর বস্তার আঘাতে আমাদের চেতনা লুপ্ত হয়ে হয়েছিল। শোন কাল রাত্রে কী ঐ ব্যাপারটা ঘটেনি?

—মনে হয়। বার্কহার্ডট অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

—নিশ্চয়ই। তারপর হঠাৎ আমরা জেগে উঠি। তুমি অদ্ভুত কি একটা ব্যাপার দেখাবে বলে ছিলে। আমরা একটা কাগজ কিনেছিলাম। তারিখটা ছিল জুনের পনেরো।

—জুনের পনেরো তারিখ কিন্তু সেটা তো আজকে? মনে হচ্ছে…।

—পেয়েছেন বন্ধু! ওটা সবসময় আজকে!

বার্কহার্ডট অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, গত সপ্তাহ ঐ অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে ছিলে?

—কি করে বলি? চার পাঁচ সপ্তাহ হবে হয়ত। গুনতে আমি ভুলে গেছি। প্রত্যেকদিন জুনের পনেরো তারিখ। রোজ আমার বাড়িউলি মিসেস ফ্রীজার সদর দরজার কাছে সিঁড়ি পরিষ্কার করে—খবরের কাগজের কোণে একই হেড লাইন দেখা যায়। ব্যাপারটা একঘেয়ে বন্ধু।

বার্কহার্ডটের পরিকল্পনা পছন্দ হয় না সোয়ানসনের। কিন্তু বার্কহার্ডট এগিয়ে যাবেই।

—খুব বিপদ হতে পারে। সোয়ানসন আশঙ্কার সঙ্গে বলে, যদি কেউ আসে? ওরা তাদের দেখতে পাবে এবং…।

—আমাদের হারাবার আর কী আছে ?

—সাংঘাতিক ঝুঁকি !

বার্কহার্ডটের পরিকল্পনা সোজা। সে নিশ্চিতভাবে জানে কোথায় গিয়ে সুড়ঙ্গ পৌঁছেছে। মঙ্গলগ্রহের কল্পিত অধিবাসীরা অথবা রাশিয়ানরা —অদ্ভুত ঘটনা অথবা ভ্রম—টাইলারটনে যা কিছু বিসদৃশ ঘটনা ঘটেছে, তার ব্যাখ্যা আছে। সুড়ঙ্গের শেষে রহস্যের হদিশ মিলতে পারে।

তারা আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। এক মাইল যাওয়ার পর শেষ সীমায় পৌঁছায়। সৌভাগ্য যে, কেউ তাদের দেখতে পায় না। কিন্তু সোয়ান-সন জানায় যে, বিশেষ একটা সময়ে সুড়ঙ্গ ব্যবহার হয়।

সর্বদা জুনের পনেরো তারিখ। কেন ? বার্কহার্ডট নিজেকে প্রশ্ন করল এবং একই সময়ে সকলের ঘুমিয়ে থাকা। কিছু মনে পড়ছে না।

বার্কহার্ডটকে অন্ধকার ঘরে চলে যেতে দেখা। সোয়ানসন যখন আসে তখন চলে গেছে বার্কহার্ডট। ঐ দিন দুপুরের রাস্তায় বার্কহার্ডটকে দেখেছে সোয়ানসন। কিন্তু বার্কহার্ডটের এসব কিছু মনে নেই।

এবং সোয়ানসন গোপন কক্ষে থেকেছে কয়েক সপ্তাহ। রাতে লুকিয়ে থেকেছে জঙ্গলে, দিনের বেলায় খুঁজেছে বার্কহার্ডটকে, 'ওদের' ভয়ঙ্কর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করেছে আপ্রাণ।

ওরা ! ওদের মধ্যে একটা মেয়ে এপ্রিল হর্ন। টেলিফোন মুখে ঢোকার পর মেয়েটা আর বেরিয়ে আসেনি। অন্য লোকটি হল যে বার্কহার্ডটের অফিসের সামনে সিগারেট বিক্রি করছিল। আরও আছে অন্ততঃ যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ সোয়ানসন।

তাদের সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়—একবার যদি জান কোথায় তাদের পাওয়া যেতে পারে। টাইটানের তারা রোজ নিজেদের বদলায়।

রাশিয়ান ? মঙ্গলগ্রহের কল্পিত অধিবাসী ? যাই হোক তারা—এই উন্মাদ ছদ্মবেশীরা কী চায় ?
উত্তর জানে না বার্কহার্ডট।। হয়ত সুড়ঙ্গের শেষে দরজার কাছে কিছু দেখা যেতে পারে। দূরে অস্পষ্ট শব্দ। বিপদজনক মনে হয় না। তারা এগিয়ে যায়। এবং বড় একটা কামরায় ঢুকে বার্কহার্ডট চিনতে পারে—কনট্রো কেমিক্যাল প্ল্যান্ট।
কাউকে দেখা যায় না। অবাক হয় না বার্কহার্ডট। এই স্বয়ংক্রিয় কারখানায় কখন ও বেশি লোভ ছিল না। কিন্তু একবার দেখা সত্বেও তার মনে হচ্ছে—কারখানা ছিল সরব। এরকম নিথর ছিল না। দূরে কিছু শব্দ—এছাড়া কোন সাড়া নেই। নিপুণ পরমাণু মন থেকে পাঠাচ্ছে না কোন নির্দেশ।
বার্কহার্ডট ডাকে, 'চলে এসো'। সোয়ানসন অনিচ্ছার সঙ্গে এগোয়। হাঁটার সময় তারা মৃতের অস্তিত্ব টের পায়। তাই হবে কেননা এক সময় এই কারখানায় চালিত হত যাদের সাহায্যে—তারা শব ছাড়া কী ? মেসিন চলত কমপিউটারের সাহায্যে—আসলে ওরা আদৌ কমপিউটার নয়—কিন্তু পরমাণুর দ্বারা চালিত জীবন্ত মস্তিষ্কের অনুরূপ বস্তু। এক সময় প্রত্যেকের ছিল মানুষের মস্তিষ্ক।
বার্কহার্ডটের কাছে দাঁড়িয়ে সোয়ানসন বলে, আমার ভয় করছে।
ঘরের মধ্যে তারা জোর শব্দ শোনে। মেসিনের শব্দ নয়—কণ্ঠস্বর। বার্কহার্ডট সতর্কভাবে একটা দরজার কাছে যায়—তাকাতে ভয় হয় চারিদিকে। ছোট্ট একটা ঘর। অনেক টেলিভিশন-এর পর্দা—সামনে বসে একজন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক, পর্দার দিকে তাকিয়ে যন্ত্রের ভিতর কি যেন ঢুকছে। ছবিগুলির মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। একটা মেয়ে পোষাক পরে আছে এপ্রিল হর্নের মত—সে ফ্রীজের ব্যবহার দেখাচ্ছে। বার্কহার্ডট একটা দৃশ্যে তার অফিসের সামনে সিগারেটের দোকান দেখতে পায়। অদ্ভুত দৃশ্য। বার্কহার্ডটের ইচ্ছে ছিল অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে

এসব দেখে। কিন্তু কেউ যে-কোন মুহূর্তে তাদের দেখে ফেলতে পারে। তারা আর একটি ঘরে ঢোকে। বেশ বড় ঘর। ডেস্কে অনেক কাগজ। বার্কহার্ডট একপলক তাকিয়ে থাকে—তারপর তার চোখে পড়ল কিছু শব্দ। ওপরের পাতা টেনে তুলে—মনোযোগ দিয়ে পড়ে। সোয়ানসন পাগলের মত ড্রয়ার হাতড়ায়।

সোয়ানসন আনন্দে লাফায়—এই ছাখ···একটা বন্দুক! গুলি ভরা। বার্কহার্ডট ঝাপসা ভাবে তাকায়। সোয়ানসনের কথা বুঝতে দেরী হয়। টের পেয়ে কে চিৎকার করে, বহুত আচ্ছা! আমাদের প্রয়োজন হবে। সোয়ানসন, বন্দুক আমাদের পালাতে অনেক সাহায্য করবে। পুলিশের কাছে আমরা যাব। এবার এই কাগজটা ছাখ।

কাগজের লেখা, পরীক্ষার রিপোর্ট। বিষয়, মারলিন সিগারেট অভিযান। কতগুলি হিজিবিজি সংখ্যা—ওরা বুঝতে পারে না। সোয়ানসন সংখ্যার ওপর থেকে মুখে তুলে বার্কহার্ডটের দিকে তাকায়। বলে—বুঝতে পারছি না।

—তোমাকে দোষ দেই না। এসব অদ্ভুত। বার্কহার্ডট বলে, যাই হোক এরা রাশিয়ান অথবা মঙ্গল গ্রহের কল্পিত অধিবাসী নয়। এরা মানুষের বিজ্ঞাপন করছে। কি ভাবে করছে, জানি না। টাইলারটনকে এরা অধিকার করেছে। ওদের মুঠোয় আমরা সবাই—হাজার হাজার টাইলারটনের অধিবাসী!

সোয়ানসনের চোয়াল ঝুলে পড়ে। সে রুঢ়ভাবে বলে, গাঁজাখুরি গল্প। বার্কহার্ডট মাথা নেড়ে বলে, হতে পারে···গোটা ব্যাপারটা অদ্ভুত! এ ছাড়া আর কি ভাবে তুমি ব্যাখ্যা করবে? ওরা সবকিছু ঠিকঠাকের পর তারপর খরচ করে। কত খরচ হয়, কে জানে। কয়েকটা সংস্থা কুড়ি অথবা তিরিশ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিজ্ঞাপনে খরচ করে এক বছরে। আগে থাকতে যদি ওরা ফলাফল টের পায়—অর্ধেক খরচ ওদের বেঁচে যায়। বছরে বেঁচে যায় হাজার হাজার ডলার।

ঠোঁট কামড়ে সোয়ানসন বলে, তুমি বলতে চাও, আমরা সকলেই এক প্রকার বন্দী দর্শক ?
ভ্রু কুঁচকে বার্কহার্ডট বলে, ঠিক তা নয়। তুমি জান, একজন ডাক্তার পেনিসিলিন নিয়ে কি পরীক্ষা চালায় ? তার মানে হচ্ছে আমরা সকলে রোগের জীবাণু।
সোয়ানসন আর সহ্য করতে পারে না। সে কোনমতে বলে, এখন আমরা কী করবো ?
—আমার পুলিশের কাছে যাব। ওরা মানুষকে নিয়ে গিনিপিগের মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে না।
—কি ভাবে পুলিশের কাছে যাব ?
বার্কহার্ডট একটু দ্বিধান্বিত। বলে, আমার মনে হয় এই অফিসটা গণ্যমান্য কোন একজনের। আমাদের বন্দুক আছে। যতক্ষণ না সেই প্রভুর আগমন হয়। আমরা অপেক্ষা করবো। এবং তাকে বাধ্য করবো আমাদের বাইরে নিয়ে যেতে।
খুব সোজা ব্যবস্থা। মেনে নেয় সোয়ানসন এবং একটা জায়গা বেছে, দেয়ালের গায়ে, দরজা থেকে দেখা যায় না, বসে পড়ে। দরজার পিছনে ওৎপেতে অপেক্ষা করে বার্কহার্ডট।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। সম্ভবত আধ ঘণ্টা। তারপর বার্কহার্ডট শোনে শব্দ এগিয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি সোয়ানসনকে সতর্ক করে দেয়।

একজন মানুষ এবং একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর। মানুষটি বলছে, কেন তুমি ফোনে খবর দিতে পারেনি ? সমস্ত দিনের পরীক্ষা তুমি নষ্ট করেছো। তোমার কী হয়েছে, জ্যানেট ?
—আমি দুঃখিত, মিঃ ডোরচিন। মেয়েটি মিষ্টি গলায় বলে, ভেবেছিলাম ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

—গুরুত্বপূর্ণ! লোকটি গজগজ করে বলে, একুশ হাজার খরচ হবে মাত্র একটা বাজে লোকের জন্যে!

—কিন্তু লোকটি হচ্ছে বার্কহার্ডট। যে ভাবে লোকটি হাওয়া হয়ে গেল, মনে হচ্ছে কারুর সাহায্য পেয়েছে।

—ঠিক আছে। জ্যানেট, কোনো-বাইট অনুষ্ঠান সবার আগে। কাজে লেগে যাক। বার্কহার্ডটকে নিয়ে চিন্তা কর না। বোধ হয় লোকটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ রাত্রেই ওকে ধরবো এবং…।

ওরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। বার্কহার্ডট পেছন থেকে লাথি মেরে দরজা বন্ধ করল। বন্দুক উঁচিয়ে ধরল।

—তুমি বুঝি তাই ঠিক করেছো? বার্কহার্ডট দরাজ গলায় বলে।

এমন আনন্দদায়ক উত্তেজনা জীবনে টের পায়নি বার্কহার্ডট। ডোরচিনের মুখ ঝুলে পড়ে এবং ছু'চোখ বিস্ফারিত। মেয়েটি ভীষণ অবাক হয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে বার্কহার্ডট বুঝতে পারল—কেন ওর কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হচ্ছিল। মেয়েটি আর কেউ নয়। সেই মেয়েটি যে নিজেকে এপ্রিল হর্ন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। ডোরচিন দ্রুত নিজেকে সামলে নেয়। তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, এই বুঝি সেই লোকটা?

মেয়েটি জবাব দেয় হ্যাঁ।

মাথা নেড়ে ডোরচিন বলে, হুঁ, তুমিই বার্কহার্ডট? কী চাও?

সোয়ানসন শিষ দিয়ে বলে, ওকে লক্ষ্য করা ওর কাছে আর একটা বন্দুক থাকতে পারে!

—তল্লাসী নাও। বার্কহার্ডট বলে, ডোরচিন, আমরা কি চাই? আমাদের সঙ্গে পুলিশের কাছে যাবে তুমি। বিশ হাজার মানুষদের অপহরণের ব্যাখ্যা শুনতে চাইবে পুলিশ তোমার কাছে।

—অপহরণ? ডোরচিন সশব্দে নাক ঝেড়ে বলে, বাজে ফচফচ কর না। বন্দুক সরাও, ওটা নিয়ে তুমি পালাতে পারবে না।

শক্ত মুঠোয় বন্দুক চেপে বার্কহার্ডট বলে, মনে হয় পালাতে পারবো।

ডোরচিনকে ক্রুদ্ধ দেখায়। কিন্তু সে ভয় পায় না। অতি কষ্টে রাগ সংযত করে বলে, শোন, মস্ত ভুল করছো তুমি। কাউকে আমি অপহরণ করিনি, বিশ্বাস কর!

বার্কহার্ডট দৃঢ় কণ্ঠে বলে, তোমাকে বিশ্বাস করি না। কেন করবো?

—কিন্তু যা বলছি, সব সত্য!

মাথা নেড়ে বার্কহার্ডট বলে, এসব কথা পুলিশের কাছে গিয়ে জানাবে। এখন বল, কি ভাবে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব?

ডোরচিন কথা বলার জন্যে মুখ খোলে। তার ভঙ্গি উদ্ধত।

রেগে বার্কহার্ডট বলে, মেজাজ নষ্ট করো না। প্রয়োজন হলে তোমাকে আমি মেরে ফেলবো। বুঝতে পারছো না? ছ'দিন যে কষ্টের মধ্যে কেটেছে এবং প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে দোষারপ করেছি। তোমাকে মারা বড় আনন্দের ব্যাপার হবে। কিছুই হারাতে হবে না আমাকে। এখান থেকে আমাদের বাইরে নিয়ে চল।

ডোরচিনের মুখ অস্পষ্ট দেখায়। সে যেন পা বাড়াতে যায় সেই মুহূর্তে সুন্দরী জ্যানেট তার এবং বন্দুকের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

—প্লীজ। মেয়েটি কাতর কণ্ঠে বার্কহার্ডটকে বলে, তুমি বুঝতে পারছো না···বন্দুক চালিও না।

—সরে যাও?

—কিন্তু মিঃ বার্কহার্ডট···।

মেয়েটার কথা শেষ হয় না। ডোরচিন, মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, দরজার দিকে এগোয়। এক পা এগিয়ে বার্কহার্ডট। বন্দুক বার করে ক্রোধে চিৎকার করল। মেয়েটি তীব্রস্বরে কি যেন বলে। বার্কহার্ডট গুলি চালায়। ইচ্ছে করে নিচের দিকে চালায়। পঙ্গু করার জন্যে, হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। নিশানা ঠিক হয় না। বন্দুকের গুলি ঢুকে যায় মেয়েটির পেটে।

ডোরচিন বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ হয় সশব্দে। মিলিয়ে যায় দূরে।

বার্কহার্ডট জোরে বন্দুকটা ঘরের মধ্যে ছুড়ে দেয় এবং ছুটে যায় মেয়েটির কাছে। সোয়ানসন গোঙাতে গোঙাতে বলে, বার্কহার্ডট, আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিলে তুমি। কেন তুমি এমন করলে? আমাদের উচিত ছিল পুলিশের কাছে যাওয়া।

কোন কথা কানে ঢুকছিল না বার্কহার্ডটের। সে মেয়েটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। চিৎ হয়ে শুয়ে মেয়েটি—দু'বাহু ছড়ানো। রক্তের কোন চিহ্ন নেই। আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। অথচ মেয়েটি এমন ভঙ্গিতে শুয়ে আছে যে, তাকে জীবন্ত বলে মনে হবে না।

তথাপি সে মরেনি। বার্কহার্ডট ভয় বিহ্বল হয়ে ভাবে—মেয়েটি বেঁচেও নেই। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ—অথচ ওর একটা হাতের প্রসারিত অঙ্গুলে এক লয়ে বেজে চলেছে টিক্‌টিক্ শব্দ। নেই শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ—অথচ শোনা যাচ্ছে এক ধরনের হিস্‌হিস্ শব্দ। দু'চোখ খোলা—বার্কহার্ডটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। সেখানে ভয় অথবা যন্ত্রণার চিহ্ন নেই—আছে কেবল করুণা।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে মেয়েটির ঠোঁট উঠল, ঘাবড়ে যেয়ো না মিঃ বার্কহার্ডট, আমার কিছু হয়নি।

বার্কহার্ডট সবেগে পিছিয়ে যায়—তার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। যেখানে থাকবার কথা রক্ত—সেখানে রয়েছে পরিষ্কার কোন বস্ত্র, যা কিনা মাংস নয় এবং পাতলা গোটানো এক গুচ্ছ সোনার তার।

বার্কহার্ডট জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়। বলে, তুমি তাহলে একজন যন্ত্র মানব।

মেয়েটি মাথা নাড়াবার চেষ্টা করে। বলে, হ্যাঁ, তাই। এবং তুমি ও একজন মানব।

সোয়ানসন মুখ দিয়ে একবার দুর্বোধ্য শব্দ করে ডেক্সের সামনে এসে বসে —দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। বার্কহার্ডট পায়চারী করে মেঝের উপর পড়ে যায় পুতুলের চার পাশে। তার বলার কিছু নেই।

মেয়েটি কোনরকমে বলে, যা ঘটে গেল, তার জন্যে আমি দুঃখিত। সুন্দর ঠোঁট বেঁকে যায় ; সতেজ মুখের উপর ভীতির ছাপ। আমি দুঃখিত। গুলিটা লেগেছে ঠিক স্নায়ু কেন্দ্রের ওপর। কষ্ট হচ্ছে শরীরকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে।

আপনা থেকেই মাথা নাড়ে বার্কহার্ডট। সে যেন মেয়েটির চুক্তি মেনে নেয়। যন্ত্র মানব। যা মনে করেছিল···তখন সে নিশ্চিত। অথচ সে মনে করেছিল মোহনিদ্রা অথবা মঙ্গল গ্রহের কল্পিত অধিবাসীদের অথবা আরও আশ্চর্য কোন কিছু।

সমস্ত কিছু এখন তার কাছে পরিষ্কার। স্বয়ংক্রিয় কারখানা, স্থানান্তরিত মন। সুতরাং একজন যন্ত্রমানবের সৃষ্টি। বাইরে থাকবে আসল মানুষের দেহের আকৃতি ও গঠন।

—আমরা সবাই···আমার স্ত্রী, সেক্রেটারী, তুমি এবং তোমার প্রতিবেশীরা। আমরা সবাই যন্ত্রমানব ?

—উহু। কণ্ঠস্বর উচু হয়, ঠিক তা নয়। আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। ছাখ, আমি···। মিঃ বার্কহার্ডট, আমি ছিলাম একজন কুৎসিত স্ত্রীলোক প্রায় ষাট বছরের। আমার আয়ু ফুরিয়ে যায়। যখন মিঃ ডোরচিন প্রস্তাব দিলেন যে, আমি সুন্দরী যুবতীর জীবন ফিরে পেতে পারি, সানন্দে আমি তা গ্রহণ করি। বিশ্বাস কর, কিছুটা অসুবিধে সত্বেও প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠেছি। আমার রক্তমাংসের শরীর তখন ও জীবন্ত—ঘুমিয়ে আছে। আমি এখানে। আমি ফিরে যেতে পারি রক্তমাংসের শরীরে। কিন্তু কখনও ফিরে যাব না।

—আমরা তাহলে কী ?

—পার্থক্য আছে, মিঃ বার্কহার্ডট। এখানে আমি কাজ করি। মিঃ

ডোরচিনের আদেশ পালন করি। বিজ্ঞাপনের ফলাফল নকশা করি। দেখি তোমাদের জীবন যাত্রা অথবা বেঁচে থাকা—যেমন ভাবে মিঃ ডোরচিন চান। এসব আমি করি ইচ্ছানুযায়ী। তোমাদের কোনরকম পছন্দ নেই···কেননা, তোমরা মৃত।

—মৃত? বার্কহার্ডট আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে।

নীল চোখের দিকে তাকিয়ে বার্কহার্ডটের গায়, কথাটা কতদূর সত্য। সে থামতে থাকে। বলে, আঃ···স্বপ্নে আমি দেখেছি একটা বিস্ফোরণ!

—স্বপ্ন নয়। বিস্ফোরণ সত্য। তার জন্যে দায়ী এই কলকারখানার যন্ত্রপাতি। ট্যাঙ্ক ফেটে যায়। আগুনের তাপে সবাই মারা যায়—একুশ হাজার মানুষ। সবার সঙ্গে তুমিও মারা যাও! মিঃ ডোরচিন সুযোগ পান।

—একটা পিশাচ! বার্কহার্ডট ক্ষিপ্ত।

নড়বড়ে বাহুদ্বয় বিশ্রী ভঙ্গিতে ওঠানামা করে। 'কেন? তোমরা সবাই মৃত। মিঃ ডোরচিন তাই চেয়েছিলেন। মৃত শরীরে জীবন্ত মস্তিস্ক পরিবর্তন আনা খুব সোজা। মৃত কখন এ বাধা দিতে পারে না।'

'এমন অনেক বাড়ি আছে, সেখানে এমনকি মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। একই দিন ঘুরে ফিরে আসে—জুনের পনেরো তারিখ। কেউ যদি এতে অসঙ্গতি দেখতে পায়—কিছু যায় আসে না। কেননা, সমস্ত চরম ভুল-ভ্রান্তি মধ্য রাতে নাকচ হয়ে যায়।'

চেষ্টাকৃত হাসি ফোটে মুখে—'ওটা ছিল স্বপ্ন, মিঃ বার্কহার্ডট...কেননা, তুমি বেঁচে ছিলে না। ওটা মিঃ ডোরচিনের উপহার—স্বপ্ন দেওয়া এবং দিনের শেষে ফিরিয়ে নেওয়া। গোটা ব্যাপারটা পরীক্ষার জন্যে করা। নতুন স্বপ্ন ফিরিয়ে দেওয়া—জুনের পনেরো তারিখে।'

'সব সময় জুনের পনেরো তারিখ। কারণ জুনের চৌদ্দ তারিখ হচ্ছে শেষ দিন তোমাদের বেঁচে থাকার। কখন এ আমাদের লোক কাউকে খুঁজে পায় না—যেমন ভাবে তোমাকে পায়নি। কেননা, তুমি লুকিয়ে ছিলে

জাহাজের কাঠামোর নিচে। অবশ্য ওটা কোন ব্যাপারই নয়। যাদের পাওয়া যায় না, তারা নিজেরাই দেখা দেয়। দেখা না দিলে ও পরীক্ষার কোন তারতম্য হয় না। শক্তি নিষ্ক্রিয় হলেও আমরা ঘুমিয়ে পড়ি— যেমন তুমি ঘুমিয়েছ। জেগে উঠল, সব মনে পড়ে আমাদের। উঃ, যদি আমি ভুলতে পারতাম।'

বার্কহার্ডট অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলে, এতসব কাজ বুঝি ব্যবসার জন্যে ? এতে প্রচুর খরচ !

যন্ত্রমানব যাকে বলা হয়, সেই এপ্রিল হর্ন মেয়েটি বলে, খরচ হয় অনেক কিন্তু মিঃ ডোরচিনের রোজগারও অনেক। এখানেই শেষ নয়। যখন তিনি দেখেন যে, তাঁর ইচ্ছানুয়ী কাজ হচ্ছে···তুমি কি মনে কর তিনি আর অগ্রসর হন না ? তুমি কী ভাব···।'

দরজা খুলে যায় ঘুরে দাঁড়ায় বার্কহার্ডট। ডোরচিন পালিয়ে গেছে মনে পড়া মাত্র সে বন্দুক হাতে তুলে নেয়।

—গুলি কর না ! শান্তস্বরে কেউ নির্দেশ দেয়। ডোরচিন নয় ! অন্য একজন যন্ত্রমানব। এর শরীর প্লাষ্টিক দিয়ে ঢাকা নয়। ধাতুর আচ্ছাদন থেকে শব্দ বের হয়—'সব ভুলে যাও, বার্কহার্ডট। কোন কাজ হবে না। আরও ক্ষতি করার আগে বন্দুক দাও। এখুনি আমাকে দাও !'

রাগে বার্কহার্ডট কাঁপে। ধাতুর আচ্ছাদনের নিচে এই যন্ত্রমানবের শরীরে গুলী ঢুকবে কিনা, জানে না সে। ঢুকলে, কোন রকম ক্ষতি করতে সক্ষম হবে কি না। কে জানে ! পরীক্ষার জন্যে গুলি করবে কিনা ভাবতে থাকে সে।

কিন্তু পেছন থেকে ভেসে এল ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ শব্দ। সোয়ানসন ভয়ে উন্মাদ হয়ে ওঠে। সে ছুটে এলো এবং বার্কহার্ডটকে বিশ্রী ধাক্কা দিল। বন্দুক ছিটকে পড়ে যায় দূরে।

—প্লীজ ! সোয়ানসন্ অস্পষ্ট ভাবে ধাতু আচ্ছাদিত যন্ত্রমানবের সামনে

দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে বলে, বার্কহার্ডট তোমাকে গুলি করতো—ওকে কিছু বল না। মেয়েটির মত আমি, তোমার কাজ করবো। সব কিছু করতে প্রস্তুত। তুমি যা বলবে...।

ধাতু আচ্ছাদিত যন্ত্রমানব বলে, 'আমরা তোমার সাহায্য চাই না।' দৃঢ় পদক্ষেপে দু'পা এগিয়ে সে বন্দুক হস্তগত করে। ঘৃনায় লাথি মেরে মেঝের ওপর ছুঁড়ে দেয়।

হতভাগ্য মেয়েটি নিরাসক্ত গলায় বলে, মিঃ ডোরচিন, আমি আর বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে পারবো কিনা সন্দেহ।

যন্ত্রমানব উত্তর দেয়, প্রয়োজন হলে নিজেকে বিযুক্ত করে নাও।

বার্কহার্ডট ঢোক গিলে বলল, কিন্তু তুমি ডোরচিন নও!

যন্ত্রমানব গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আমিই ডোরচিন। অবশ্য রক্তমাংস নয়। বর্তমানে এই শরীর আমি ব্যবহার করছি। আমার সন্দেহ যে, বন্দুক দিয়ে এই শরীরকে তুমি অকেজো করতে পারবে কিনা। অন্য যন্ত্রমানবের শরীর ছিল অনেক বেশি অরক্ষিত। এখন তোমার পাগলামী বন্ধ করবে কী? আমি কোন রকম ক্ষতি করবো না—তোমার প্রয়োজন অনেক বেশি। তুমি শান্ত হয়ে বস—আমার লোক এসে তোমাকে ঠিক ঠাক করুক।

সোয়ানসন বিনীত ভঙ্গিতে বলে, তুমি আমাদের শাস্তি দেবে না তো?

যন্ত্রমানবের কোনরকম অভিব্যক্তি নেই—কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পায় তোমাদের শাস্তি দেব? কি ভাবে?

সোয়ানসন কেঁপে ওঠে। বার্কহার্ডট রাগে গর গর করে বলে, ওকে ঠিক-ঠাক কর—যদি ও রাজী হয়। কিন্তু আমাকে নয়!

ডোরচিন তোমার অনেক ক্ষতি করতে যাচ্ছ। আমার মূল্য কতটা অথবা আমাকে ঠিকঠাক করতে তোমাদের কতটা বেগ পেতে হবে, তার জন্যে আমি মোটেও মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি এখান থেকে চলে যাব। আমাকে হত্যা না করে আটকে রাখতে পারবে না!

যন্ত্রমানব কিছুটা এগিয়ে এলো। বার্কহার্ডট প্রস্তুত হয়—তার শরীর কাঁপে মৃত্যু অথবা যে কোন পরিস্থিতির জন্যে।

ডোরচিনের ধাতু নির্মিত শরীর একপাশে সরে যায়—বার্কহার্ডট এবং বন্দুকের মাঝখানে। কিন্তু দরজার মুক্ত থাকে।

—যাও! যন্ত্রমানব আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, কেউ তোমাকে বাধা দিচ্ছে না।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বার্কহার্ডট ভাবে—ডোরচিন পাগল না হলে কী তাকে বাইরে যেতে দেয়। যন্ত্রমানব অথবা রক্তমাংসের শরীর, আক্রান্তে অথবা উপকারী—কিছুই তাকে পুলিশের কাছে যেতে আটকাতে পারবে না! যারাই ডোরচিনকে পৃষ্ঠপোষকতা করে, তারা জানে না, এই পিশাচটা কোন্ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে! ওদের কাছে ডোরচিন তার কৌশল গোপন রেখেছে। কারণ জানাজানি হলে ডোরচিনের এই ব্যাবসা কবেই বন্ধ হয়ে যেত। এখান থেকে চলে, যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে মৃত্যুকে বরণ করা। কিন্তু বার্কহার্ডটের বর্তমান অবাস্তব জীবনে মৃত্যুর আতঙ্ক কিছুই নয়।

বারান্দায় কেউ নেই। একটা জানালা—বার্কহার্ডট উঁকি মারে। ঐ তো টাইলারটন শহর—এমন পরিচিত ও জীবন্ত যে, মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন। যদিও স্বপ্ন নয়। টাইলারটন-এর কোন কিছু তখন তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

অন্যদিকে যাওয়া যাক। প্রায় পনেরো মিনিট লাগে একটা পথের হদিশ পেতে। সে জানে যে তার গতিবিধি গোপন নয়। ডোরচিন সব খবর রাখছে। কেউ বার্কহার্ডটকে আটকায় না। কে অন্য একটা দরজা খুঁজে পায়। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। দরজা খুলতেই সে পিছিয়ে এলো। এমন দৃশ্য সে আগে কখনও দেখেনি।

আলো, উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো আলো। অবিশ্বাস্য। বার্কহার্ডট ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করলো। সে দাঁড়িয়ে আছে মসৃণ ভাবে তৈরী ধাতুর ওপর

তার পায়ের কাছ থেকে কিছুটা দূরে মসৃণ ধাতু নিচে নেমে গেছে তীক্ষ্ণ ভাবে। তার দু'পাশে চোখ ঝলসানো আলোয় সীমাহীন খাদ।

এই জন্যেই ডোরচিন এত সহজে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এই কারখানা থেকে কোথাও যাবার উপায় নেই। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য এই অদ্ভুত খাদ!

তার পাশ থেকে একজন প্রশ্ন করল, বার্কহার্ডট? তার নাম ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয় সীমাহীন চার পাশে। বার্কহার্ডট ঠোঁট ভিজিয়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ···বল!

ডোরচিন, বলছি। এবার যন্ত্রমানব নয়—রক্তমাংসের ডোরচিন। মাইকের মাধ্যমে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। এখন তো দেখতে পাচ্ছ, বার্কহার্ডট। এখন কী তুমি শান্ত হবে? আমার লোক কী তোমাকে ঠিকঠাক করার কাজে লাগবে?

বার্কহার্ডট স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে! এককটা উড়ন্ত পাহাড় তার সামনে এলো। ওপরে তাকায় সে। আলোয় চোখ ঝলসে যায়। দেখাচ্ছে যেন···উঁহু, বর্ণনার অতীত!

মাইকের আওয়াজ ভেসে এলো, বার্কহার্ডট!

কিন্তু বার্কহার্ডট উত্তর দিতে অক্ষম।

—হু, তুমি অবশেষে বুঝতে পেরেছেন। কোথাও যাবার জায়গা নেই। এখন জানতে পারলে! আমি বলতে পারতাম—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করতে না। সুতরাং নিজের চোখে সবই তুমি দেখলে। শোন বার্কহার্ডট কেন আগের মতই একটি শহর আমি নির্মাণ করবো? আমি একজন ব্যবসায়ী—খরচের কথা আমাকে ভাবতে। প্রয়োজন হলে আমি তাই করতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোন দরকার ছিল না।

জুনের পনেরো তারিখ। গার্ট বার্কহার্ডট চিৎকার করে জেগে ওঠে। সে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নটা ছিল বিদঘুটে এবং অস্বাভাবিক। বিস্ফোরণ এবং আবছায়া মূর্তির চলাফেরা—মানুষের মত দেখতে নয়। আতঙ্ক, বর্ণনার অতীত।

কাঁপতে কাঁপতে সে ছ'চোখ খোলে। শোবার ঘরে জানালার বাইরে মাইকের প্রচণ্ড নিনাদ।

বার্কহার্ডট টলতে টলতে জানালার কাছে যায়। বাইরে তাকায়। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব—জুনের বদলে অক্টোবরের মত। বাইরের দৃশ্য ব্যতিক্রম হল, স্বাভাবিক। একটা ট্রাক ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে। মাইকে সশব্দে ঘোষণা করছে: "আপনারা কী কাপুরুষ? নির্বোধ? আপনারা কী আপনাদের দেশটাকে জোচ্চর রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তুলে দেবেন? আরও চার বছর দেশটাকে অপরাধ এবং বেআইনী লাভের দিকে ঠেলে দেবেন? না না না! আপনারা কী সোজা ফেডারেল পার্টি ভোট দেবেন? হ্যাঁ! বাজী ধরুন!"

কখনও সে চিৎকার করে ওঠে। কখনও সে নরম কথায় প্রলোভিত হয়। ভীতি প্রর্দশন করে, ক্ষমা চায়। মিষ্টি কথায় ভুলে যায়। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর জুনের পনেরো তারিখ থেকে ক্রমাগত এগিয়ে যায়।

অনুবাদ: সুভাষ সিংহ

বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ

জুল ভের্ন

ইংল্যাণ্ড। ১৮৬২ সাল। জানুয়ারী মাস। জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেছে। সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস এম ঘোষণা করেন: ডাক্তার স্যামুয়েল ফার্গুসন এক অভাবনীয় অভিযান করতে যাচ্ছেন। ভৌগোলিক অভিযানে ইংরেজরাই সবার থেকে এগিয়ে চলেছে। এই অভিযানকে আরও একধাপ এগিয়ে দেবেন ডক্টর ফার্গুসন। ফার্গুসন যাত্রা শুরু করবেন পায়ে হেঁটে নয় বা গাড়িতে চেপেও নয়। তার অভিযান শুরু এক নতুন এবং অকল্পনীয় পদ্ধতিতে।

ডাঃ ফার্গুসন ঠিক করেছেন তিনি বেলুনে চেপে জাঞ্জিবার থেকে আফ্রিকার পশ্চিমদিকে যাবেন। ডাঃ ফার্গুসনের অভিযান সফল হলে আফ্রিকা মহাদেশের অনেক নতুন জায়গা আবিষ্কৃত হবে। ডাঃ ফার্গুসনের অভিযানের জন্য উক্ত সভা থেকে সঙ্গে সঙ্গে ৩৭,৫০৩ টাকা চাঁদা স্বরূপ জোগাড়ও হয়ে গেল।

ফার্গুসনের বাবা ছিলেন ইংরেজ নৌবহরের সেনাধ্যক্ষ। যে কোন রকম আপদবিপদ থেকে ভয় না পাবার শিক্ষা তিনি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। ফার্গুসন নানারকম অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়তেন। এইসব বই কিশোর ফার্গুসনের কল্পনাপ্রবণ মনকে আরও উসকে দিত। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিও তার ছিল বিশেষ ঝোঁক।

বাবার মৃত্যুর পর ফার্গুসন সৈন্যদলে কাজ নিয়ে বাংলাদেশে

আসেন। চাকরীর বাধ্যবাধকতা তার ভাল লাগেনি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি চাকরি ছেড়ে ভারতবর্ষ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে সুরাট পৌছান। ভারতবর্ষ ভ্রমণ শেষ করে তিনি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়া ঘুরে স্বদেশে ফিরে আসেন। কোনরকম সুবিধা-অসুবিধাকে তিনি পরোয়া করতেন না। এইসব নানাকারণে অনেকে ফার্গুসনকে নোপোলিয়ানের সাথে তুলনা করেছেন।

সভার পরদিন 'ডেলি টেলিগ্রাফ' নামে একটি কাগজে খবরটা বার হল। সাথে সাথে চারিদিকে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেল। অনেকে খবরটাকে একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেন ; আবার অনেকে পর্যটকের সাফল্য কামনা করেন।

এর আগে আরও কয়েকজন পর্যটক আফ্রিকার অভ্যন্তরে তিনটি পথের সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু এই তিনটি পথের সংযোগস্থল আজও লোকের অজানা। আশা করা যায় এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবেন ফার্গুসন।

এই অভিযানে ফার্গুসন তার সঙ্গী হিসাবে একজন ডাক্তার এবং তার অনুগত ভৃত্য জো ছাড়া কাউকেই নেবেন না ঠিক করেছেন। ডাক্তারের নাম ডিক কেনেডি। স্কটল্যাণ্ডবাসী ডিকের শিকারী হিসাবেও নাম আছে।

ডিকের প্রথম থেকেই বেলুন অভিযানে আপত্তি ছিল। তার মতে হাঁটা পথে যাওয়াই ভাল। কিন্তু ডাঃ ফার্গুসনের বৈজ্ঞানিক মন যুক্তি দিয়ে ডিককে হাঁটাপথের বিপদের কথা বুঝিয়ে তবে ছাড়ে।

জাঞ্জিবার দ্বীপ থেকেই যাত্রা শুরু হবার কথা ছিল। জাঞ্জিবার আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। জাঞ্জিবার পর্য্যন্ত যাবার জন্য সরকার থেকে 'রিজোলিউট' নামে একটা জাহাজ ঠিক করা হয়েছিল। যন্ত্রপাতি, খাদ্য, পানীয়, পোশাক সব জিনিস মিলিয়ে প্রায় চার

হাজার পাউণ্ড ওজন বহনকারী দুটি বেলুন এবার প্রস্তুত। ছোট বেলুনটি থাকবে বড় বেলুনটির ভিতর। শক্ত রেশম দিয়ে দুটি বেলুনই তৈরী হ'লো। উপরে থাকলো গাডাপার্চারের প্রলেপ। মজবুত লোহার একটি নোঙর আর রেশম দিয়ে তৈরী পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ একটি দড়ির মইও সঙ্গে নেওয়া হ'লো। ছোট বেলুনের ভিতর একটি 'কার' নেওয়া হলো—যাতে বসে ফার্গুসরা যাবেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'রিজোলিউট' গ্রীনউইক থেকে জাঞ্জিবারের দিকে যাত্রা শুরু করে। বহুলোকের সম্মিলিত জয়ধ্বনি জাহাজটিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। বেশ দ্রুতগতিতে জাহাজটি এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল দ্বীপে নামবার সময়। ওখানকার ইংরাজ কন্সাল এসে বললো বেলুন এ দ্বীপে নামানো চলবে না। স্থানীয় আদিবাসীরা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করতে দেবে না। তাদের ধারণা এতে চন্দ্র ও সূর্য দেবতার অপমান হবে।

'তাহলে কী হবে?' ফার্গুসনের গলায় হতাশার সুর। ইংরাজ কন্সাল ভেবেচিন্তে বললেন,—'দূরে সমুদ্রের মাঝখানে ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেখানে গিয়ে বেলুন নামান।'

ফার্গুসন খুশী হয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। বেলুনে হাই-ড্রোজেন গ্যাস ঢোকানো হলো। বেলুন ফুলে এক বিরাট গোলাকারে রূপায়িত হ'ল। নোঙর, দড়ি, যন্ত্রপাতি, খাবার-দাবার ও জলের পিপে সব একের পর এক বেলুনের 'কারে' তোলা হলো। বেলুনের 'কারে' ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কয়েক বস্তা মাটি চাপিয়ে দেওয়া হলো। আর চারিদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থাও রাখা হলো।

জাঞ্জিবারে স্থানীয় আদিবাসীরা নিষ্ফল তর্জন গর্জন চালিয়ে যেতে থাকে। এদিকে বেলুন অভিযানের প্রাথমিক কাজ সব শেষ।

ডিক কেনেডি, জো এবং ফার্গুসন বেলা নটায় বেলুনের 'কার'-এ গিয়ে উঠলেন। ডাঃ ফার্গুসন এই আকাশযানের নাম দিল 'ভিক্টোরিয়া'।

নটা থেকে সকলের জয়ধ্বনী কিছুক্ষণ শোনার পর সকলকে বিদায় জানিয়ে ফার্গুসনের যাত্রা শুরু হলো। মুহূর্তে এক প্রবল হাওয়া বেলুনকে উড়িয়ে নিয়ে চললো। 'রিজোলিউট' জাহাজ থেকে চারটে কামান গর্জন করে ভিক্টোরিয়াকে অভিনন্দন জানালো।

ঘন্টা দুই বাদে 'ভিক্টোরিয়া আফ্রিকার মূল উপকূলে এসে পৌঁছলো। ভাল করে দেখার জন্য ফার্গুসন বেলুনকে একটু নীচু দিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। তার জন্যই তিনি চুল্লীর আগুন কিছুটা কমিয়ে দিলেন। বেলুন এবার মাত্র তিনশ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো।

জো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী চমৎকার দে খাচ্ছে।' কেনেডি রুদ্ধশ্বাসে সব দেখতে লাগলেন। আর আমাদের ডাক্তার ব্যারোমিটারের দিকে তাকিয়ে বেলুনকে চালাতে লাগলেন। বেলুন আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের 'উদারামো' নামক স্থানের উপর দিয়ে এক গভীর বনের দিকে এগিয়ে চললো। ধীরে ধীরে বনকে পেছনে রেখে 'কিজোটু' নামক একটি গ্রামের উপর দিয়ে বেলুন চলতে লাগলো। এমন সময় দেখা গেল গ্রামের সব মানুষ দুর্বোধ্য ভাষায় বেলুনকে গালাগালি করছে। কেউ ভীত, কেউ ক্রুদ্ধ। কেউ আবার বেলুনকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছে। কিন্তু বেলুন ওদের সবচেষ্টা ব্যর্থ করে অনেক উঁচু দিয়ে সেই গ্রাম পার হয়ে গেল।

এরপর 'ভিক্টোরিয়া' 'ডামুথি' নামক এক পাহাড় পার হয়ে এলো। এবার সকলেরই বিশ্রামের দরকার। তাই 'বাওবাব' নামে এক বিরাট গাছের ডালে জো নোঙর বাঁধলো। রাতের মত সকলে এখানে বিশ্রাম নিন। কেনেডি ও জো এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নিল।

পরের দিন আবার যাত্রা শুরু। এবার বেলুন অনেক উঁচু দিয়ে

বিরাট 'রুবি-হো পর্বত' পার হয়ে এলো। বেলুন নামলো এক জঙ্গলে।

জো ও কেনেডি বন্দুক নিয়ে হরিণ শিকারে বেরিয়ে পড়ল। জঙ্গলের ভিতর প্রায় দুমাইল গিয়ে ওরা একটা হরিণ মারল। হঠাৎ একটা বন্দুকের শব্দে ওরা চমকে উঠলো। বেলুনের দিকে তাকিয়ে দেখলো অনেকগুলো কালো লোক বেলুনটাকে ঘিরে ধরেছে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি বেলুনের কাছে আসতেই বুঝতে পারলো যে ঐ লোকগুলো আসলে বেবুন বা বাঁদর। বেলুনের 'কার' থেকে ডাক্তার গুলি চালাতেই ওরা সব কেটে পড়ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভিক্টোরিয়া আবার তার যাত্রা শুরু করল। সন্ধ্যে সাতটার সময় 'কায়সী' নদীর উপত্যকা পেরিয়ে এলো। এরপর দশমাইল জুড়ে এক বিরাট সমতলভূমি। বেলুন কখনো চলেছে বনের উপর দিয়ে, কখনো ছোটবড় পাহাড়ের উপর দিয়ে। আবার কখনও জলধারা ও বিরাট মাটর উপর দিয়ে।

পরেরদিন 'কাজে' নামক স্থানে এসে পৌঁছান বেলুন। 'কাজে' আফ্রিকার একটি নাম করা প্রদেশ এবং বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। 'কাজে'র কেনা-বেচার বাজার সর্বদাই সরব। নানা জাতীর লোকের ভিড় ও তাদের অবোধ্য চিৎকার। এছাড়াও ভালুক, গাধার ডাক ও মেয়ে এবং শিশুর চিৎকার বাজার গরম করে রেখেছে। হঠাৎ 'ভিক্টোরিয়াকে' দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনেকে ভয়ে পালাতে লাগল। ভিক্টোরিয়া আস্তে আস্তে নেমে এসে বিরাট একটা গাছের মাথায় নোঙর ফেললো।

ভিক্টোরিয়াকে নীচে নামতে দেখে সকলে সাহস ফিরে পেল। শঙ্খের মালা পরা ওয়ানোনে জাতের কিছু লোক এগিয়ে এল। এরা হলো ডাইনী পুরোহিত। এদের পেছনে অনেক নারী পুরুষ এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিতে লাগলো। অনেকে গান-

বাজনাও শুরু করে দিল। ফার্গুসন বুঝতে পারলেন এটা ওদের প্রার্থনার ভঙ্গি।

ডাক্তার আরবী ভাষায় ওদের কিছু বলার চেষ্টা করতেই দুজন পুরোহিত আরবী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ফার্গুসন এবার বুঝলেন এখান-কার লোকেরা বেলুনকে চাঁদ বলে ভেবেছে। এখানকার লোকেরা চাঁদেরই পূজা করে। ফলে চাঁদ তার তিন পুত্রকে নিয়ে এই দেশকে দেখা দিয়ে ধন্য করতে এসেছেন। এই পুন্যদিনের কথা তাদের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল।

তারপর দুজন পুরোহিত ডাক্তারের কাছে অনুরোধ জানালো যে, চাঁদের এই তিন পুত্র যদি তাদের মাটিতে পদধূলি দেন এবং মরণাপন্ন সুলতানকে দর্শন দিয়ে নিরাময় করে যান তাহলে এই দেশের সব মানুষ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

ডাক্তার সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। ডাক্তার ওষুধের বাক্স ও জোকে সাথে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে নীচে এলেন। কেনেডি বেলুনে রইলেন। যে কোন মুহূর্তে পালিয়ে যাবার জন্য সবকিছু প্রস্তুত রাখলেন।

ডাক্তার পুরোহিতদের সাথে সুলতানের প্রাসাদে গেলেন। পাতার ঘাঘরা পরা সুন্দরী কয়েকজন মেয়ে ফার্গুসনকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গেল।

গম্ভীরভাবে ডাক্তার সুলতানের শয্যার দিকে এগিয়ে গেলেন। ৪০ বছরের সুলতান অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। বেশ কয়েক-জন পত্নী তাঁকে ঘিরে বসে আছে। ডাক্তার খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারলেন যে নেশা করেই সুলতানের শরীরে এই হাল হয়েছে। এবং তৎক্ষণাৎ একটা কড়া ওষুধ সুলতানকে খাইয়ে দিলেন। ফলে সুলতান একটু নড়েচড়ে উঠলো। মৃতপ্রায় সুলতানকে নড়েচড়ে উঠতে দেখে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। ডাক্তার আর একটুও দেরী

করলেন না। সোজা বেলুনের কাছে চলে এলেন। এবং তাড়াতাড়ি নোঙর তোলার নির্দেশ দিতেন কেনেডিকে। কেনেডি ও জো ব্যাপার কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। সহসা ফার্গুসন দেখালেন নীচে শত-শত লোক পুরোহিতের সঙ্গে বেলুনের দিকে এগিয়ে আসছে। আসলে ওখানকার লোকেরা বুঝতে পেরেছে এই বেলুনটা চাঁদ নয়। এটা জাল চাঁদ; কারণ তখন আকাশের এক কোণায় আসল চাঁদ ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে। এখানকার লোকেরা চিরকাল চাঁদের পূজা করে। তাই জাল চাঁদের ওপর ওদের এত রাগ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'ভিক্টোরিয়া' পূর্ব-টাঙ্গানিকা হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসা 'মালালারজি' নদীর কাছে এসে পড়লো। দেশটা বড় বড় ঘাসে ভরা। তারই মাঝে বিশাল-কুঁদ-ওলা গরুর পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। গভীর অরণ্যে প্রচণ্ড গরমের সময় সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না ও অন্যান্য জন্তুরা আত্মগোপন করে থাকে। মাঝে মাঝে বড় বড় হাতীদের মটমট করে ডাল ভেঙ্গে নেমে আসতে দেখা যায়।

হঠাৎ প্রকৃতি বাদ সাধলে। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি থামলো। চুল্লীর আগুন বাড়িয়ে বেলুনকে বহু উপরে উঠে যেতে হবে। বহুকষ্টে অনেক বাধাবিপত্তি এড়িয়ে ডাক্তার অবশেষে বেলুনকে নিয়ে অনেক উপরে উঠে এলেন। এবার বেলুন নিরাপদে চলতে লাগলো। নীচে তখনো ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য চলছে।

পরের দিন সকালে দেখা গেল আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। হাওয়া অনুকূল থাকায় ভিক্টোরিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে ভেসে চললো। এবার বেলুন পাহাড়ী এলাকার উপর দিয়ে চলেছে। বড় বড় পাহাড়। এদের নাম করাওয়ে। প্রবাদে আছে এরাই নাকি নীলনদের দোলনা

স্বরূপ। এরাই আবার 'উকেরিভি' নামক বিরাট জলাশয়ের একদিকে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই হ্রদের নতুন নামকরণ হয়েছে ভিক্টোরিয়া। এরই কাছাকাছি নাইভাসা, বারিঙ্গো, মানাদি প্রভৃতি কয়েকটি ছোট হ্রদ রয়েছে। দুপুরবেলা ভিক্টোরিয়া হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে চললো বেলুন। এই বিশাল জলরাশির নাম ক্যাপ্টেন স্পোক দিয়েছিলেন 'ভিক্টোরিয়া নায়েজ্জা।' ভিক্টোরিয়া হলেন দেশের রানী; আর 'নায়েজ্জা'র মানে হ্রদ। নীল নদের উৎপত্তিস্থল এটা। এই নদীই নীচে পড়েছে দূরের ভূমধ্যসাগরে।

ফার্গুসনের আকস্মিক জায়গার উপর দিয়ে বেলুন উড়ে চলেছে। ফার্গুসন তাই বেশ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তিনি অজানা দেশের প্রতিটি জিনিস ভাল করে দেখতে লাগলেন।

খানিকক্ষন পরে হঠাৎ ফার্গুসন চিৎকার করে উঠলেন 'ঐ ছাখো, ঐ ছাখো, সেই জলধারা। এরই নাম নীলনদ।' জো, কেনেডি সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল!

ধীরে ধীরে বেলুন নীলনদ পেরিয়ে এলো। সেই রাতে একটা বিরাট গাছের উপর নোঙর করা হলো বেলুন। ঘনঘোর অন্ধকারের জন্য চারিদিকে কিছুই তারা দেখতে পেল না

মাঝরাতে হঠাৎ গাছের নীচ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে সকলে চমকে উঠলো। কেনেডি 'কার'-এর রেলিং ধরে বাইরের ঘন অন্ধ-কারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ শ-দুই গজ দূরে একটা আলোর ফুলকি জ্বলেই নিভে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা চিৎকার শোনা গেল। কোন জন্তু-জানোয়ারদের চিৎকার? না কোন পাখীর? না মানুষের?

দূরবীনের সাহায্যে ডিক দেখবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু চাঁদের আলো এসে পড়লো। ডিক দেখলেন কতকগুলি জংলী মানুষ গাছের নীচে জড়ো হয়েছে।

জো ও ডিক 'কার' থেকে বন্দুক নিয়ে গাছে নেমে লুকিয়ে রইল। জংলী মানুষগুলো ডাল বেয়ে উঠে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে গুলি চালালো। কয়েকজন প্রাণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

হঠাৎ 'বাঁচাও। বাঁচাও!' ফরাসী ভাষায় আর্তনাদ শোনা গেল। ফার্গুসন বললেন নিশ্চয়ই কোন ফরাসী ভদ্রলোক ঐ জংলীদের হাতে বিপদে পড়েছেন। ওকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু কি উপায়? বেলুন থেকে ডাক্তারে ফরাসী ভাষায় লোকটিকে আশ্বাস দিলেন।

ডাক্তার ঠিক করলেন যে করেই হোক ওকে বাঁচাতে হবে। ডাক্তার প্রথমে অন্ধকারকে আলোকিত করার ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার চুল্লীর ইলেকট্রিক ব্যাটারীতে ব্যবহৃত দুটি তামার তার নিলেন। তারপর দুখণ্ড অঙ্গার নিয়ে তাঁদের মুখদ্বয় ছুঁচলো করলেন এবং দুটোকে তারের সঙ্গে বাঁধলেন। এরপর দুটি অঙ্গার ধরে একসঙ্গে ছুঁইয়ে দিলেন। মূহূর্তে এক চোখ বাঁধানো আলো জ্বলে উঠল এবং বহু দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল।

সেই আলোয় দূরে কতকগুলি নীচু কুটির দেখা গেল। তার চার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বহু জংলী মানুষ। আর বেলুনের নীচে পড়ে আছে তিরিশ বছরের এক শেতাঙ্গ মানুষ। পোশাকে মনে হয় ধর্ম-যাজক। জংলীরা বেলুনকে জ্বলন্ত ধুমকেতু মনে করে চোঁচা দৌড় লাগালো। বেলুনকে মাটিতে নামিয়ে ওরা ধর্মযাজককে তুলে নিল 'কার'-এ। আবার বেলুন সরে গেল আকাশে।

ধর্মযাজকের জ্ঞান ফিরতেই তার করুণ কাহিনী শোনা গেল। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সে এদেশে এসেছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্যকে কেউ ভাল চোখে দেখেনি। এই জংলীদের হাতে তাকে বন্দী হয়ে

আহত হতে হয়েছে। ওদের সর্দারের মৃত্যুর জন্য ধর্মযাজককে দায়ী করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। তাই জংলীরা কিছুক্ষণ থেকে শুরু করেছিল পাশবিক অত্যাচার। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ধর্মযাজক মারা গেল।

ডাক্তার অ্যাবার বেলুন নামালেন এক নির্জন জায়গায়। তার-পর অপঘাতে মৃত ধর্মযাজককে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেখানে কবর দিলেন। সোনার খনি অঞ্চলে ফরাসী ধর্মযাজক চিরনিদ্রায় শায়িত রইল।

এরপর তারা এক ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হলেন। বেলুনে যে জমা জল আছে তাতে আর বেশীক্ষণ চলবে না। অথচ কাছাকাছি কোথাও খাবার জল পাবার সম্ভাবনাও নেই। চুল্লী সবসময় জ্বালিয়ে রাখার জন্য আরও তাড়াতাড়ি পানীয় জল ফুরিয়ে যাচ্ছে। বেলুনকে আরও উপরে নিয়ে গেলেন। যাতে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ডাক্তার দূরবীন দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখলেন, কিন্তু কোথাও জল দেখা গেল না। এখন বেলুন চলেছে মরুভূমির উপর দিয়ে। বেলুন এখন জাঞ্জিয়ার থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে পৌঁছেছে।

বেলুন চলছে খুব আস্তে। এ অঞ্চলে একদম বাতাস নেই। ফার্গুসন ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। রাত এক ভীষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটলো। অসহ্য গরম। বাতাসের চিহ্নও নেই। হায়! ধারে কাছে কোথাও জল মিলবে বলে মনে হচ্ছে না। সবাই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

বেলুন শুধুমাত্র ভাসেছে। মনে হচ্ছে বেলুন ভালভাবে চলছে না। এখন থেকে জল খুব অল্প করে খরচ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত জল রেশন করা হলো। বেলুন সারাদিনে মাত্র কুড়ি মাইল পথ পার হয়ে এসেছে। বিকাল চারটের সময় কয়েকটা পাম গাছ দেখে সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। মনে হয় কোন মরুদ্যানের কাছে এল বেলুন। সবাই ভাবলেন ওখানে নিশ্চয়ই জল পাওয়া যাবে। কিন্তু

ভাগ্য খারাপ। বেলুন এল মরুস্থানে। কিন্তু জলের পরিবর্তে শুধু বালিই চোখে পড়ল।
পরেরদিন বেলুন আবার আকাশে উড়ল। মাত্র দুঘন্টা চলার মত জল আছে বেলুনে। এরমধ্যে জল না পেলে সবাইকে জলাভাবে মরতে হবে।
অসহ্য গরম। একটুও হাওয়া নেই। কেনেডি ও জো অজ্ঞানের মত পড়ে আছে। রাত এল। কারুর চোখের পাতা এক হলো না। আর আধপাইট মাত্র জল আছে। কিন্তু কেউ যে জলে হাত দিচ্ছে না।

সন্ধ্যার দিকে 'জো'র ভিতর পাগলামির লক্ষণ দেখা দিল। মুঠো মুঠো বালি তুলে যে বলতে লাগলো—'আঃ, কী ঠাণ্ডা জল! নাঃ বড্ড বেশী নোনা জল।
ডাক্তার ও কেনেডি অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। হঠাৎ কেনেডি সবার সামনে ওদের শেষ সঞ্চয় জলটুকু খেয়ে ফেললেন। এই দৃশ্য দেখে জো ও ডাক্তার দু-জনেই জ্ঞান হারিয়ে বালির মধ্যে পড়ে গেলেন।
কেনেডি আবার একসময় মুখের ভিতর রাইফেল ঢুকিয়ে আত্ম-হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। জো বাধা দেওয়ায় দুজনের মধ্যে বেশ হাতা-হাতি হতে লাগলো।
হঠাৎ ডাক্তারের আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—'ঐযে, ঐযে, ঐ দ্যাখো!' দিগন্ত থেকে প্রবল এক ঝড় এগিয়ে আসছে বালির পাহাড় নিয়ে ওদের দিকে। সাইমুম। এক ধরনের ধূলিময় লু। ডাক্তার উল্লাসিত হয়ে ওঠেন।

কেনেডি বললে—ভালই হলো, এবার আমাদের মৃত্যু অবধারিত। ডাক্তার আশ্বাস দেন। এযাত্রা মনে হয় বেঁচে গেলাম।
বহুকষ্টে ওরা বেলুনকে আকাশে তুললো। মুহূর্তের মধ্যে প্রবল ঝড় এসে বেলুনকে প্রচণ্ড জোরে ভাসিয়ে নিয়ে চললো।
ঝড় থামলো বেলা তিনটের সময়। আকাশ পরিষ্কার। নীচে দেখা গেল গাছপালায় ভরা সুন্দর মরুদ্যান। জল, জল দেখা যাচ্ছে। নিমেষে বেলুন নামিয়ে আনা হলো। সকলে নেমে চটপট করে জল খেতে লাগলো।
জল খেতে কুঁয়োয় নেমে ওরা এক বিপদের সম্মুখীন হলো। ওপরে উঠতে গিয়ে দেখে এক সিংহী দাঁড়িয়ে আছে। কেনেডি সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে তাকে শেষ করে দিল।
ডাক্তার দেখলেন প্রচণ্ড ঝড়ের গতিতে বেলুন চার ঘণ্টায় আড়াইশো মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে এসেছে।
রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে বেশ টেনে ঘুম লাগালো। পরের সকালে সকলে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো।
পিপে ভর্তি জল নেওয়া হলো। বাতাসের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা হলো। হু হু করে বাতাস এল। 'ভিক্টোরিয়া' আকাশে তরতর করে ভেসে চললো। মরু অঞ্চল শেষ হয়ে গেল। এবার দেখা গেল সবুজ ঘাস ও গাছপালার রাজ্য।

'সা-কুরু' নদীর গতিপথ ধরে বেলুন চলতে লাগলো। দেখা গেল নদী ও নদীর পাড়ে অসংখ্য কুমীর কিলবিল করছে।
অবশেষে 'চাঁদ' হ্রদের দক্ষিণপ্রান্তে এসে পৌঁছুল বেলুন। বর্ষাকালে এর দৈর্ঘ্য হয় একশ-কুড়ি মাইল।
হ্রদের ভিতরে ছোটবড় অনেক দ্বীপ আছে। এরমধ্যে দুর্ধর্ষ হিংস্র বোম্বেটেরা বাস করে। এইসব বোম্বেটেরা 'ভিক্টোরিয়াকে' দেখে রাগে ওপরের দিকে তীর ছুঁড়তে লাগলো। কোন আঘাতই বেলুনকে স্পর্শ করলো না।

পথে একপাল বিরাট ঈগল পাখী দেখা গেল। বিরাটাকৃতির ঈগলরা বেলুনের দিকে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কেনেডিদের বন্দুক গর্জন করে উঠল। কতকগুলো ঈগল মরল বটে, কিন্তু তার আগে বিশাল ঠোঁটের খোঁচায় বেলুন ফুটো হয়ে গেল। আর তখনই ভিক্টোরিয়া নীচের দিকে নামতে লাগলো।

শীঘ্র বেলুন হাল্কা কর! জলের ট্যাঙ্ক, খাবার-দাবার ফেলে দাও। মনে হচ্ছে বেলুন যেন 'চাঁদ' হ্রদের গভীর জলে পড়ে যাচ্ছে।

হায়! হায়! এখন কি উপায় হবে? হঠাৎ জো 'চাঁদ' হ্রদের জলে লাফিয়ে পড়ে গেল। তাতে বেলুন হাল্কা হয়ে উপরে উঠে গেল এবং ভাসতে ভাসতে উত্তর তীরে এগিয়ে গেল।

ফুটোর জন্য বেলুনের বহিরাবরণ খুলে ফেলা হল। ওদের দুজনেরই জো'র জন্য খুব মন খারাপ। যে করেই হোক জোকে খুঁজে বার করতেই হবে। ভাল সাতারু জো যদি এখনও প্রাণে বেঁচে থাকে। দূরবীন লাগিয়ে ভাল করে ওরা হ্রদের ভিতর দেখলেন। কিন্তু জোকে দেখা গেল না।

এইসময় ঝড়ের বেগে বেলুন শোঁ শোঁ করে এগিয়ে চললো বরনু জেলার 'কুকা' শহরের দিকে। আকাশ পরিষ্কার। ঝড়ও আর নেই। ওরা দুজনে দূরবীনে চোখ লাগিয়ে নীচের প্রতিটি বস্তু দেখতে লাগলেন।

সহসা দেখা গেল নীচের ধুলো উড়িয়ে একদল ঘোড়সওয়ার যাচ্ছে। কাছাকাছি আসতেই মনে হল পঞ্চাশ জন আরবসৈন্য কাকে যেন তাড়া নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ওরা দূরবীনের সাহায্যে জোকে দেখতে পেলেন। একি স্বপ্ন

না সত্যি ? জো ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। আর আরব সৈন্যরা ওকে ধরার চেষ্টা করছে।

ডাক্তার চুল্লীর আগুন কমিয়ে বেলুনকে নীচে নামিয়ে আনলেন। ডিক আরব সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। কয়েকজন মরে পড়ে গেল। এরপর বেলুন 'জো'র মাথার উপর দিয়ে ভেসে চললো।

ডাক্তার ডিককে একটা পাথর ভরা বস্তা নীচে ফেলে দিতে বল-লেন। বেলুন সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপরে উঠে গেল। ডাক্তার তখনই বেলুনের কার থেকে একটা দড়ির মই নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন।

জো শক্ত করে দড়ির মই ধরে ঘোড়া থেকে বেলুনের কারে উঠে এল। একটা, দুটো কথা বলেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

জোর জ্ঞান ফিরলো অল্পক্ষণ পরেই। ওরা জোর মুখে সব ঘটনা শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে হ্রদের জলে সাঁতরে সে ডাঙ্গায় ওঠে। সেখানে কতকগুলো ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তারই একটা ঘোড়া নিয়ে সে পালায়। পরে ঐ আরব সৈন্যরা তাকে তাড়া করে।

এরপর বেলুন চললো একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের উপর দিয়ে। ২০ তারিখে বেলুন অজস্র নদী-নালা, ঝরণা, খালবিল পার হয়ে এল। টিমরাকটুর রাজধানী কাববার উপর এসে পৌছাল বেলুন।

বেলুনের গ্যাস কমে আসছে। যে করেই হোক বেলুনকে ভাসমান রাখতে হবে। তাই বেলুনের সব বস্তা ফেলে বেলুনকে হাল্কা করা হলো। চুল্লীতে পুরো আগুন জ্বালিয়ে রাখা হলো।

সহসা একটা দমকা হাওয়া এসে বেলুনকে 'ডা-হো-সে'র রাজ্যের দিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। বিপদের পর বিপদ। খুব হিংস্র ধরনের লোক বাস করে ঐরাজ্যে। ঐরাজ্যের রাজা উৎসবের দিনে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে আসন পায়। সেখানে নামাক্ষণে মৃত্যু অবধারিত।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে কোনরকমে প্রায় সোয়া-শো মাইল এগিয়ে গেল বেলুন। এবারে আরেক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল। বেলুনের গায়ের গাডাপার্চারের প্রলেপ গলে গিয়ে বেলুন ফুটো হয়ে গ্যাস বেরুতে লাগলো। বেলুনের গোলাকৃতি নষ্ট হয়ে তা লম্বাটে ধরনের হয়ে উঠল। আবার বাঁধা। সামনে বিরাট সুউচ্চ পর্বত। এই পর্বত পার হবার সাধ্য আর নেই বেলুনের। আরও হাল্‌কা করতে হবে বেলুনকে। খাবার-দাবার, বন্দুক সব ফেলে দেওয়া হলো। বেলুন উঠতে লাগলো। এবারও জো বুদ্ধি করে পাহাড়ের শীর্ষে নেমে গেল। হাল্কা বেলুন চূড়া পার হয়ে গেল। জো-ও ফের লাফিয়ে কার-এ উঠলো।

এবার এল সেনেগল নদী। এখানেও নামা বিপদজনক। তাই গ্যাস বাড়াবার যন্ত্রপাতিও বেলুন থেকে ফেলে দেওয়া হল।

সেদিন রাতে আবার এক বিপদ। যে গাছে ওরা নোঙ্গর করে ঘুমাচ্ছিল রাতে তার তলায় জংলীরা এসে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নোঙ্গর তোলার পর্যন্ত সময় পেল না ওরা। দড়ি কেটে আকাশে উঠে আগুনে পুড়ে মরার হাত থেকে ওরা বাঁচলো।

বিপদের আর শেষ নেই। কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল নিষ্ঠুর ট্যালিবাস জাতীয় আফ্রিকাবাসী জংলীরা বিকট চিৎকার করতে করতে বেলুনের তলা দিয়ে ছুটে আসছে। এরা বড় ভয়ংকর। এদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই।

এদিকে বেলুন নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। একসময় বেলুন মাটি স্পর্শ করলো—এবং রবারের বলের মত মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ফের আকাশে উঠে গেল।

আরও হাল্কা করতে হবে বেলুনকে। বেলুনের 'কার' খুলে ফেলে দেওয়া হলো। ওরা বেলুনের গায়ের জাল ধরে ঝুলে রইলেন।

ভিক্টোরিয়া এইভাবে কোনরকমে 'সেনেসাল' নদী পার হয়ে গেল। এরপর একদম নিরাপদ।

ডাক্তার আগেই মাটি থেকে কিছু শুকনো ঘাস তুলে রেখেছিলেন। ঐগুলো জ্বালিয়ে আগুনের তাপ বাড়িয়ে বেলুনকে একটু ওপরে তোলা হলো। বেলুন আস্তে আস্তে নদী পার হতে লাগলো।

ওরা এপারে সবাই নেমে পড়লো; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটি নদীর জলে ভেসে চলে গেল। এপারে ফরাসীরা ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। এরপরে ওরা মেডিন, সেনেগাল হয়ে ব্রিটিশ জাহাজে করে ২৫শে জুন 'পোর্টস মার্তস' বন্দরে এবং সেখান থেকে অবশেষে লণ্ডনে গিয়ে পৌছাল।

এবং যা হওয়া স্বাভাবিক; তাঁরা পেলেন বিপুল সম্বর্ধনা। এগিয়ে এলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং রয়্যাল-জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি। এরপর ১৯৬২-তে তাঁদের দেওয়া হলো স্বর্ণপদক, দুঃসাহসিক কাজের জন্য।

আফ্রিকা মহাদেশের ওপর দিয়ে পাঁচ সপ্তাহের দুঃসাহসিক বেলুন অভিযান শেষ হল।

অনুবাদ ঃ সুনন্দা রক্ষিত

অন্তরালে

উইলমার এইচ, সিরাস্

পিটার উইলিস, মনস্তত্ববিদ, ছেলেটির দিকে তাকিয়েছিল চিন্তান্বিত, ভাবছিল—টিমথি পলের মাষ্টার মশায় তার কাছে পরীক্ষার জন্য কেন পাঠিয়েছে ?

'আমি ঠিক জানিনা যে টিমের সত্যিই কিছু গণ্ডগোল আছে কিনা,' মিস্ পেজ কথা প্রসঙ্গে ডঃ উইলস্কে জানিয়েছিল। উনি বল্লেন—

'টিমকে দেখলে মনে হয় একেবারে স্বাভাবিক, স্কুলের নিয়মানুসারে সে ক্লাশের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা বা ঐ ধরনের কিছু করতো না, অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বরাবর যথেষ্ট মেলামেশা-ফলে কিছুটা জনপ্রিয়ও বটে। তার বিশেষ কোন বন্ধু নেই, পড়াশুনার মান সন্তোষজনক। সে বরাবর ক্লাশের সমস্ত কাজে ভাল নম্বর পেয়েছে। কিন্তু যখন তুমি তাকে পড়াবে —যেমন আমাকে করতে হয়—তোমার তখন ছেলেটির সম্বন্ধে একটা অনুভূতি হবে। সবসময় একটা চাপা উত্তেজনা তার দুচোখের মধ্যে কখনো সখনো—আর একটা ব্যাপার—ছেলেটি ভীষণ অন্যমনস্ক।'

'আপনাদের কি ধারণা ?' উইলি জিজ্ঞাসা করে, মধ্যে মধ্যে এইধরনের জিজ্ঞাসাবাদ খুবই মূল্যবান। মিস্ পেজ জীবনের তিরিশটা বছর স্কুলে কাজ করেছেন। তিনি একসময় পিটারেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। পিটার তাঁর চিন্তাভাবনাকে মূল্য দেয়।

'আমার বলা ঠিক উচিত নয়—কিন্তু কিছুই এখন পর্যন্ত হয়নি, সে একটা কিছু শুরু করে ফেলতে পারে—যদি এটার ভুত মাথার থেকে না নামে' —মিস্ পেজ বলেন।

'বিশেষজ্ঞদের প্রায়ই ডাকা হয় যে সময় উপসর্গ যথেষ্টভাবে ডাক্তাররা দেখতে পান···উইলিস বলে চলে—'একজন রোগী, কোন বাচ্চার মা অথবা কোন শুশ্রূষাকারী প্রায়ই দেখেন যে কিছু একটা ঘট্‌তে যাচ্ছে—কিন্তু ডাক্তারদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল কি ঘটতে যাচ্ছে, এবার আপনি বলুন কিভাবে এই কেস্‌টা আমার দেখা উচিত ?'

'আমাকে তোমার বেশি গুরুত্ব দিতে হবে না পিটার, এটা আমার দিক দিয়ে একটু দৃষ্টিকটু, কেননা আমিতো কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত মনস্তত্ববীদ নই—হয়তো ভুলের পাহাড়ও হতে পারে। এমনও হতে পারে অন্য সমাজ থেকে—তাকে ছিনিয়ে নেওয়া। তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি ক্লাশে, তাকে আকর্ষণ করার জন্য—দেখেছি তার সত্যি কোন ঘনিষ্ট বন্ধু নেই।'

এরপর উইলি রাজী হয়েছিল এ ব্যাপারটা সে দেখবে।

টিমথি, যখন সে নিজে এল পরীক্ষার জন্যে, তাকে দেখে মনে হয় একটা সাধারণ ছেলের মত। বয়সের তুলনায় বোধ হয় কিছু ছোটই হবে। তার কালো দুই চোখ এবং ঘন কালো কোঁকড়া চুল, সরু, রোগা, স্পর্শকাতর আঙ্গুল—এবং হ্যাঁ দুচোখে সেই স্থির চাপা উত্তেজনা কিন্তু অনেক ছেলেরাই প্রথম প্রথম দূলি হয়ে পড়ে মনের ডাক্তারের কাছে। পিটারের প্রায়ই ইচ্ছা হোতো দু-একটা স্কুলের ছেলেদের কাছাকাছি আসতে। সারাদিন অথবা সারা সপ্তাহ তাদের সঙ্গে কাটাতে।

ডঃ উইলিসের প্রাথমিক প্রশ্নের জবাবে নিচু অথচ পরিষ্কার ভাবে আস্তে কোন বাজে শব্দ ব্যবহার না করেই কম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলো। টিমের বয়স তেরো, দাদু-দিদির কাছে থাকে, সে যখন ছোট্ট ছিল তখন তার বাবা মা মারা যায়। তাঁদের কথা টিম মনে করতে পারে না। সে বলেছিলো—বাড়ীতেই সে ভাল থাকে আর এই স্কুলটাও তার ভাল লাগে ; যেমন সে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পছন্দ করে!

এরপর তাকে তার বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে অনেকের নাম বললো।

—'কি ধরনের পড়া তুমি স্কুলে পছন্দ কর ?'

টিম ইতঃস্তত ভাবে জবাব দেয় প্রথমে ইংরাজী, অংক ইতিহাস ও ভূগোল —কথাগুলো সে চিন্তার সঙ্গে শেষ করে। ওপরের দিকে তাকায়—তার দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা ফুটে ওঠে।

'মজা করার জন্যে তুমি কি ধরনের ব্যাপার পছন্দ কর ?'

'পড়া ও খেলাধূলা।'

'কি খেলা ?'

'বল খেলা, মার্বেল—এরকমই আরো কত কি···আমি অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পছন্দ করি। পরে সামান্য জ্ঞাতভাবে যোগ করে।

'যে খেলাই খেলুক না তারা···'

—তারা কি বাড়ীতে খেলে ?'

নাঃ, আমরা স্কুলের মাঠে খেলি, আমার দিদা গণ্ডগোল পছন্দ করে না।

পিটার ভাবে এটাই কি সঠিক কারণ ? যখন কোন বাচ্চা তার কারণ পরিস্কার ভাবে জানায় না, তারা তো ঠিক নাও হতে পারেন তাদের দিক দিয়ে।

'তুমি কি পড়তে ভালোবাসো ?'

পড়াশুনার সম্বন্ধে টিম সামান্য অস্পষ্ট ছিল, তবুও তার পছন্দ ছিল 'ছেলেদের সিরিজের বই ; বেশি নাম অবশ্য মনে করতে পারলো না। উইলি তাকে স্বাভাবিক কিছু বুদ্ধির পরীক্ষা করল। টিমকে দেখে মনে হচ্ছিল সে ইচ্ছুক, আস্তে আস্তে সে উত্তর দিচ্ছিল, বোধ হয় উইলি মনে করছিল টিম সম্বন্ধে আমি এটা ভাবছি। কিন্তু টিম যথেষ্ট সতর্ক সাবধান ছিল। উইলি জানতো যে টিমের 'আইকিউ' প্রায় ১২০ হতে পারে।

'স্কুলের বাইরে কি কর ?'

'অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলি, তারপর রাতে খাবার পর পড়া তৈরী করি···

'কাল কি করেছিলে ?'

'আমরা ছেলেরা মিলে বল খেলছিলাম স্কুলের খেলার মাঠে···উইলি কয়েক মূহুর্ত অপেক্ষা করল টিম নিজে থেকে কিছু বলে কিনা। দেখার জন্যে। সেকেণ্ড ক্রমশঃ বেড়ে মিনিটের দিকে এগোয়।

'সব হয়ে গেছে কি ? এখন কি আমি যেতে পারি ?' উঠে দাঁড়ায় টিম।

—'না এখনও একটা পরীক্ষা বাকী আছে। তোমাকে আজ সেটা করাতে চাই, এটা একটা খেলা, কি মনে হয় তোমার ?'

'জানি না···

ছাদের ওপরে যে কেটে যাওয়ার চিহ্ন, ওগুলো দেখতে কিরকম লাগছে তোমার ? মুখের মত ? জীবজন্তুর মত না অন্য কিছুর মত ? টিম দেখলো, মাঝে মধ্যে মেঘও মনে হচ্ছিল।

'বর কাল একটা মেঘ দেখেছিল সেটা জলহস্তীর মত দেখতে ছিল···' শেষ শব্দটার ওপর সে জোর দিল, নিজের কথার সতর্কতা ও গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে।

উইলি ররশেক-এর পরীক্ষা কার্ডটা বার করল। এবং সেটা দেখামাত্রই তার এই রুগীর উত্তেজনা বেড়ে গেল। প্রথমে তারা কার্ডটা সম্বন্ধে আলোচনা করল ছেলেটি প্রায় সেই মুহূর্তেই তৈরী হয়েছিল কিছু বলার জন্যে। পরিবর্তে বল্লো—'না।'

—'তুমি এর থেকেও ভাল ফল করতে পারে।' উইলি বলে চলে—'আমরা আবার এই পরীক্ষার মধ্যে যাব···যদি তুমি এই ছবিটার মধ্যে কিছু খুঁজে না পাও—তাহলে তোমায় কিন্তু ফেল করিয়ে দেবো। আরো বলে—'তা হবে না জানি, তুমি অন্যান্য পরীক্ষাগুলো সব কিছুই

ঠিকঠাক করেছো—এবার তুমি যে খেলা ভালবাসো, সেই আমরা খেলব।'

'এই মুহূর্তে এই খেলা খেলতে ইচ্ছা করছে না, পরে কি আমরা এগুলো করতে পারি না?' টিম অনিচ্ছুক জানায়।

—'আমরা এখনি এটা করতে পারি, এটা ঠিক আমাদের খেলা নয়, তুমি জান টিম এগুলো একটা পরীক্ষা, ভালভাবে চেষ্টা কর,' টিম এবার বলে—সে কি দেখেছে কালীর দোয়াতের মধ্যে। এরপর তারা তুজনেই সেই পরীক্ষার মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে গেল। ক্রমশঃ টিমের মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল এবং এমন আরো কিছু যা সে লুকোচ্ছিল। কার্ডের মধ্যে ফুটে উঠল টিমের সতর্কতা অবিশ্বাসী মনোভাব এবং অস্বাভাবিক ধরণের আবেগপূর্ণ আত্মসংযম।—মিস পেজ ঠিকই বলেছিলেন ছেলেটির সত্যিই মানসিক সাহায্য দরকার।

উইলি হর্ষোৎফুল্ল বলে—'এবার সবশেষ, খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে বলবো অন্যান্য লোকজনরা এই পরীক্ষার মধ্যে কি দেখেছে···' সত্যিকারের ঔৎসক্য ছেলেটির মুখে ফুটে উঠলো মুহূর্তের মধ্যে। আস্তে আস্তে উইলি কার্ডটা আবারও দেখালো, দেখলো টিম তার প্রত্যেকেটা কথা মনযোগ দিয়ে শুনছে। যখন সে বল্লো—

'—কিছু লোক একই জিনিষ দেখেছে, যা তুমি দেখছো···ছেলেটির মুখে চোখে শান্তির ভাব সুস্পষ্ট ফুটে উঠলো। টিম এবার আরাম করে বসল এবং নিজে উপযাচক হয়ে কিছু মন্তব্যও করলো এবং যখন তারা আলোচনা শেষ করল তখন টিম সাহস নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

—'ডঃ উইলিস, এই পরীক্ষাটার নাম কি বলবেন?'

এটাকে অনেক সময় ররশেক্ পরীক্ষা বলে, যিনি এটা আবিষ্কার করে-ছিলেন, তারই নামে এই পরীক্ষা।

"তুমি এটা বানান করতে বল্লে কিছু মনে করবে?"

উইলি বানান করে, এবং সাথে যোগ করে 'কখনো বা এটাকে 'দোয়াত-দানী' পরীক্ষাও বলে।'
টিম এবার অবাক হতে আরম্ভ করে। অস্থিরভাবে সে শুয়ে থাকে।
'—কি ব্যাপার তুমি লাফাচ্ছ?'
'কই না তো'…
'—টিম এগিয়ে এসো, ধরো এটাকে…' উইলিস অপেক্ষা করে।
'আমি এই দোয়াতদানী সম্পর্কে শুধুমাত্র ভেবেছিলাম এটা কিপলিংয়ের গল্পে আছে—' একমুহূর্তের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে টিমের মুখে বলে—"এটা একটু অন্যরকম।'

উইলি হাসতে হাসতে বলে হ্যাঁ অনেক তফাৎ। আমি কখনো এটা চেষ্টা করিনি। তুমি এটা পছন্দ কর?'

'না মশায়'…টিম অন্তরঙ্গ বলে ওঠে।

'—তুমি আজকে কিছুটা অস্থির।' উইলিবলে…'আমাদের আরো কিছু কথাবার্তা বলার জন্য সময় আছে, অবশ্য যদি না খুব ক্লান্তবোধ কর।
—'না, খুব একটা ক্লান্ত নই…' সাবধানে ছেলেটি বলে। এরপর উইলিস উঠে ড্রয়ারের কাছে গেল। একটা এমন ছুঁচ বেছে নিল যা সহজেই চামড়ার নিচে যাবে, ডঃ এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছিল না, বোধ হয় এই ভেবে যে ছেলেটিকে বলবে যে আমি তোমাকে ছোট্ট একটা পুল করবো তোমার স্নায়ুগুলোকে নিস্তেজ করার জন্য—দেবো কি?' এরপর আমরা অন্য প্রসংগে যাব। কিন্তু যখন সে পিছন দিকে ঘুরলো, ছেলেটির আতংকিত মুখ চোখ উইলিসকে কর্ম বিরত করলো।'
—'উঃ না দিয়ো না, দিয়ো না দয়া করে…'
উইলি যথাস্থানে নিড্‌ল রেখে দেয়, ড্রয়ায় বন্ধ করে আস্তে। শান্তভাবে বলে—'আমি জানতাম পা যে তুমি পুল অপছন্দ কর; আর তোমাকে দেবো না টিম…'
ছেলেটি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল সংযমের। ঢোক গিলে বলে—না'।

—'ঠিক আছে,' উইলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে ভান করে ধোঁয়া কেমন ওপরে উঠছে। যা কিছুই হোক না কেন তার বদলে এই টেবিলের অন্য প্রান্তে বসা অস্থিরভাবে কেঁপে ওঠা ছোট ছেলেটিকে লক্ষ্য করা অনেক ভালো ; বলে—' দুঃখিত, তুমি আমাকে আগে বলনি যে তুমি অপছন্দ কর, জিনিষটা তুমি ভয় কর।...'

শব্দগুলো নিঃশব্দে শূন্যে ঝুলে থাকলো অনেকক্ষণ।

—'টিম আস্তে আস্তে বলে—'হ্যাঁ, আমি ইনজেকশনে সত্যিই ভয় পাই। আমি সমস্ত সূঁচ ঘেন্না করি।' টিম হাসবার চেষ্টা করে।

—'আমরা ঐ ব্যাপারটা বাদ দিয়ে সব করবো। তুমি সবেতেই পাস করেছো, তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ী যাবো, তোমার দাদুকে সব বলবো এ সম্বন্ধে ; ঠিক আছে ?'

'হ্যাঁ···'

'—আমরা কিছু খাব, উইলি দরজা খুলে ঘরে তার ছোট্ট রুগীর জন্য··· আইসক্রীম বা হট্ ডগ্স।'

দুজনে একসাথে তারা বেরিয়ে যায়।

টিমথি পলের দাদু দিদা মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস হারবার্ট ডেভিস। একটা বিশাল পুরোনো কেতাব বাড়ীতে থাকেন তারা—যা তাদের অর্থ এবং সমানে প্রতিষ্ঠার কথাই বলে। ঘেরা মাঠগুলো বেশ বড়' কাঁটা ঝাড় দিয়ে বেড়া দেওয়া। বাড়ীর ভেতরের ছোট বাড়ীটা নতুন। সব কিছুই সুরক্ষিত। টিম, মনস্তত্ত্ববীদকে মিঃ ডেভিসের লাইব্রেরীর দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল, তারপর দিদার খোঁজে গেল।

যখন উইলিস মিসেস ডেভিসকে দেখলো, তার মনে হোল কয়েকটা ব্যাপার তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিছু কিছু দাদু দিদা হাস্যময় সরল অপেক্ষাকৃত তরুণী ; কিন্তু টিমের দিদা একটু অন্য ধরনের।

—'হ্যাঁ, টিমথি মিষ্টি, ভাল ছেলে', নাতীর দিকে তাকিয়ে উনি শুরু করেন···আমরা টিমের সঙ্গে সর্বদা কঠিন ব্যাবহার করেছি ডঃ উইলিস, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এর মূল্য আছে। এমনকি সে যখন ছোট শিশু ছিল তাকে আমরা ঠিক জিনিষটাই শেখানর চেষ্টা করেছি। যেমন 'ধরুন যখন সে তিন বছরের তখন আমি তাকে কয়েকটা ছোট গল্প পড়ে শোনাই এর কয়েকদিন পরে সে আমাদের গল্পটা বলার চেষ্টা করে। বিশ্বাস করবেন না সে পড়তে পারছিলো, বোধহয়, সে বয়সের তুলনায় ছোটই ছিল মিথ্যার স্বভাব কি জানবার, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তাকে বোঝানর দায়িত্ব আমার। যখন সে জোর করেছে, তাকে অনুমতি দিয়েছি। তার স্মৃতি শক্তি উল্ল্যেখযোগ্য। তবে, আমি আমার নির্দয়তার বড়াই করছি না···মিষ্টি হেসে মিসেস ডেভিস বল্লেন কথাগুলো। আমি আপনাকে বলেছি—এই অভিজ্ঞতা আমার কাছে যন্ত্রণাদায়ক ছিল, আমাদের ভাগ্যে খুব কমই ঘটতো তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা। টিমথি খুব ভাল ছেলে।'

উইলিস এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল।

টিমথি তুমি তোমার কাগজপত্র দিতে পারো এখন। মিসেস ডেভিস বলেন—'আমি জানি ডঃ উইলিস তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন'—এবার তিনি গুছিয়ে বসলেন নাতীর সম্বন্ধে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার জন্যে। টিমথিকে দেখে মনে হয় তার দুচোখে আবেদন আছে। সে একটা পবিত্র, উজ্বল এবং বাধ্য ছেলে।

—'আমাদের নিয়মকানুন ছিল। যদিও আমি তাকে কখনই অনুমতি দিতাম না—'বাচ্চাদের যা দেখা বা শোনা উচিত তা যেন ভুলে না যায়।' যা পুরোনো আমলের লোকেরা বলেছেন। সে যখন প্রথম ডিগবাজী খেতে শিখলো তখন সে তিন কি চার বছরের। সে আমার কাছে আসতো, বলতো—'দিদা আমাকে দেখ, দেখ···'আমি তাকে উষ্ণতায় ঢেকে বলতাম টিমথি, আমাদের এসব করতে হয় না। এগুলো

শুধু লোক দেখানো। এটা করে যদি আনন্দ পাও তাহলে ভালো, কিন্তু এই যে শেষ পর্যন্ত এটা করে যাচ্ছো মোটেই ভাল লাগছে না। খেলো, যদি পছন্দ কর। কিন্তু এর জন্য কোন প্রশংসা আশা কোরো না।'···
'—আপনি কি ওর সঙ্গে কখনো খেলেননি ?'
—'নিশ্চয়ই, আমি তার সঙ্গে খেলতাম আর এতে আমরা আনন্দও পেতাম। আমরা, মানে মিঃ ডেভিস আর আমি। তাকে কত ভাল ভাল খেলা শিখিয়েছি, সেই সঙ্গে নানারকমের হাতের কাজও। ··আমরা তাকে গল্প পড়ে শুনিয়েছি. ছড়া, গান শিখিয়েছি। একটা বিশেষ শিক্ষা কিণ্ডার গার্টেন কোর্স এর বাচ্চাদের আনন্দ দেবার জন্য।
এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে এটা আমাকেও যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে।' টিমের দিদা অতীতের কথা মনে করে হাসেন। দাঁত খিঁটার কাঠি, মাটির বল দিয়ে কোণের দিকে একটা ঘর বানিয়েছিলাম ; তার দাদু তাকে নিয়ে যেতো বেড়াতে, গাড়ী চড়াতে। আমাদের গাড়ী বেশিদিন ছিল না, আমার স্বামীর নজরটা কম জোরী হয়ে তাকে কাবু করে ·ফেলেছিল সেই কারণেই। এখন গ্যারেজটা টিমের কারখানা হয়েছে, এতে জানলা এবং দরজা কেটে বানানো হয়েছে এবং পেরেক দিয়ে দরজাটা বন্ধ করাই আছে।'······
খুব শীঘ্রই এটা পরিষ্কার হল যে টিমের জীবন আদৌ কঠিন ছিল না কোনমতেই। তার নিজের একটা কারখানা ছিল, এবং দোতালায় তার শোবার ঘরের পাশে তার নিজের লাইব্রেরী ও পড়ার ঘর। বইপত্র সে জানিয়ে রাখতো সেখানে।···'তার দিদা বলে চলে তার ছোট রেডিও তার স্কুলের বই, টাইপরাইটার (যখন সে সাত বছরের ছিল তখন সে আমাদের কাছে একটা টাইপরাইটার চেয়েছিল) সবই সাজানো। কিন্তু টিম খুব সাবধানী ছেলে। ডঃ উইলিস—সে মোটেই অশান্ত ভাঙচুর করা স্বভাবের নয়। আমি জানি অনেক স্কুলে কর্তৃপক্ষরা টাইপরাইটার ব্যবহার করে, একটু বড় ছেলেদের পড়া, লেখা, বানান শেখানর জন্যে।

শব্দগুলো ছাপা বইয়ের মত অবিকল। এতে শারীরিক কোন পরিশ্রম নেই। সেজন্যে তার দাদু তাকে একটা ভারী সুন্দর শব্দহীন টাইপ রাইটার দিয়েছিল। আমি প্রায়ই এর মৃদু শব্দ শুনি যখনই হলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করি। টিম তার নিজের ঘর ও কারখানাও ভালভাবে গুছিয়ে রাখে—এটা তার নিজের ইচ্ছা। জানেন তো যে ছেলেরা কিরকম অপরের অনধিকার চর্চা অপছন্দ করে, তাদের জিনিষ সম্বন্ধে। আমি তাকে বলেছি—যে এটা ভাল। যদি এক নজরে দেখি তুমি নিজের জিনিষ নিজেই যথেষ্টভাবে সামলাচ্ছ, তাহলে কেউ তোমার ঘরে যাবে না, কিন্তু আসবাব সুন্দরভাবে সাজানো থাকা চাই। এবং সে এটা করছে বেশ কিছু বছর ধরে। টিমথি পরিস্কার ছেলে আমাদের।'

উইল বলে—'টিম তার কাগজপত্রের ধারাবাহিকতা আমায় দেখায়নি। শুধু বলেছে যে সে স্কুলের পরে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলে।'

—'ওঃ, তা সে খেলে মিসেস ডেভিস বলেন—বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সে খেলে তারপর তার কাগজপত্র দেয়, যদি ফিরতে দেরী করে তার দাদু নিচে নেমে ডাকেন তাকে। স্কুলটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। এবং মিঃ ডেভিস সময় পেলেই হেঁটে চলে যান এবং ছেলেদের খেলাধুলা লক্ষ্য করেন। কাগজপত্রের ধারাবাহিকতা টিমথির রোজগারের রাস্তা যা তার পোষা বিড়াল দেখা-শোনার কাজে সাহায্য করে।

—'আপনি কি বিড়াল পোষেন ডঃ উইলিস ?'

—'হ্যাঁ, আমি বিড়াল পছন্দ করি। মনস্তত্ববিদ আরো বলেন—অনেক ছেলেরা কুকুর বেশি পছন্দ করে !'

'টিম যখন ছোট ছিল তার একটা কুকুর ছিল—একটা কলি্য···তাঁর দুচোখ ভিজে এল, আমরা সবাই রুফকে ভালবাসতাম, কিন্তু আমি বেশি দিন কর্মক্ষম ছিলাম না—আর একটা কুকুরের শিক্ষাদিক্ষা, তার যত্ন ভীষণ শক্ত। টিমথি কখনও স্কুলে, কখনও বয়েজ স্কাউট ক্যাম্পে কখনও অন্যান্য কাজে থাকত। এবং আমি ভালই চিন্তা করেছিলাম

যে তার অন্য আর একটা কুকুর নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপনি আমাদের পোষা বিড়ালগুলোর সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন ?'

—'আমি শ্যামদেশীয় বিড়ালের কথাই উল্লেখ করেছি···মজার পুষ্যি, উইলি আন্তরিকতার সঙ্গে বলে—'আমার কাকীমা একসময় তাদের ওইভাবে রেখেছিলেন।'

—টিমথি তাদের ভীষণ প্রিয়পাত্র ছিল, কিন্তু বছর তিনেক আগে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আরো একজোড়া কালো পার্শী বিড়াল এর জন্য। প্রথমে ভেবেছিলাম থাক। কিন্তু আমরা ছেলেটিকে সন্তুষ্ট করতে চাই—এবং টিমও কথা দেয় এসবের জন্য খাঁচা সে নিজেই তৈরী করবে। সে একটা ছুতোরের শিক্ষা নবিশী করেছিল স্কুলের ছুটিতে। সেজন্য তাকে অনুমতি দিলাম! কিন্তু প্রথম বাচ্চাটা অল্প চুলের হয়েছিল এবং টিম স্বীকার করেছিল যে সে তার বিড়ালীকে আমার শ্যাম দেশীয় টমের সঙ্গী করিয়েছিল—কি ফল হয় দেখার জন্যে। প্রথমে আমি খুবই ক্ষেপে গেছিলাম তাকে শাস্তি দেবার জন্যে। যাই হোক আমি দেখতাম যে সে সবিশেষ কৌতূহলী ছিল কি হয় এইধরণের দোঁ-আঁশলা যদি জন্মায়। যদিও বলেছিলাম—যে সমস্ত বাচ্চাগুলোকে নষ্ট করতে হবে। দ্বিতীয় বাচ্চাটা অবিকল প্রথমটার মত, সমস্তটা কালো সংগে ছোট চুল। কিন্তু আপনি জানেন বাচ্চারা কিকরম হয়···টিম আমার কাছে প্রায় ভিক্ষা চাইল যে বাচ্চাগুলোকে থাকতে দিতে হবে, এবং এগুলো তার প্রথম ছানা ছিল। আমি বল্লাম—যদি এর সমস্ত খরচা দায়িত্ব পুরো নিতে পারো—এরপরই বিক্রির জন্যে পা রাখার কাঠের টুল তৈরী করে, লনের ঘাস ছেঁটে ফেলার কাজ নেয়। এসবই সে করে তার হাত খরচের থেকে অবশ্য। সমস্ত ছানাগুলোকে খাঁচার মধ্যে রেখেছিল কারখানার পাশে···'

—'এবং তাদের বাচ্চাকাচ্চারা ?' উইলি জেনে নেয়, কে বলতে পারে মূল প্রশ্নের সংগে কোথায় এর সম্পর্ক। কিন্তু উইলিস সব শোনে যদি

কোন কিছু মূল খবর তাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিতে পারে। মিসেস ডেভিস শেষে বলেন—'আমি বোধহয় বেশি বেশি বলে ফেলছি আমার নাতী সম্পর্কে।' আমি বুঝতে পারছি আপনি তার সম্বন্ধে খুবই গর্বিত' উইলি বলে।

—'আমাদের স্বীকার করতেই হবে তা। এবং সে খুব বুদ্ধিমান ছেলে। যখন সে আর তার দাদু দুজনে কথা বলে—আমিও থাকি সংগে। সে মাঝে মধ্যে খুবই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমরা তাকে বেশি উৎসাহ দিই না, কেননা বেশি চালাক চতুরত্য ঘেন্না করি। এবং এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করি—সে বয়সের তুলনায় যথেষ্ট মূল্যবান মতামত মাথায় রাখে।'

—'তার স্বাস্থ্য কি সবসময় ভাল ছিল?' উইলিস জিজ্ঞাসা করে।

—'মোটের উপর খুবই ভালো—অমিতাকে ব্যায়ামের উপকারীতা, পেট ভরা খাবার এবং সময়মত বিশ্রামের উপকারীতা শিখিয়েছি। তার কিছু ছোট ছেলের মত সামান্য অসুস্থ হাওয়ার লক্ষণ ছিল। সেরকম ভাবে তার ঠাণ্ডাও লাগেনি কখনও। আমরা যখন বছরে দুবার ঠাণ্ডার জন্য ইঞ্জেক্শন নি, সেসময় সেও নেয়।...'

—'ইঞ্জেক্শন নিতে সে ভয় পায়?' উইলিস্ জিজ্ঞাসা করে নির্লিপ্ততার সঙ্গে।

—'আদৌ না'—আমি তাকে সবসময় বলেছি; যদিও সে তরতাজা, এমন কিছু নিদর্শন না রাখুক যা আমি জানতে পেলে কষ্ট হবে! আমি পিছিয়ে এসেছি, এবং সত্যিই ভয় পেয়েছি এ কঠিন পরীক্ষায়।'

উইলিস হঠাৎই দরজার দিকে তাকায়। সামান্য শব্দ। টিমথি সেখানে দাঁড়িয়ে এবং সব সে শুনেছে, আতংক তার মুখে ছাপ ফেলেছে, ভয় তার দু চোখে।

'টিমথি'-তার দিদা ডাকে।

—'দুঃখিত, ছেলেটি কোনমতে বলে।

—'তোমার সব কাগজ দেওয়া হয়ে গেছে ? আমার বোধহয় না আমরা ঘন্টাখানেক কথা বলেছি। ডঃ উইলিস আপনি কি টিমের বিড়াল দেখবেন ?' মিসেস ডেভিস অনুগ্রহশীলতার সংগে জিজ্ঞাসা করেন। "টিম, ডঃ উইলিসকে নিয়ে যাও তোমার পুষ্যি দেখাতে। আমাদের প্রায় অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়েছে এদের সম্বন্ধে।

উইলিস টিমকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘর থেকে বেরোয়। টিম তাকে বাড়ীর বাইরে যেখানে আগেকার গ্যারেজ ছিল সেখানে নিয়ে যায়। সেখানেই সে দাঁড়ায়, বলে—'টিম যদি বিড়ালগুলো আমাকে—দেখাতে না চাওতো, দেখিওনা।

—'না না—ঠিক আছে।'

—এটা কি তাই-যা তুমি লুকোচ্ছিলে ?' যদি তা হয়, আমি দেখতে চাইনা, যতক্ষণ না তুমি আমাকে দেখানর জন্য তৈরী হচ্ছো।

টিম তার দিকে তাকিয়ে দেখলো।

—'ধন্যবাদ' টিম বলে আমি বিড়ালদের জন্য কিছু মনে করি না। যদিও আমি বিড়াল সত্যিই পছন্দ করি।'

—আমি সত্যিই পছন্দ করি। কিন্তু টিম ঠিক এটা আমি সত্যিই জানতে চাই, তুমি তো সূঁচকে ভয় পাওনা ; আমাকে কি বলবে কেন তুমি সেদিন ভয় পেয়েছিলে ! কেন তুমি বলেছিলে তুমি ভয় পেয়েছো আমি তো তোমায় বলেই দিলাম আদৌ তোমাকে দেবো না।'

দুজনে দুজনের দিকে তাকায়।

—'তুমি আমায় বলবে না ?' টিম জিজ্ঞাসা করে।

আমি বলবো না···

—'কেননা, এটা পেম্বল ছিল-তাই না ?'

উইলিস নিজেকে চিমটি কাটে, হ্যাঁ সে জেগেই আছে। হ্যাঁ এই কি সেই ছোট্ট ছেলে-যে তাকে পেনবল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে ?

একটা ছেলে, যে হ্যাঁ একটা ছোট ছেলেই যে জানে এটার সম্বন্ধে।

—হ্যাঁ, ওটা তাই-ই ছিল। উইলিস বললে 'খুবই অল্প পরিমাণে।

—'তুমি এটা কি জানো?'

—'হ্যাঁ, আমি, আমি কোথাও এটা পড়েছি এর সম্বন্ধে, বোধহয় কাগজে মনে হয়।'

—কিছু মনে কোরোনা, তোমার একটা গোপনীয়তা আছে, কিছু একটা লুকোতে চাও। যার জন্যেই তুমি ভয় পাও—তাই না?

ছেলেটি বোকার মত মাথা নাড়ে।

—'যদি এব্যাপারে ভুল হয়, বোধহয় আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি প্রথমে তোমায় আমাকে বুঝতে হবে, তোমাকে নিশ্চিন্ত হতে হবে। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে কি না? কিন্তু আমি খুশী হবো তোমাকে সাহায্য করতে পারলে। যে কোন সময় তুমি আমায় বলবে। নয়ত আমায় হোঁচট খেতে হতে পারে—যা এখন করছি। যদিও একটা কথা তোমার গোপনীয়তা আমি কাউকে বলবো না।'

—'কখনোও না, ডাক্তার আর পাদ্রীরা গোপনীয়তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। ডাক্তাররা দৈবাৎ কিন্তু পাদ্রীরা কখনোও না! আমার মনে হয় আমি একজন পাদ্রীর থেকেও বেশি কারণ সেই ধরনের ডাক্তারীই আমি করি।'

—উইলিস মাথা নত ছেলেটির দিকে তাকায়।

—'সাহায্যকারীরা যারা দূর্বল, মনস্তত্ববীদ বলে ভদ্রতার সংগে যদি তারা বিপদে পড়ে, সোজাসুজি ধরতে না পারে ব্যাপারটা—তখন আমি পারি সাহায্য করতে।'

কিন্তু পিটার নিজের সংগে যুদ্ধ করে, আমাকে দেখতেই হবে। আমাকে দেখতেই হবে কে কষ্ট দিয়েছে ছেলেটিকে। মিসপেজ ঠিকই ধরেছেন এর আমাকে দরকার।

দুজনে তারা বিড়াল দেখতে বেরোয়।
যার যার খাঁচার মধ্যে বিড়ালগুলো ছিল, পার্শী ও স্যামেথিরা তাদের নিজের খঁাচায়। টিম বলে "আমরা এদের নিয়ে মাঝে মধ্যে বড় খঁাচায় রাখি এদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। এগুলো সব আমার। দিদা তারগুলো রোদের বারন্দায় রাখে।'

এরপর উইলিস একজোড়া পার্শীয়ান কিনতে চায়। কিন্তু টিম কোন মতেই বেচতে রাজী হয়না। উইলিস দেখে কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে সে।
ডঃ উইলিস বলে—কেন তুমি বেচবে না ?' আমি একটা আসল বাচ্চা কেনার জন্য অপেক্ষা করতে পারি, যদি বল দেবে, কিন্তু এগুলোর থেকেই বা কেন নয় ? এরা তো দেখতে অবিকল একই রকম। আরো বেশি আকর্ষণীয় হবে এগুলো।'
টিম উইলিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ।
—'আমি তোমাকে দেখাবো, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক।'
— না, ঠিক আছে, আমি তোমাকে কারখানা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাব। এক মিনিট প্লিজ।' টিম জামার নিচ থেকে একটা চাবি বার করে। সেটা একটা চেনের সংগে ঝুলছিল। দরজা খুলে ভিতরে যায়। দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে, বাইরে উইলি শুনতে পায় সে হেঁটে বেড়াচ্ছে ; তারপর দরজার কাছে এসে ইশারা করে।
—দিদাকে বোলোনা, টিম ফিস্ ফিস্ করে। 'আমি তাকে তখনও বলিনি। কারখানার কোণের দিকে একটা টেবিলের নিচে একটা বাক্স। তার মধ্যে একটা সি মেনি বিড়াল। বিড়ালটা অচেনা মানুষ দেখেই বাচ্চাগুলোকে লুকোতে চেষ্টা করে। কিন্তু টিম তাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরলো, উইলিস দেখলো প্রথম দুটো বাচ্চা ইঁদুরের মত, কিন্তু তৃতীয়টাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে। যদি এটা বাঁচে তাহলে দারুণ দেখতে

হবে। লম্বা সিল্কের মত সাদা লোম সুন্দর পার্শীয়ানদের মত। উইলি নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকল।

—'অভিনন্দন, তুমি কাউকে বলেছো এ সম্বন্ধে?'

—'একে দেখানর মত হয়নি। এর এক সপ্তাহও পুরোনো হয়নি।'

—'কি তুমি তো একে দেখাবে?'

—ওঃ, হ্যাঁ, দিদা রোমাঞ্চিত হবে, তিনি নিশ্চয়ই এটাকে আদর করবেন খুব। তুমি জান এটা হবেই। আমি এই ব্যাপারটা ঘটিয়েছি।'

—'তুমি প্রথম থেকে এটা শুরু করেছো।' উইলি বলে।

—হ্যাঁ, আমিই করেছি,' ছেলেটি স্বীকার করে।

—'কিন্তু তুমি এগুলো কি করে জানলে?' ছেলেটি এবার ঘুরে দাঁড়ায় বলে—

—'আমি এটা পড়েছি কোথাও।'

উইলি দরজার দিকে এগোয়। 'এসব দেখানর জন্য ধন্যবাদ টিম' যখন বুঝবে বিক্রি করতে পারবে, তখন আমার কথা মনে কোরো, আমি অপেক্ষা করবো। এরকম একটা চাই আমি।' ছেলেটি তাকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলো, এবং সাবধানে দরজা বন্ধ করলো। 'কিন্তু টিম' মনস্তত্ববীদ বলে যেটা তুমি ভয় পাচ্ছিলে এটা কিন্তু তা নয়। আমি যা দেখলাম। মনে হয় তোমাকে এসব বলার জন্য ওষুধ দিতে হবে না। হবে কি?

টিম সাবধানে জবাব দেয়—আমি যতক্ষণ না তৈরী হচ্ছি ততক্ষণ আমি বলতে চাইছিলাম না এসব। দিদার সত্যিই এসব জানা উচিত। তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করেছো।

'টিম পিটার উইলিস আন্তরিকতার সঙ্গে বলে—'আমি তোমায় আবার দেখবো, আর যাকে ভয় পাও, কিন্তু আমাকে ভয় পেও না। আমি তোমারটাও ইতিমধ্যে অনুমান করার রাস্তায়। যেহেতু আমি প্রায়ই গোপনীয়তা রক্ষা করি। কেউ কখনও তোমারটা জানবে না।'

পিটার আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরতে থাকে, আনন্দে সে শিষ দেয় মাঝে মধ্যে, তার মনে হয় সেই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান।

পিটারের অফিসে তারপর যে মুহূর্তে টিম এল—সে তার সংগে তক্ষুণি কথা বলতে আরম্ভ করলো। হলের ভিতরে যখন টেলিফোন বাজছিল, ফিরে গিয়ে দরজা খুলতে দেখলো টিম, হাতে একটা বই। বইটা সে লুকিয়ে ফেলতে গেল, উইলি তার কাছ থেকে বইটা নিয়ে দেখলো।

—'ররশেক্ সম্বন্ধে আরো বেশি জানতে চাও?' পিটার জিজ্ঞাসা করে।

—'আমি শেলফের ওপর দেখেছিলাম···আমি···'

—'আচ্ছা ঠিক আছে, উইলিস বল্লো এবং ইচ্ছে করেই বইটা চেয়ারের ওপর রাখলো, যে চেয়ারটায় টিম বসতে পারে।

—'কিন্তু লাইব্রেরীর কি হোলো?'

—ওদের কিছু বই এ সম্বন্ধে আছে, কিন্তু সেগুলো বন্ধ শেলফের মধ্যে। আমি সেগুলো পাইনি,—টিম কোনরকম চিন্তা না করেই এগুলো বলে, তারপর নিজের নিশ্বাস বন্ধ করে।

—কিন্তু উইলি শান্ত স্বরে বলে—'আমি তোমার জন্যে বইটা বার করে রাখবো। পরে তোমাকে দেবো, আজ যখন তুমি যাবে বইটা তোমার সংগে নিয়ে যেও টিম। তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো।'

—'আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারবো না, 'টিম বলে,—আপনাকে খুঁজে দেখতে হবে এর কারণ, আমার ইচ্ছা, জানিস কি আমার ইচ্ছা···

কিন্তু একাকীই থাকবো—সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই আমার। হয়তো বা কখনোই ইচ্ছা হবে না। যদি সেরকম হয়। তখন কি আপনার কাছে আসতে পারি?'

উইলিস তার চেয়ারটা ঠেলে আস্তে আস্তে বসে।

—'বোধহয় এটাই ঠিক রাস্তা টিম। কিন্তু ফলের জন্য কেন অপেক্ষা করছো?

হয়তো তোমায় সাহায্য করতে পারি—যার জন্য তুমি ভয় পাচ্ছ। তুমি বোকা বানিয়ে দিতে পার লোকজনদের তোমার বিড়াল সম্বন্ধে, কিন্তু সব সময় তুমি তাদের বোকা বানাতে পারবে না।...

—'আমি কোন ভুল করিনি...

—'আমি গোড়ার থেকেই নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু যা তুমি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছো তা ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে। বিড়াল বাচ্চাগুলো তুমি লুকোতে পারতে কিন্তু তা তুমি চাওনি, এটা দেখানোর জন্য তোমাকে ঝুঁকি নিতে হবে,'—উইলিস থামে।

শব্দহীন নিস্তব্ধতা ঝুলে রইল ঘরের মধ্যে।

ছেলেটি এখনও তাকে বিশ্বাস করছে না, এরই মধ্যে উইলিস্ যে বইগুলো টিমকে দিয়েছিলো তা সে সময়মত ফেরৎ দিয়ে গেছে, কিন্তু কথা খুব কম বললে, মনে হয় এখনও ভয় পাচ্ছে কিঞ্চিৎ, উইলিস সব প্রসংগ নিয়েই কথা বলছিল যা সে পছন্দ করে, কিন্তু কোন কথা সে টিমের কাছ থেকে বার করতে পারেনি।

এর ছ্মাস পরে, এর মধ্যে উইলিস সপ্তাহে একবার সরকারি ভাবে বহুবার টিমের সংগে মিলিত হয়েছে। এ ছ'মাসে সে টিমের নীরবতা লক্ষ্য করেছে, সময় দিয়েছে তাকে বিশ্বাস করার—তাকে ভাল করে জানবার।

কিন্তু একদিন সে জিজ্ঞাসা করে—'বড় হয়ে তুমি কি করবে টিম, বিড়াল-ছানা তৈরী করবে?'

টিম অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

—'জানি না—কি করবো এখনো পর্যন্ত। কখনো এটা ভাবি, কখনো ওটা ভাবি।'—এটা অবিকল ছেলেদের উত্তর।

—'মোটামুটি কি করতে চাও? পিটার জিজ্ঞাসা করে।

টিম সামনের দিকে ঝুঁকে, আগ্রহের সংগে জিজ্ঞাসা করে—,তুমি কি করেছিলে?'

—'আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে তুমি পড়াশোনা করেছিলে—'উইলিস বলে নির্লিপ্ততার সংগে, আরো বলে—'আমি যেটা করছি সেটা যে কেউই করতে পারে। তারজন্য অবশ্যই ওষুধ নিয়ে পড়তে হবে, এবং অবশ্যই পুরোদস্তুর ডাক্তার হতে হবে।—এগুলো তুমি এখনও পর্যন্ত পারো নি। কিন্তু এটা করতে পারো, একজন রুগী হয়ে এই কাজটা করতে পার।'

—'কেন অভিজ্ঞতার জন্যে ?'

—'হ্যাঁ, ভাল হয়ে যাবার জন্য। তোমাকে এই ভয়ের মুখোমুখি হতে হবে। তোমার অনেক ক্ষমতা আছে উল্টোপাল্টা জিনিষ মনের থেকে বের করে দেবার, কিংবা সেগুলোর সামনা সামনি হওয়ার···

—'আমি যখন বড় হবো—তখন আমার ভয়ও চলে যাবে।'

টিম বলে—'আমি মনে করবো এটা হবেই।'

'—তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো ?'

—'নাঃ' ছেলেটি স্বীকার করে, আমি সঠিক জানি না কেন আমি ভয় পাই। শুধু জানি—এগুলো লুকোতে অবশ্যই হবে। এটা কি খারাপ—আরো ?

—বোধ হয় খুব বিপজ্জনক···

—টিমটি নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত ভাবে। উইলিস পর পর গোটা তিনেক সিগারেট খায়, এবং দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু জায়গা ছাড়তে ভরসা পায় না।

—'তুমি নিজের সম্বন্ধে কিছু বল, ছেলেবেলার কথা কিছু মনে করতে পারো ? কি বলেন দিদা যখন তার সংগে কথা বলো ?'

—'তিনি আমাকে ঘরের বাইরে পাঠাতেন, আমি বোধ হয় ভাবতাম না যে আমি যথেষ্ট উজ্জ্বল,' টিম সামান্য-দুর্লভতার বিশেষ ভঙ্গীর সংগে বলে কথা কটি। 'তুমি বোধ হয় জান না, কিভাবে তিনি আমাকে মানুষ করেছেন, যথেষ্ট ভাল করেছেনা জ্ঞানী জিনিষ সবকিছু শিখিয়েছেন

—যা এখন পর্যন্ত আমি জানি।'
—'কি রকম?'
'—যেমন চুপ করে থাকা, সব তোমাকে বলা বা বেশি লোক দেখানো নয়।
—'আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছো, উইলিস বলে তুমি কি সেন্ট টমাস এ্যাকুইনিসের গল্প শুনেছো?'
—'না!'
—'এ্যাকুইনিস যখন প্যারিতে ছাত্র ছিলেন, তখন ক্লাশে কোন কথা বলতেন না। ফলে অন্যরা তাকে বোকা ভাবত তাদের মধ্যে একজন তাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিল। শান্তভাবে তাকে বোঝানর জন্য সব কাজ দেখালো, একদিন তারা দুজন একটা জায়গায় এল যেখানে অন্য ছাত্ররা সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে ছিল—একথা তারা স্বীকার করল। তখন টমাস একটা উপায় বার করল এবং সেটাই সমাধানের ঠিক রাস্তা ছিল। সে অন্যদের তুলনায় বেশিই জানতো সব সময়। কিন্তু তারা তাকে বোকা ষাঁড় বলেই ডাকত।'
—'কখন সে বড় হলো?' টিম জিজ্ঞাসা করে।
—তিনি সর্বকালের একজন বড় চিন্তাবিদ ছিলেন, চতুর্দশ শতাব্দীর এক অনন্য মনস্কতা, তিনি আরো বেশি কিছু মূল্যবান কাজ করে গেছেন অন্যান্যদের তুলনায়, মারা গেছেন যুবা অবস্থায়।' এরপর সবকিছু সহজ হয়ে এলো।
—'আমি কিভাবে আরম্ভ করবো?' টিমথ জিজ্ঞাসা করে।
—'সবথেকে ভাল হয়, যদি গোড়া থেকে শুরু কর, আমাকে সবকিছু বল তোমার ছোটবেলা সম্পর্কে, স্কুলে আগে পর্যন্ত।'
—'আমাকে এগিয়ে পেছিয়ে যেতে হবে অনেক দূর, আমি এগুলো পর পর সাজাতে পারবো না।' টিম তার বিবেচনার কথা জানায়।
—ঠিক আছে তুমি যা মনে করতে পারো আজকের মত তাই বল?

সামনের সপ্তাহে তোমার আরো বেশি মনে পড়বে, এভাবেই আমরা যাবো, তোমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায় গুলোতেও পরপর সেগুলো বোলো, পরে সেগুলো পরপর সাজিয়ে নেবো।'

উইলিস্ শুনছিল ছেলেটির উদ্ঘাটন, বেড়ে ওঠা উত্তেজনার সঙ্গে। সে দেখলো বাইরে থেকে শান্ত থাকা খুবই মুশকিল।

—'তুমি কখন পড়াশোনা শুরু করেছো?' উইলি জিজ্ঞাসা করে।

—'আমি ঠিক জানি না কখন, তবে আমার দিদা কিছু গল্প পড়ে শুনিয়েছে! যে ভাবেই হোক শব্দের ব্যাপারে আমার একটা ধারণা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো যখন বলার চেষ্টা করতাম, তখন তিনি আমাকে নির্যাতন করতেন, এবং আমাকে বলতেন—যে আমি পারবো না হয়তো আমি পারবো···কিছুদিনের জন্যে আমার একটা ভয়ঙ্কর সময় ছিল; কেননা আমি জানতাম না, কোন শব্দ তিনি আমাকে পড়াননি। ভাবতাম আমাকে অবশ্যই শিখতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধারণা করে নিতে পারি—প্রত্যেক পাতার শব্দই হচ্ছে অক্ষরের এক সমষ্টি।'

—'শব্দ বিভাগ প্রক্রিয়া? উইলিস মন্তব্য করে।' বেশির ভাগ স্বয়ং শিক্ষিত পড়ুয়ারা এভাবে শেখে।'

—'হ্যাঁ, এটার সম্বন্ধে আমি বিজ্ঞানে পড়েছি। এবং ম্যাকুলে পড়তে পারতো যখন সে তিন বছরের ছিল, অবশ্য শুধু ওপর থেকে নীচে, কেননা তার বাবা সোজা উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বাইবেল পড়াতেন তাদের বাড়ীতে।'

—'অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা এইভাবে পড়তে শিখেছে যেভাবে তুমি পড়। এতে তাদের পিতামাতারা অবাক হয়েছে তা জানো?

তুমি কিভাবে পেলে ব্যাপারটা?

—একদিন দেখলাম দুটো শব্দই প্রায় একই রকম প্রতিধ্বনি করে। সেইটা মনে করে তা শুরু করি। তারপর এটা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেতে

থাকে। আমি শব্দের দিকে সাবধানে নজর রাখতে শুরু করি, এক ধরনের পাগল করা উত্তেজনায়। এর পিছনে অনেক সময় লেগেছিলাম। কিন্তু আমার একটা ধারণা ছিল, পরে এটা শক্ত ছিলনা যে কোন শব্দকে মনে মনে আঁকতে। সত্যিকারের শক্ত শব্দগুলো সবসময় একই রকম হয়। সেগুলো মানে বাইরে পাবে। অন্যান্য শব্দগুলি উচ্চারণ করা হয় যেভাবে, সেভাবে তাদের বানান হয়।'

—'আর কেউ জানে যে তুমি পড়তে পারো ?'

—'না, দিদা না বলতে বলতে বলেছে—যে আমি পারি। তাই আমি করি। তিনি আমাকে প্রায়ই পড়ে শোনাতেন—তা আমাকে সাহায্য করে। আমাদের অনেক ভালো বই আছে। অবশ্য আমি ছবিওয়াল- গুলোই বেশি পছন্দ করি। একবার-দুবার তারা আমাকে ছবি ছাড়া বই সমেত ধরে ফেলেছে, কেড়ে নিয়ে বলেছে—ছোটদের জন্য অন্য বই এনে দেবে।'

—'মনে করতে পারো কি বই তুমি সে সময় পছন্দ করতে ?'

—'প্রাণীদের সম্বন্ধে বই, মনে পড়েছে, ভূগোল, জীবজন্তুদের সম্বন্ধে ভীষণ মজার…' —একবার টিমথিকে শুরু করিয়ে দিলে উইলিস ভাবলো—তাকে এক নাগাড়ে কথা বলিয়ে যাওয়া এমন কিছু নয়।

—'একদিন আমি চিড়িয়াখানায় গেছিলাম, খাঁচার সামনে একাই ছিলাম দিদা একটা বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমাকে একা একা ঘুরতে দিয়েছিলো, লোকজনেরা জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে কথা বলছিল, আমি তাদের প্রাণীদের সম্বন্ধে বলতে শুরু করলাম—আমি যা জানি। এটা এক ধরনের মজার ব্যাপার হয়েছিল অবশ্যই, কেননা আমি সঠিক উচ্চারণ করতে পারছিলাম না অনেকবার পড়া শব্দগুলো কখনো উচ্চারণ করতে শুনিনি। তারা শুনছিল আর আমাকে প্রশ্ন করছিলো এবং আমি অবিকল দাদুর মত, আমি তাদের শেখাচ্ছিলাম, যেমন দাদু আমাকে শেখাত। এবং তখন তারা অন্যান্যদের ডেকে বলল শেল্

এই বাচ্চাটা কি বলছে ? কেন চেচাচ্ছে ? এবং আমি দেখলাম তারা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।
টিমথির মুখ অস্বাভাবিক লাল হয়ে গেছিল, কিন্তু সে হাসতে চেষ্টা করছিল—আমি এখনই দেখাতে পারি কিভাবে এটা মজাদার হয়ে উঠতে পারে, এবং এটাই মস্ত বড় পয়েন্ট হাস্যরসের মধ্যে। কিন্তু আমার স্বল্প অনুভূতি এরকমই ভয়ঙ্কর ভাবে লেগেছিল, যে আমি দৌড়ে দিদার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছি। তিনি বুঝতে পারলেন না কেন ? কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে আমি তার অবাধ্য হয়েছি আমি। তিনি সবসময় সব জিনিষ বাইরের লোকদের বলতে বারণ করেন।' আরো বললেন—'একজন ছোটছেলের তার থেকে বড়দের শেখানর কিছুই নেই।
— ঠিক এইভাবে বা এই বয়সে নয়।...
—'কিন্তু সত্যি বলছি, কিছু বড় বড় লোক, বেশি কিছু জানে না'—টিম বলে।

—'গত বছরে আমরা ট্রেনে যাচ্ছিলাম, একজন ভদ্রমহিলা এসে আমার পাশে বসলেন এবং বলতে শুরু করলেন এমনভাবে যে একজন ছোট ছেলের ক্যালিফোর্নিয়া সম্পর্কে জানা অবশ্য কর্তব্য। আমি তাকে বললাম—
—'আমি এখানে প্রায় দীর্ঘকাল আছি, কিন্তু আমার ধারণা তিনি বোধ হয় এটুকুও জানেন না যে এই সমস্ত ব্যাপার স্কুলে শেখানো হয়। এবং তিনি যা বলার চেষ্টা করছিলেন তার অধিকাংশই ভুলে ভরা।'
—'কি রকম ?' উইলিসেরও এমন ধরনের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল টুরিষ্ট'দের কাছ থেকে।
—'আমরা, তিনি অনেক কথা বল্লেন, কিন্তু আমার মনে হয় ওঠাই সব

থেকে মজাদার, ভদ্রমহিলা বলে চলেন—সমস্ত মিশন প্রতিষ্ঠান এত পুরোনো এবং আকর্ষনীয় কেন জানো ? এগুলো সব কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার আগে তৈরী হয়েছিল। টিম বলে—আমি ভেবেছিলাম তিনি বোধ হয় রসিকতা করছেন। সেজন্য আমি হেসেছিলাম, তাতে ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছিল এবং বললেন—এইসব লোকেরা সবাই এসেছে মেক্সিকো থেকে।

উইলিস হাসির দমকে কাঁপতে লাগল। সে সত্যিই বিশ্বাস করে যে অনেক বয়স্করা দুঃখজনক ভাবে জ্ঞান গম্যির মূল সূত্রটাই জানে না।

—'চিড়িয়াখানার ঐ অভিজ্ঞতার পর, আর ঐ ধরণের কিছু অভিজ্ঞতার পর, আমি নিজেকে 'বিচক্ষণ' তৈরী করতে আরম্ভ করলাম। টিম বলে চলে—'লোকেরা যারা জানে কোন ব্যাপার, তারা আর ঐ ধরনের পুনরাবৃত্তি শুনতে চায় না। এবং সেই সব লোকেরা, যারা শুনতে চায় না। শিখতে চায় না একজন ছোট্ট ছেলের কাছে। আমার ধারণা আমার বয়স যখন চার ছিল। আমি লিখতে শুরু করি।'

—কিভাবে···

—'ওই আমি শুধু ভাবতাম, যদি কাউকে কিছু বলতে না পারি সময়ে তাহলে হয়তো ফেটে পড়তাম, যদি কাউকে কিছু বলতে না পারি সমানে বইয়ের মধ্যে যেমন থাকি। তারপর লেখার ব্যাপারটার নজর দিলাম, আমাদের কিছু পুরোনো কেতার স্কুলের বই ছিল। তাতেই দেখেছিলাম কিভাবে লিখতে হয়। আমি বাঁ হাতি। আমি যখন স্কুলে গেলাম, আমাকে ডান হাত ব্যাবহার করতে হয়েছিল। কিন্তু ঠিক তখনই আমি শিখলাম কিভাবে ভাগ করতে হয় যে 'আমি জানি না।'

আমি অবশ্য অন্য ছেলেদের লক্ষ্য করতাম, ওরা যা করতো, আমিও তা করতাম। দিদা আমাকে তাই বলেছিল করতে।'

—'আমি অবাক হচ্ছি, তিনি কেন এরকম বলেছিলেন···'উইলি আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

—'দিদা জানতো, আমি অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশি না এবং সেই-ই প্রথম কারো কাছে দায়িত্ব না দিয়েই আমায় ছেড়েছিলেন। সেজন্য আমাকে বলেছিলেন তাই করতে, যা অন্যরা করবে। এবং যা মাষ্টার মশায়রা বলবেন, টিম সরলভাবে ব্যাখ্যা করে—'আমি তার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতাম, আমি এমন ভাব করতাম—যে আমি কিছুই জানি না—যতক্ষণ না অন্যরা ব্যাপারটা জানতে শুরু করে। আমি ভাগ্যবান যে আমি লাজুক। কিন্তু, তুমি জান, অনেককিছু শেখার আছে।

আমাকে যখন প্রথম স্কুলে পাঠান হয়, তখন ভীষণ নিরাশ হয়েছিলাম, কেননা মিস রাও অন্যান্য মহিলাদের মত পোষাক-আশাক পরেন। ছোট স্কার্ট পরেন, অবিকল একই রকম মিসদের ছবি আছে। কিন্তু যখন দেখলাম তাদের আশ্চর্য্য হলাম একটু। জানতাম—এগুলো বোকামী ও কোনদিন তা বলিনি।

মনস্তত্ববীদ এবং বালকটি একসঙ্গে হাসতে থাকে।

—'আমরা খেলাধূলা করতাম। আমাকে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতে শিখতে হয়েছিল ও অবাক না হতে বলা হয়েছিল যখন তারা আমাকে ধাক্কা দেবে বা চড় মারবে। আমি কিছুতেই এর হিসেব করতে পারতাম না যে কেন তারা এমন করে। কিন্তু যখন আমি একটা শব্দ করতাম।

—'কেউ কি, কখনো তোমাকে মারধর করবার চেষ্টা করেছে?'

—'অহ, হ্যাঁ, কিন্তু আমার একটা বই ছিল বক্সিং সম্পর্কে, ছবিওয়ালা। তুমি ছবি দেখে বেশি শিখতে পারবে না। কিন্তু আমি কিছু প্রাকটিশ করেছিলাম। সেটা আমাকে সাহায্য করেছে। যাই হোক আমি জিততে চাইনি এজন্য যে আমি শুধু ক্ষমতা এবং দক্ষতার খেলা পছন্দ করি। এবং আমি এরজন্য সুন্দরভাবে উপযুক্ত।' টিমথি এবার ঘড়ির দিকে তাকায়। বলে—

'যাবার সময় হয়েছে। তোমার সংগে কথা বলে আনন্দ পেলাম ডঃ উইলিস। আশা করি বেশি বিরক্ত করিনি তোমাকে।'

উইলিস তার কথার সুরে সুর মিলিয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায় ছেলেটির দিকে।

—'তুমি তোমার লেখা সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলনি। তুমি কি ডাইরি রাখা শুরু করেছিলে?

—'নাঃ, শুধু খবরের কাগজ, দিনে একপাতা, কমও না, বেশিও না। এটা এখনও রাখি।' টিম নিজে স্বীকার করে, তখন সে বেশি পাতা পড়ে, সেটাকে টাইপ করে।

—'এখন তুমি কোন হাতে লেখ?'

—'আমার বাঁ হাতের লেখা আমার গোপন লেখালেখির উৎস। স্কুলে বা অন্যান্য জায়গায় আমি ডান হাত ব্যবহার করি।'

টিমথি যখন চলে গেলো, উইলিস্ নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ায়। কিন্তু পরের মাসের জন্য এর থেকে বেশি খবর সে পেলো না। টিম একজন তাৎপর্য্যতাও প্রকাশ করলো না। সে শুধু খেলা নিয়ে কথা বল্লো। সে গল্প বল্লো—কিভাবে তার দিদা ঐ বিড়ালের বাচ্চা দেখে খুশি অবাক হয়েছিলো ইত্যাদি ইত্যাদি। সে এমন ভাবে সেইসব ঘটনার কথা দৃঢ় মুগ্ধতার সংগে বলছিলো—যেমন সে ট্রেনে চড়তে ভালবাসে, যেমন তার প্রিয় জন্তু সিংহ, যেমন সে বরফ পড়া দেখতে ভীষণ ইচ্ছুক—কিন্তু এমন একটা শব্দও সে বল্লো না—যা উইলি শুনতে আগ্রহী। সে বুঝলো, আবারও তাকে পরীক্ষা করতে হবে, ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে।

এরপর একদিন দুপুরে যখন উইলিস পাইপ খেতে খেতে সামনের বারান্দায় রুগী দেখছিল, টিমথি পল এসে তার টানা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

—'গতকাল মিস্ পেজ জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমি আপনার সংগে দেখা করেছি কিনা? আমি বলেছি হ্যাঁ।' দাদু-দিদা মিস্ পেজকে জানিয়েছেন তার চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁনারা পিছপা নন। কারণ আপনিই

বলেছেন তাদের যে আমার সম্বন্ধে চিন্তা করার কিছু নেই, আমি ঠিকই আছি।

আমি দিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এটা কি তার পক্ষে খুবই ব্যয়-বহুল এবং তিনি বলেন না সোনা, স্কুলই তোমার খরচা দিচ্ছে। তোমার মাষ্টার মশাইদের ধারণা যে তোমার কিছু কথা আছে ডঃ উইলিসের সংগে।'

—'তুমি আসাতে আমি খুব খুশী হয়েছি টিম।' আমি নিশ্চিন্ত যে তুমি ওদের মত আমাকে ছেড়ে যাবে না। শোন কেউই আমাকে পে করছে না। স্কুলই আমাকে আমার কাজের জন্য পয়সা দেয়, যদি কোন বাচ্চা খারাপ রাস্তায় যায় বা ধর তার বাবা-মা গরীব। .এটা একদম নতুন কাজ ১৯৫৬ থেকে—অনেক সামঞ্জস্যহীন ছেলেরা অনেক বেশি সাহায্য পেতে পারে, 'সরকারের কাছে এর মূল্য অসীম, এরা অনেক ছেলে-মেয়েকে অপরাধী, বা উন্মাদ হয়ে যাওয়া বা অন্য কিছু হওয়ার থেকে বাঁচায়। তুমি সব বোঝ টিম, আমি কোন অভিযোগ দাদু-দিদার কাছে করতে পারি না তোমার সম্বন্ধে কেননা তুমি তাদের সংগে সমস্ত দিক দিয়ে চমৎকারভাবে মিলেমিশে আছ।—এখন যা দেখছি, শেষে যা দেখবো—তুই মিলিয়ে নিশ্চিত হবে।'

—'ওঃ, ভগবান আমার আসা ঠিক হবে না, 'টিম দোনা-মোনা তোতলাতে থাকে। তুমি এরজন্য পয়সা পেতে বাধ্য, আমি এত তোমার সময় নিয়েছি, সব থেকে ভালো আমি এখানে আর আসবো না।'

—'আমার মনে হয় তুমি বোধ হয় আরো ভালো হবে, তাই না?'

—ডঃ উইলিস্, আপনি খামোখা কেন এইসব করছেন?

—'আমি জানি তুমি জান যে কেন করছি।'

ছেলেটি একটা খেলনা প্লেনে বসেছিল, গভীর মনোযোগের সংগে নিজেকে সামনে পিছনে ঠেলছিল, যন্ত্রটায় আওয়াজ হচ্ছিল।

—'তুমি যথেষ্ট মনযোগী এবং কৌতূহলী,' পিটার বলে।

—'আমি জানি,' টিম বলে, আমি বিশ্বাস করি। আচ্ছা যতক্ষণ আমরা বন্ধু—আমি কি তোমাকে পিটার বলে ডাক্‌তে পারি ?'

পরের সাক্ষাৎকারে, টিম খুঁটিনাটি বলে খবরের কাগজ সম্বন্ধে। সে সব সংখ্যা যোগাড় করে রেখেছিলো। সে সমস্ত কপিই রেখেছে প্রথম সংখ্যা থেকে—ময়লা, পেন্সিলে লেখা সংখ্যা থেকে হাল্‌ফিলের কপি পর্যন্ত। কিন্তু উইলিস্ কোন সংখ্যাই দেখলো না।

—'আমি রোজকার ঘটনা, যা আমি বলতে চাইছিলাম—সেগুলো ধরে রেখেছি। খবরই হোক, সূত্র বা মতামতই হোক যা আমি না বলে পেটে রেখেছি। সুতরাং যাতা জগা খিচুড়ী একটা। প্রথম দিককার কপি-গুলো যারপর নাই হাস্যকর। কখনো সখনো বইগুলো নামাই এবং পড়ি এবং তাতে স্কুলের মত নম্বর দি। মোটামুটি দুটো ব্যাপারের ওপর (১) আমার কেমন লাগলো বইটা, (২) বা বইটা কি আগে পড়েছি, ভালো ?'

—'কত বই তুমি পড়েছো ?' তোমার পড়ার গতি কিরকম ?'

এটা প্রমাণ করে যে টিমথির পড়ার গতি নতুন বইয়ের ক্ষেত্রে বড়দের থেকে আলাদা হয়—আটশ থেকে ন'শ পঞ্চাশ শব্দ প্রতি মিনিটে গড়ে। 'হত্যা রহস্য' যা সে ভালবাসে তা শেষ করতে তার সময় লাগে একঘণ্টার কিছু কম। স্কুলের সারা বছরের ইতিহাস পড়া সে শেষ করতে পারে সমস্ত বছরের তিন কি চারবার পড়ে। সে এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু ব্যাপারটা সে ব্যাখ্যা করে, তার জানতে হয়েছিলো বইতে কি আছে, যা পরীক্ষার খাতায় বেশি প্রকাশ করতে হবে, সে এসব জেনেছে অন্যান্য বইয়ের সূত্র ধরে।

সন্ধ্যেবেলা, যখন তার, দাদুদিদা ভাবছেন যে সে বাড়ীর কাজ করছে, তখন সে সময় কাটাতো অন্য বই খবরের কাগজ পড়ে। এভাবেই উইলিস অল্পবিস্তর ধরতে পারছিলো ব্যাপারটা টিম সবই পড়েছে তার

দাদুর লাইব্রেরীর থেকে। পাবলিক লাইব্রেরীতে, যা তার পছন্দসই, বন্ধ শেলফে থাকতো না, এবং সবকিছু রাজ্য সরকারের লাইব্রেরীতে থেকে আনতে পারে।

—'লাইব্রেরীয়ানরা কিছু বলেন না?'

—'তারা মনে করে বইগুলো সব আমার দাদুর জন্যে। আমিও তাদের তাই বলি কেননা যদি ভাবে যে এটুকু ছেলে এত ভারী বই চাইছে কেন? পিটার অনেক মিথ্যে বলতে বলতে আমি নিচে নেমে গেছি, কিন্তু এটা আমাকে তাই করতে হয়েছিল, তাই নয়কি?'

—'যত দূর আমি দেখতে পাচ্ছি, যা তুমি করছো, উইলিস একমত হয়—কিন্তু এখানে আমার লাইব্রেরীতে যা তথ্য আছে, এবং তা বন্ধ শেলফে...'

—'তুমি কি বলবে, কেন? আমি কিছু লাইব্রেরী বইয়ের কথা জানি। তাদের মধ্যে কিছু বই অন্য লোকদের ভয়ের কারণ হয়, আবার কিছু যাক কয়েকটা বই অবশ্য তোমাকেও ভয় পাওয়াবে, আমি তোমাকে সামান্য কিছু বলবো আজ অস্বাভাবিক মনস্তত্ব সম্বন্ধে, যদি তুমি পছন্দ করো। সেসব দিনে, তুমি দেখবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সত্যিই শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছো ততক্ষণ এমন সমস্ত কেসের সংগে তোমাকে থাকতে হবে (এবং তাতে তুমি ভালো থাকবে) যার সম্বন্ধে তুমি বেশি জান না। টিম স্বীকার করে বলে 'আমি অসুস্থ হতে চাইই না। ঠিক আছে আমি এটাই পড়বো, যেটা তুমি আমাকে দিয়েছো। এবং এখন থেকে তোমায় এমন সব জিনিষ বলবো—যাতে খবরের কাগজের থেকে বেশি খবর আছে।'

—'ততটাই আমি ভেবেছি, তোমার গল্পটা বলবে কি?'

এটা এভাবে আরম্ভ হয়েছিল—যখন আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম দৈনিকে অবশ্য ছদ্মনামে, তারা সেটা ছেপেছিল, তখন তো আমারই দিন, প্রত্যেক দিনই প্রায় একটা করে চিঠি, সবই ছদ্মনামে। এরপর

ম্যাগাজিনের দিকটায় নজর দিলাম, আবার সম্পাদককে চিঠি—পার
গল্প, গল্প লেখার চেষ্টাও করেছি।'

টিম সামান্য সন্দেহের দৃষ্টিতে উইলিসের দিকে তাকায়,—'কত বয়স
ছিল তোমার—যখন তুমি প্রথম গল্প বেঁচেছিলে ?

টিম বলে—'আট, যখন চেক্ এল, তাতে আমার নাম টি, পল ছিল।
আমি জানতাম না সেখানে কি করণীয় ছিল আমার···'

—'এটা চিন্তার ব্যাপার, কি করলে তুমি ?'

—'একটা ব্যাঙ্কের নেম্‌প্লেট ছিল দরজার গায়ে, সব সময় আমি সাইন-
বোর্ডে পড়ি, তখন মাথায় এলো—'ডাকযোগে ব্যাঙ্ক,' জানোই তো,
আমি বরাবরই বেপাবায়া। সেজন্য উপসাগরের কাছে একটা ব্যাঙ্কের
নাম দেখে লিখলাম তাদের টাইপ করে, লিখলাম আমি একটা এ্যাকাউন্ট
খুলতে চাই, যার জন্য একটা চেকও এর সঙ্গে পাঠানো হোলো। ওঃ,
আমি ভয়ে সিটিয়ে গেছিলাম। নিজেকেই প্রবোধ দিলাম—যাই হোক,
কেউই কিছু করতে পারবে না আমার। এটা আমার নিজের টাকা।
কিন্তু তুমি জানোনা, এটা একটা ছোটছেলের কাছে কিরকম। তারা
আমাকে চেকটা ফেরত দিয়েছে এবং আমি যখন দেখলাম—চেকটা,
বিশ্বাস কর, বার দশেক মরমে মরেছি। কিন্তু চিঠিতে কেন ফেরৎ
এসেছে তার ব্যাখ্যা ছিল ! আমি চেকটা এন্‌ডোরস করিনি। তারা
আমাকে একটা শূন্য নিয়মাবলী পাঠিয়েছিল, ভর্ত্তি করার জন্য।
আমি নিজেই জানতাম কত মিথ্যে বলার সাহস আমার আছে, কিন্তু
এটা আমার টাকা' এটা আমাকে পেতেই হবে। যদি এই চেকটা ব্যাঙ্কে
জমা করতে পারি' তাহলে কিছুদিনের মধ্যে টাকাটা পেতে পারি।
তাতে লিখলাম—লেখা আমার ব্যবসা, বয়স দিলাম চব্বিশ, ভাবলাম—
এটা হয়ত বেশি হবে।'

—'আমি গল্পটা দেখতে চাই, তোমার কাছে ঐ ম্যাগাজিনের কোন কপি আছে ?'

—'হ্যাঁ, টিম আবার শুরু করে—কেউই সেটা লক্ষ্য করেনি। মনে হয় টি, পল যে কেউ হতে পারে। যখন লেখকদের জন্য সৌজন্য সংখ্যাটা কিনলাম, এবং সবগুলোর নীচে নিজের নাম লিখেছি, খুব কি ভীতু ছিলাম এসব করতে ? যাই হোক, এটা আমার টাকা।'

—'শুধু গল্প ?'

—'প্রবন্ধ এবং অন্যান্য···যাই হোক, আজকের মত প্রচুর হয়েছে। শুধু মাত্র আমি বলতে চাইছি যা কয়েক মূহূর্ত আগেও ভেবেছি টি, পল ব্যাঙ্ককে বলেছিল—সে তার এ্যাকাউন্ট থেকে কিছু টাকা অন্য আর একটি ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে রাখতে চায়। ডাকযোগে বই কেনা, ইত্যাদি এবং তোমায় তোমার ভিজিটও ঐ এ্যাকাউন্ট থেকে দিতে পারি ডঃ উইলিস···'

—'না টিম, পিটার উইলিস্ উষ্ণতার সঙ্গে বলে—এ সবই আমার আনন্দ, আমি দেখতে চাই—যে গল্পটা প্রথম প্রকাশ হয়েছিলো, যখন তুমি আট বছরের এবং কিছু অন্যান্য জিনিষ, যেগুলো টি, পলকে যথেষ্ট ধনী করেছে যে সে মনস্তত্ববীদকে পয়সা দিতে পারে শুধুমাত্র ভালবাসা ও সমতার জন্যে। যাক্, তুমি কি আমাকে বলবে—এগুলো কি করে ঘটলো—যার কিছু মাত্র তোমার দাদু-দিদা হাসলো না ?'

—'দিদা আমাকে নেহাৎ ছেলেমানুষ ভাবতো, কেননা তখনো ঐ বয়সে আমি পোষ্টম্যান পোষ্টম্যান খেলতাম !

পিটার ভাবছিল—আজ ভাবনা প্রকাশের দিন। সুন্দর একটা সন্ধ্যা সে বাড়ীতে কাটাল। দু হাতের মধ্যে মাথাটা ধরে গভীর অন্তদন্দে সে ভিতরে নেওয়ার চেষ্টা করে। টিমের আইকিউ ১২০, যত্তোসব বাজে। ছেলেটি তাকে সত্যিই ধরে রেখেছে। আইকিউ পরীক্ষায় টিমের পাত্তা অবশ্যই যথেষ্ট ?

উইলিস সমস্ত ব্যাপারের মূলসূত্র বার করার জন্য মনস্থির করে। সে খুঁজে বার করতে পারছিলো না, টিমথিপল বয়স্কদের জন্য যে কোন রকমের পয়ীক্ষায় সহজভাবে পেরিয়ে গেল। কোন পরীক্ষায় তার বাকী ছিল না। যখন সে তার বয়স এক নম্বরে যখন লিখছিল টি'ম একাকী তখন সব কিছুরই মুখোমুখী হচ্ছে। একাকীই সব মীমাংসা করছে ; সে সমস্ত সমস্যা বয়স্কদের টালমাটাল করে সে তখন শক্ত কাজও সহজ ভাবে নিয়েছে সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে, এটাও কি তার পক্ষে আরো বেশি ? এটা তাকে জানতে, দেখতে হবে। কি সে লেখে ? আর কিইবা করে লেখাপড়া, ছুতোরের কাজ ও বিড়াল পোষা ছাড়া ? উপরন্তু তারা চতুর্দ্দিকের পৃথিবীকে বোকা বানান ছাড়া ?

পিটার উইলিস যখন টিমের কিছু লেখা পড়েছিল, সে ভীষণ অবাক হয়েছিল দেখে যে গল্পটা সে লিখেছে তা একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানবিক। একেবারে কাছের থেকে মানুষের চরিত্র দেখার ফসল। প্রবন্ধটি অন্যভাবে, কাছের থেকে কারণ গত তার পড়াশুনাও গবেষণার ফসল। আপাতভাবে টিম বিভিন্ন দৈনিক কাগজের সমস্তই পড়ে এবং অনেক পাক্ষিকও পড়ে।

টিমকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে 'ওঃ, আমি সব কিছুই পড়ি। এক একবার আমি পুরোনো সংখ্যাগুলো দেখি সমালোচনা করার জন্যে।'

—'যদি তুমি এরকম লিখতে পারো, উইলিস একটা মাগাজিনের দিকে নির্দেশ করে—যাতে একটা রুচীশীল, শিক্ষিত প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে এবং এটা মন্ষেযের সঙ্গে মানুষের নীতিগত প্রবন্ধ যাতে তর্কের বিষয় আছে। পক্ষে, বিপক্ষে একটা পরিবর্ত্তীত মহাসভা সম্পর্কিত পদ্ধতিতে আলোচনা আছে।

—'কেন তুমি সব সময় আমার সঙ্গে সাধারণ স্কুলের বোকা ছেলেদের মত ভাষায় কথা বল ?'

—'কেননা, আমি তো একজন ছেলে, টিমথি উত্তর দেয়—কি হবে যদি এরকম ভাষায় কথা বলি, ঘুরি ?'

—'তুমি তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলার ঝুঁকি নেবে। কেন না তুমিই আমাকে এসবগুলো দেখিয়েছো।'

—'আমি কখনই ঝুঁকি নিতে যাবো না এভাবে কথা বলে। হয়তো আমি ভুলে যাবো এবং আবার করবো অন্যদের সঙ্গে—যদিও আমি অর্দ্ধেক শব্দও উচ্চারণ করতে পারি না।...'

—'কি ?'

—'আমি কখনও উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য করিনি। টিম ব্যাখ্যা করে, কোন কারণে যদি সঠিক উচ্চরণ না করি, তাতে আমি একটা এমন শব্দ ব্যবহার করি যা গড়ের নিচে। যাই হোক, আমি আশা করি—এই অভ্যাসটাকে কখনও ঠিক বলবো না।

উইলিস শব্দ করে হেসে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই ভদ্রস্থ হয় যেন সে বোঝে এই ধরনের চিন্তা ভাবনার গুরুত্ব।

—'তোমরা ঠিক ভ্রাম্যমানদের মতো যারা বন্যদের মধ্যে থাকে।' মনস্তত্ব-বিদ বলে—সতর্ক হয়ে তুমি বন্যদের ঘটনা পড়েছো, এবং চেষ্টা করেছো তাদের অনুকরণ করার এমনকি তারা জানবেও না যে তারা ভিন্ন।'

—'কিছুটা এরকমই...' টিম স্বীকার করে।

—'এজন্যেই যে তোমার গল্পগুলো এত বেশি মানবিক, উইলিস বলে একজনের সম্বন্ধে যে নিতান্তই ছোট্ট মেয়ে। দুজনে তারা এক সঙ্গে...

—হ্যাঁ, ওটা আমার প্রথম গল্প ছিল। টিম বলে—আমি তখন আট এবং একটা ছেলে আমার ক্লাসে ছিল, তার একটা ভাই ছিল অন্য একজন পাশের বীর একজন যে...

—'এ গল্পটা কত দূর সত্যি ?'

—'প্রথম ভাগ, পরে বলি আমি ছোট ছেলে, সাত বছরের বাচ্চা দশ বছরের বাচ্চাকে বুদ্ধি দেয় না। এটাই প্রথম আমি লিখেছি—যেমন সবসময় চুপচাপ থাক। বিশেষ করে যদি সেখানে যদি বড় ছেলে বা মেয়ে থাকে। আমি শিখেছি মুখ ঝুলিয়ে বোকার মত থাকতে। এবং বলতে 'আমি পারি না—যা প্রায় এরকমই।'

—'মিস পেজও ভেবেছেন, এটা খুব খারাপ যে তোমার বয়সী কোন বন্ধু নেই, তুমি অবশ্যই একাকী যে একাকী লুকিয়ে আছো অপরাধীর মত ; কিন্তু বল কেন তুমি ভয় পাও ?'

এটা প্রমাণিত আমি ভয় পাই অবশ্য ; কিন্তু একমাত্র উপায় আমি বাঁচতে পারি ছদ্মবেশে। যে কোন মূল্যে, যতক্ষণ না আমি বড় হচ্ছি। এটা প্রথমে আমার দাদু দিদাই তীব্র ভর্ৎসনা করে, আমাকে তারা বলতেন—, বেশি যেন না নিজেকে দেখাই, এভাবেই লোকেরা হাসত যদি কথা বলতাম তাদের সঙ্গে। তাছাড়া আমি দেখেছি মানুষ কিভাবে ঘৃণা করে যে কিনা ভাল, উজ্জ্বল বা ভাগ্যবান'···

যদি তুমি একদিক দিয়ে খারাপ হও, অন্যদিকে ভাল হবে তুমি। কিন্তু তুমি যে ভাল এটা তারা ভুলে যাবে যদি তাদের কাছে ভাল না হও। তারা তাদের মেলামেশার ভারসাম্য এটাকে বাদ দিয়েই রাখবে।

—'তুমি কি এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছো—কোন প্রাপ্তবয়স্ক দেখতে পারে না ?'

টিম ম্যাগাজিনের দিকে হাতটা দোলায়, চলে শুধু এরকম। আমি শুনেছি লোকজনরা কথা বলছে রাস্তায়, দোকানে, গাড়ীতে যখন তারা কাজ করছে। আমি পড়েছি কিভাবে তাদের এই ব্যবহার।

—'তুমি কিভাবে জানলে যে, তাদের মধ্যে কারোরই বেশি জ্ঞান নেই ?' পিটার জিজ্ঞাসা করে—

আমি ঠিক তা বলছি না, আমি বলছি যে কিছু লোকের মধ্যে এই জ্ঞানটা আছে যাদের নেই তারা এমন ভান করে যদি তাদের থাকত। যাই হোক……

—'টিম, তুমি আমাকে একজন বন্ধু পেলে এখন ··'

—হ্যাঁ, পিটার আমার অনেক পত্রমিতা আছে লোকেরা পছন্দ করে আমি যা লিখি, কেননা তারা আমায় দেখতে পাচ্ছে না যে একটা ছোট ছেলে—যখন বড় হবে সে···

—'যখন তুমি বড় হবে, আমরা তখনও বন্ধু থাকবো।'

উইলিস বিন্দুমাত্র অবাক হলো না জেনে যে টিম সমস্ত কোর্স ডাক-যোগে নিয়েছে আর তিন বছরের মধ্যে সেগুলো শেষ করেছেন অর্দ্ধেককেরও বেশি বিষয় যা চারটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ ছিল। শেষেরটা ছিল স্থাপত্য বিদ্যা। টিমের মোটে এখন চৌদ্দ, এরইমধ্যে নিজেকে বিশিষ্ট পরিণত করে তুলেছে একজন মনস্কতাপ্রাপ্ত লোকেদের মত।

এর পরের দেখা দুজনের মধ্যে টিমের কারখানায়। স্কুলের পরে টিম ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখাচ্ছিল পিটারকে, তার সমস্ত সংসার তার বিড়াল, ছোট পুতুল বাড়ী যা দেখে পিটার অভিভূত প্রায় এর কিছু সময় পরে রুগী দেখার তাড়ায় পিটার বিদায় নেয়।

গল্পটার ঘনত্ব যা এর তরুণ গল্পকার দাবী করে; সন্ধ্যেবেলা উইলিস গল্পটা পড়তে পড়তে মনে মনে হাসছিল। আবারো পড়ে। গতি, প্রকৃতি লক্ষ্য করে, সত্যিই ভাল লিখেছে। সে মাঝ রাতের পরেও বসে থাকল, চিন্তা করছিল ছেলেটির সম্বন্ধে। তারপর ঘুমের বড়ি খেয়ে বিছানায় গেল।

পরের দিন সে টিমের দিদার সঙ্গে দেখা করতে গেল, মিসেস্ ডেভিস উৎফুল্ল হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

—'আপনার নাতী সত্যিকারের মজার ছেলে। পিটার সাবধানে বলে—আমি আপনার মতামত চাইছি, আমি একটা পেপারস তৈরী করছি, বিভিন্ন ধরণের ছেলে মেয়েদের ওপরে। তাদের সক্ষমতা, ফেলে আসা জীবনের ঘটনা, আবহাওয়া এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং এরকমই আরো কিছু···কোন নামই কখনো প্রকাশ করা হবে না। দশ বছরের বেশি এটা সংখ্যাগত হিসাবের মধ্যে থাকবে। কিছু কিছু কেস হিস্ট্রী হয়তো ছাপা হবে। তাতে কি টিমথি থাকতে পারে?'

—'টিমথি এত ভাল, স্বাভাবিক ছেলে, আমি বুঝতে পারছি না কি উদ্দেশ্যে তাকে এই ধরণের সমীক্ষায় রাখা হচ্ছে···মিসেস ডেভিস বিভ্রান্ত হন।'

—'এটা ঠিক একটা সূত্র, আমরা সামঞ্জস্য হীন ছেলেমেয়েদের নিতে আগ্রহী নই। যেসব ছেলেমেয়েরা তাদের যৌবনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, বা জীবনের সন্তোষজনক সামঞ্জস্য তৈরী করেছে আমরা তাদেরই সম্বন্ধে আগ্রহী। যদি আমরা এরকমের ছোট বাচ্চাদের বিভাগ নিয়ে নিরীক্ষা করি এবং তাদের উন্নতি লক্ষ্য করি পরবর্তী দশ বছরের জন্য, তারপর যদি এর সারাংশ প্রকাশ করি এদের নাম না দিয়ে···'

—'যদি আপনি কিছু বলেন টিমের মা-বাবার সম্বন্ধে, তাদের ইতিহাস···' মিসেস ডেভিস গুছিয়ে বসলেন দীর্ঘকথা বলার জন্য।

—'টিমের মা, আমার একমাত্র মেয়ে এমিলি। শুরু করেন তিনি, সুন্দর মেয়ে ছিল, প্রতিভাময়ী সুন্দরী, কি মিষ্টি ভায়োলীন বাজাত। টিমও তার মায়ের মত হয়েছে, মুখে তার মায়ের মুখের ছাপ আছে, এবং তার বাবার কাল চুল এবং কালো চোখ। এডুইন খুব সুন্দর ছিল।···

—'এডুইন কি টিমের বাবা?'

—হ্যাঁ, এমিলি যখন পূর্বে কলেজে পড়তো তখন অনেক তরুণদের সঙ্গে মেলামেশা করতো। এডুইন সেখানে 'আণবিক' বিষয়ে পড়াশুনা করতো।'

—'আপনার মেয়ের বিষয় কি গান বাজনা ছিল ?'

—'না, এমিলি উদার শিল্পের কোর্স নিচ্ছিল। আমি আপনাকে খুবই অল্প বলতে পারি এডুইনের কাজ সম্পর্কে। তাদের বিয়ের পর সে কাজে ফিরে গেছিল এবং বুঝলেন এই সমস্ত ঘটনা আবারো নতুন করে মনে করা যে কি যন্ত্রণা দায়ক, এবং তাদের মৃত্যুটা এমনভাবে ধাক্কা দিয়েছিলো আমাকে যে বলার নয়। তারা ভীষণ অল্প বয়সী ছিল।···

উইলি লেখার জন্ম তৈরী হয়।

—টিমকে কখনও বলা হয়নি, মোটের ওপর এ পৃথিবীতে তাকে বেড়ে উঠতে হবে, কিভাবে মৃত্যুময় এই পৃথিবীতে গত তিরিশ বছর ধরে কি ভয়ংকর পরিবর্তন হয়েছে। ডঃ উইলিস, আপনি ১৯৪৫ সালের আগের দিনের কথা মনে করতে পারবেন না। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ হয়েছিল আণবিক প্ল্যান্টে, যখন তারা একটা নতুন ধরণের বোমা বানানর চেষ্টা করছিল। এই সময়ে কোন শ্রমিক আঘাত পেয়েছে বলে মনে হচ্ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের যথেষ্ট রক্ষণ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু দুবছর বাদে তারা সব মরে গেছে বা মরছে। মিসেস্ ডেভিস দুঃখে, হতাশায়, ক্ষোভে মাথা দোলান। উইলিস মাথা নিচু নিঃশ্বাস বন্ধ করে লিখে যায়।

—'টিম ঐ বিস্ফোরণের ঠিক চোদ্দ মাস পরে জন্মেছিল। চোদ্দ মাস আগে আজকের দিনে, স াই এখনও তাকে কোন ক্ষতিটতি হয়নি, কিন্তু বিকিরণের কিছু ছায়া থাকবে, যা ভীষণ, আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়। এগুলো আমি বুঝি না। এডুইন মারা গেছে পরে এমিলি আমাদের এখানে এসে উঠেছিল ছেলেটিকে নিয়ে। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই সেও মারা গেল···

ওঃ, কিন্তু আমরা তাদের জন্য দুঃখ পাই না, যাদের কোন আশা নেই

এটা খুবই বেদনার তাকে হারানো উইলিস, মিঃ ডেভিস এবং আমি জীবনের এমন একটা সময়ে পা রেখেছি—যখন মনে হয় সামনের দিকে তাকালে তাকে দেখতে পাবো। আমাদের আশাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—যতদিন না টিমথি নিজেকে নিজের মত করে দেখা-শোনার জন্য যথেষ্ট বড় হচ্ছে…'

—আমরা তার সম্বন্ধে এত উদ্বিগ্ন, কিন্তু আপনি তাকে দেখছেন—যে সবদিক দিয়ে একেবারে স্বাভাবিক ?

—'হ্যাঁ…'

—'বিশেষজ্ঞেরা সব রকমের পরীক্ষা করেছে কিন্তু কিছুই গণ্ডোগোল নেই টিমের মধ্যে…' মনস্তত্ত্ববিদ মুহূর্তের জন্য থামে, টুকিটাকী আরো কয়েকটা নোট নেয় খাতায়, পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে পারে বেরিয়ে যায়। সোজা একেবারে স্কুলে, তার কয়েকটা কথা ছিল মিস পেজের সংগে। তারপর টিমকে নিয়ে আসে নিজের অফিসে। সেখানে সে কি কি জেনেছে টিমের সম্বন্ধে তাই বললো।

—'তুমি বলছো—আমি পরিবর্তনশীল ?' টিম জিজ্ঞাসা করে।

—'একটা পরিবর্তনশীলতা আছে তোমার মধ্যে, হ্যাঁ অনেকটা সেই রকম আমাকে এক্ষুণি বলতে হবে তোমাকে।'

—'অবশ্যই, অনেক বলতে হবে তোমাকে। এইভাবে বেরিয়ে আসবে, তারা এর থেকে বেশিও হতে পারে। আমিই শুধু একা নয়, গভীর উত্তেজনায় সে যোগ করে, ডঃ পিটার যদি তোমার আগে বেড়ে উঠতাম, তাহলে একা থাকতে হোতো না আমাকে।'

—'একটা সুযোগ, শুধু একটা সুযোগ। মনে রেখো অন্যান্যরাও আছে, যদি তারা থাকে আমরা তাদের খুঁজে দেখবো।' পিটার আগ্রহান্বিত হয়ে বলে।

—'আমি একটা সাংকেতিক তার করেছি, যাতে তারা বোঝে। টিম বলে, তার মুখে চাপা মগ্নতা ফুটে ওঠে। আমি যা করবো তা প্রবন্ধে,

ম্যাগাজিনে ও চিঠিতে আমি এই সাংকেতিক বার্তা লাগিয়ে দেবো। আমার কয়েকজন বন্ধু ও পত্রমিতাদের মধ্যেও হয়তো একজন হতে পারে…'

—'আমি নথিপত্রগুলো খুঁজবো, তাদের কাগজপত্রের ফাইল নিশ্চয়ই কোথাও আছে। মনস্তত্ত্ববিদ, মানসিক চিকিৎসকেরা জানে; সমস্ত রকমের কৌশল তারা জানে না। আমরা খুঁজে দেখতে পারি তাদের জন্ম বৃত্তান্তও দেখে তাদের পাত্তা পাওয়ার জন্য।'

তারা দুজনেই এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন পিটার উইলিস দুঃখিত মনে ভাবছিল—বোধহয় সে টিমকে—এখনই হারাতে পারে। যদি হারানো লোকজন একে অপরকে খুঁজে পায় যাদের সংগে টিমের সত্যিকারের সম্পর্ক আছে—তাহলে বেচারা পিটার কোথায় দাঁড়বে? বাইরে কুকুরছানাদের সংগে?

টিমথি পল তাকিয়ে দেখে পিটারের নজর তার ওপর, সে হাসে।

—'তুমি আমার প্রথম বন্ধু পিটার। এবং তুমি তা থাকবে চিরকাল, আরো বলে—কি এবং কোন ব্যাপার, যাই-ই হোক না কেন।'

একটা তের বছরের ছেলে এমনভাবে অন্তরঙ্গ কথা বলে, এবং এক সপ্তাহ বাদে সব ভুলে যায়। কিন্তু পিটার উইলিস চিরকাল একই থাকবে, টিমও ভুলবে না কোনদিন। টিম তার চিরকালের বন্ধু, এমন কি টিমথি পল এবং তার মত যারা একত্র হবে মনস্কতার স্বপ্নে, যদি তারা সবাই কোন আলাদা জগত পছন্দ করে শাসন করবার জন্যে, তখনও পিটার উইলিস টিমের বন্ধু থাকবে—একজন ভালবাসার বন্ধু হিসাবে। যেমন একটা অনুগত কুকুর ভালবাসা পায় একজন ভাল প্রভুর কাছ থেকে—যা কখনোও স্মৃতি থেকে মুছে যায় না। মুছতে পারে না…

অনুবাদ: অজয় সেন

'অ্যালবার্টের কাণ্ড কারখানা'

ক্লিফোর্ড ডি. সীম্যাক

গার্ডন নাইট খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে অফিস ছুটির আশায় ছটফট করছিলো। কারণ আজই ও পেয়ে যাবে 'কি করে করতে হয়' নির্দেশসুদ্ধ জিনিসগুলো। কদিন আগেই ও এগুলোর জন্য টাকা জমা দিয়েছিলো।

ওর আসল উদ্দেশ্য ছিলো একটা কুকুর তৈরী করা। জিনিসগুলো হাতে এলে বেশ মজাই হবে, নতুন কিছু তৈরী করতে পারবে ও। এর আগে এরকম 'কি করে করতে হয়' যন্ত্রপাতি গর্ডন ব্যবহার করেনি তাই উত্তেজনাটা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কুকুরটা যদিও একেবারে আসল কুকুরের মতোই হওয়ার কথা—শুধু যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক ঠিক হিসেব করে নির্দেশিকা মাফিক বসিয়ে ফেলতে পারলেই হয়।

গর্ডন যখন মশগুল হয়ে ওর ওই কুকুরের চিন্তা করছিলো ঠিক তখনই এসে হাজির হলো র‍্যানডাল ষ্টুয়ার্ট। ষ্টুয়ার্ট চেষ্টা চালাচ্ছিলো বাড়িতে বসে দাঁতের ডাক্তারের কাজ শিখতে।

ষ্টুয়ার্ট এসেই বলে উঠলো, 'জানিস দারুণ মজার ব্যাপার এটা। শুধু নির্দেশগুলো মেনে চললেই হলো। এই দেখ'—বলেই নিজের নিজের মুখ থেকে একটা দাঁত খুলে দেখালো ও।

'খুব মজার ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই,' গর্ডন জবাব দিলো।

'দারুণ। তাছাড়া খরচ খুব কম। তোর দাঁত তোলানোর দরকার হলে আমাকে জানাস।'

'হুঁ, কাজটা কঠিন নয় বুঝতে পারছি', অসহিষ্ণু হয়ে জবাব দিলো গর্ডন। ওর মন পড়েছিলো কুকুরের ওপর।
ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেলো। ষ্টুয়ার্ট নিজের কাজে চলে যেতেই গর্ডন ওর ব্যাগ থেকে একটা 'কি করে করতে হয়' নির্দেশিকা বের করে চোখ বোলাতে আরম্ভ করলো।
এগুলো ও আগে দেখেছে। ওর নজর পড়লো বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর। এতোসব কাজ যে একজন মানুষ সারা জীবনে করে উঠতে পারেনা এটাই দুঃখ। যেমন :—
নিজের চশমা নিজে কর (কাঁচ আর যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়)
নিজের টনসিল নিজে সারাও (সমস্ত নির্দেশ সহ)
নিজের বাড়িতে হাসপাতাল বানাও (অসুস্থ হলে অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার হবে না)
নিজের ওষুধ নিজেই বানাও (৫০ রকম গাছ গাছড়া আর যন্ত্রপাতি সহ)
নিজের জামাপ্যান্ট নিজেই তৈরী করো (নির্দেশিকা সহ)
নিজের টি. ভি. নিজে বানাও
নিজের শক্তি সরবরাহ নিজেই করো
নিজের রোবো নিজেই বানাও (বুদ্ধিমান, অনুগত যন্ত্রমানুষ, ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ, কোন ওভারটাইম নেই, ঘুমের দরকার নেই, যে কোন কাজ করবে)
হুঁ মানুষের এগুলোই চাই। গর্ডন বারবার চোখ বোলালো কাগজ-খানার ওপর।
তবে হ্যাঁ, অসুবিধে একটাই। একটা রোবো বানানোর খরচ প্রায় দশ হাজার ডলার। আর আনুসঙ্গিক খরচপত্র ধরলে, ধরা যাক আরও দশ হাজার।
ছুটির আর পনেরো মিনিট বাকি। আবার কুকুটার কথা ভাবলো

গর্ডন। ওঁর স্ত্রী গ্রেস কিছুতেই বাড়িতে কুকুর ঢুকতে দেবেনা। তাই যন্ত্র-কুকুরের দরকার। গ্রেস এরকম কুকুরে আপত্তি করবে না নিশ্চয়ই।

ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত বাড়ি এসে পৌছলো গর্ডন। বাড়ির ঠিক প্রধান দরজার সামনেই মস্ত একটা বাক্স রাখা আছে। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন গর্ডন—বাক্স এসে গেছে।

বাক্সটার সামনে আসতেই ওর নজরে পড়লো একটুকরো কাগজ সাঁটা আছে। তাতে লেখা ওর নাম আর ঠিকানা। তাড়াতাড়ি ও বাক্সটা ঠেলে ঢুকিয়ে নিলো ওর ঘরের মধ্যে।

বাক্সটা খোলার জন্য ও একটা হাতুড়ি আর বাটালি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়লো।

বাক্সটা খুলতে বেশিক্ষণ লাগলো না। পরিশ্রমে হাঁফাতে স্বরু করে দিলো গর্ডন। কিন্তু কোথায় কুকুর তৈরীর যন্ত্রপাতি আর টুকরো লোহা-লক্কর। তার বদলে যা আছে সেটা কি বুঝে নিতে ওর দেরি হলো না।

এটা একটা রোবো তৈরীর মালমশলা। শুধু তাই নয়, দারুণ দামী আর সুন্দর। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো গর্ডন। হঠাৎ ওর নজর পড়লো বাক্সের ডালায় লেখা ঃ 'মিঃ গর্ডন নাইটকে, কুকুর তৈরীর মশলা।'

কিন্তু এ কেমন ব্যাপার? ভেবে থৈ পেলোনা গর্ডন। কুকুরের বদলে এই রোবো!

কিন্তু···এগুলো নিয়ে কি করবে গর্ডন? জীবনে অসৎ কাজ করেনি ও। এগুলো অন্য কারো হলে?

প্রথমে গর্ডন ভাবলো, এগুলো পত্রপাঠ ফেরত দেবে। তারপর ও

ভাবলো 'দেখাই যাক না যন্ত্রপাতিগুলো একবার লাগিয়ে। রোবো তৈরীতে দারুণ মজা। পরে না হয় ফেরত দেওয়া যাবে।

সেদিন সারারাত নির্দেশিকাটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লো গর্ডন। নাঃ, তেমন কঠিন কাজ নয়। ঠিক ঠিক শুধু লাগালেই হলো। এমন রোবো তৈরীর সুযোগ তো আর ঘন ঘন আসে না।

গর্ডনের অফিস চার-চারদিন ছুটি। অতএব কোন বাড়তি কাজও নেই। এখন শুধু রোবো তৈরী। কাজে নেমে পড়লো ও। খুব মন দিয়ে নির্দেশিকাটা পড়তেই আর সমস্যা ছিলো না গর্ডনের।

কোন অসুবিধা একটুও হলো না। পরের পর জিনিসগুলো লাগিয়ে চললো গর্ডন। আর একটু একটু করে রোবো রূপ পেতেই আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করলো গর্ডনের। ওর স্ত্রী গ্রেস তো বলেই ফেললো, 'রোবোকে দিয়ে বাড়ির কাজ করালে খুব মজা হবে।'

গর্ডন প্রথমে ভেবেছিলো রোবোকে তৈরী করে একটু পরেই ভেঙে ফেলবে ও। এই মনে করেই কাজ শেষ করলো ও। চালু করার সুইচ টিপলো গর্ডন।

রোবো প্রাণ পেয়েই তাকালো গর্ডনের দিকে।

তারপরেই ও বলে উঠলো, 'আমি একজন রোবো। আমার নাম অ্যালবার্ট। কোন কাজ আছে, বলুন?'

'ঠিক আছে অ্যালবার্ট,' গর্ডন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'বসো। একটু আলাপ করা যাক আগে। বিশ্রাম-টিশ্রাম নাও।'

'আমার বিশ্রাম লাগে না,' ও জবাব দিলো।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমাকে তো আটকাতে পারি না। তবে ইয়ে, কাজের মধ্যে, বাড়িটা দেখতে হবে, বাগান পরিষ্কার করতে হবে, ঘরের ছবিগুলো··· ।'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' অ্যালবার্ট জবাব দিলো। 'একটা কাগজ পেন্সিল হবে?'
গর্ডন এক টুকরো কাগজ পেন্সিল তুলে দিলো অ্যালবার্টের হাতে। অ্যালবার্ট দ্রুত হাতে কিছু লিখে নিতে লাগলো।
'আপনি ঘুমোতে যান, আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি,' অ্যালবার্ট বলে।
'কিন্তু একাই পারবে? কিছু লোকজন...,' গর্ডন বলতে গেলো।
'লোকজন? হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন। আমি ঠিক করে ফেলছি,' জবাব দিয়েই অ্যালবার্ট থপ থপ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।
অশ্চর্য হয়ে বসে রইলো গর্ডন! কি করতে চায় অ্যালবার্ট কে জানে?
পরদিন ঘুম ভাঙতেই নিচের বারান্দায় নেমে এলো গর্ডন, অ্যালবার্টের সাহায্য চাই কি না দেখতেই। হঠাৎ ওর নজর পড়লো অ্যালবার্ট কাঁচি দিয়ে বাগানের ঘাস কেটে চলেছে। কি তাড়াতাড়ি ওর হাত চলছে।

অবাক হলো গর্ডন।
কিন্তু হঠাৎ চমকে গেলো গর্ডন।
এতো অ্যালবার্ট নয়। এ অন্য কেউ!
'তু···তুমি অ্যালবার্ট নও?' প্রশ্ন করলো গর্ডন।
'না,' কাজ করতে করতেই জবাব দিলো রোবো, 'আমি অ্যাবে। অ্যালবার্ট আমায় বানিয়েছে।'
'বানিয়েছে?' ঘাবড়ে গেলো গর্ডন।
'অ্যালবার্ট জোড়া-তাপ্পি দিয়ে আমাকে বানিয়েছে যাতে কাজ করতে পারি। আপনি কি ভেবেছেন এসব কাজ অ্যালবার্ট নিজে হাতে করবে?'
'তা···তা জানি না,' গর্ডন নাইট জবাব দিলো।
'আপনি যদি কথাবার্তা কইতে চান তাহলে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুন। আমি কাজ করতে করতে কথা বলবো।'

'আলবার্ট কোথায় ?'

'নিচের কুঠুরিতে। অ্যালফ্রেডকে তৈরী করছে।'

'অ্যালফ্রেড ? আরও একটা রোবো ?'

'নিশ্চয়ই। অ্যালবার্ট এই জন্যেই আছে।'

গর্ডনের মাথা ঘুরতে লাগলো। আগে একটা রোবো ছিলো তারপর হলো দুটো। তারপর তিনটে···। এই জন্যেই অ্যালবার্ট কিছু ইস্পাতের খোঁজ করছিলো।

গর্ডন তিন লাফে নিচের কুঠুরিতে এসে হাজির হলো। অ্যালবার্টকে দেখতে পেলো ও। সে আর একটা রোবো তৈরী করে চলেছে। চার-দিকে স্তূপাকার লোহা-লক্কর।

'অ্যালবার্ট !'

অ্যালবার্ট ঘুরে দাঁড়ালো।

'এ···এসব কি ব্যাপার ?'

'আমি রোবো তৈরী করছি।'

'কিন্তু···।'

'আপনি কি আরও রোবো চান না ?'

'মানে, ইয়ে চাই বৈকি।'

'তাহলে ভাবনার কিছু নেই। যা চাই আমি তৈরী করে দিচ্ছি,' অ্যাল-বার্ট জবাব দিলো।

অ্যালবার্ট আর কোন কথা বললো না দেখে ভাবতে ভাবতে ঘরে চলে এলো গর্ডন। ও ভাবতে চাইলো রোবো তৈরী করতে লাইসেন্স লাগে কি না।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে গর্ডন অবাক হয়ে দেখলো বাগানটা চমৎকার

করে ছাঁটা হয়ে গেছে। খাবার ঘরে ঢুকতেই ওর চোখে পড়লো এক রোবো রান্নার কাজে ব্যস্ত।

'আমি হচ্ছি অ্যাড লবার্ট, অ্যালবার্টের ছোট ছেলে,' রোবো জবাব দিলো।

গর্ডন কোন জবাব না দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। ওর নজর পড়লো একটা লোহার পাতের ওপর। ওতে লেখা এক্স-১৯০।

'ওটা, স্যার, আমি খুলে ফেলেছি,' অ্যালবার্ট কোথা থেকে এসে জবাব দিলো, 'ওটা আমার নম্বর।'

এতোক্ষণে সব পরিষ্কার হয় গর্ডনের। 'কি করে করতে হয়' কোম্পানী অ্যালবার্টকে তৈরী করেও বাজারে ছাড়েনি। তাহলে সে পরপর রোবো বানিয়ে কোম্পানীর বারোটা বাজিয়ে ছাড়তো। ওরা তাই কৌশলে ওটা পাঠিয়ে দেয় গর্ডনকে। কুকুরের বদলে রোবো।

'ঘাবড়াবেন না, আমাকে কেউ আর চিনতে পারবে না,' অ্যালবার্ট জবাব দিলো।

'অ্যালবার্ট কটা রোবো বানাবে তুমি?' গর্ডন প্রশ্ন করলো।

'পঞ্চাশটা স্যার।'

'অ্যাঁ!'

সেদিন ওই পর্যন্তই হলো। পরদিন গর্ডনের আশঙ্কাই সত্যি হয়ে উঠলো। একজন সরকারী অ্যাসেসর হাজির হলেন গর্ডনের কাছে।

'আপনার নাম গর্ডন নাইট?' লোকটি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'আপনি রোবোর কারখানা করছেন শুনলাম। কতোগুলো আছে?'

'বারোটা।'

'হুঁ'। তাহলে প্রত্যেকটার দাম পাঁচ হাজার হলে আপনার ট্যাক্স হবে···

দাঁড়ান, দাঁড়ান মোট ৩৮টা দেখলাম যেন। তাহলে দাঁড়াবে ১৯০,০০০ ডলার। টাকাটা সাতদিনে দিতে হবে।'

ভদ্রলোক চলে যেতেই মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো গর্ডন।

'ভাবছেন কেন স্যার! ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' অ্যালবার্ট এসে বলে উঠলো। 'কিছু রোবো বিক্রি করে দিতে হবে।'

'বিক্রি করবেন? অসম্ভব। ওরা আমার ছেলে।'

'কিন্তু আমার টাকা চাই। কোথায় পাবো, অ্যালবার্ট?'

'ভাববেন না, বস। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'কি···কি ব্যবস্থা?' গর্ডন তোতলাতে লাগলো।

অ্যালবার্ট জবাব না দিয়ে থপ থপ করে বেরিয়ে গেলো।

পরদিন গর্ডনের চক্ষুস্থির! ওর শোবার ঘরে বাক্স বোঝাই ডলালের নোট।

'সব ব্যবস্থা করে ফেললাম বস', অ্যালবার্ট হাজির হলো বলতে বলতে, 'সব দশ আর বিশ ডলার।'

'কিন্তু···কিন্তু এ যে জাল টাকা।'

'জাল হবে কেন? সব খাঁটি টাকা।'

'না, না, সব জাল। আমার মাথা ঘুরছে, অ্যালবার্ট। তুমি এগুলো সব পুড়িয়ে ফেল। এক্ষুণি। আমি কোন কথা শুনতে চাই না।'

'তাই হবে, বস,' অ্যালবার্ট যেন দুঃখিত হলো।

কিন্তু ঝামেলার তখনও বাকি ছিলো। গর্ডনের নামে জারি করা হলো আদালতের সমন। 'কি করে করতে হয়' কোম্পানী সব রোবো দাবী করে মামলা করেছে গর্ডনের নামে।

গর্ডন প্রায় ক্ষেপে গেলো। তখনই ও ছুটলো ওর বন্ধু উকিল অ্যানসন-লীর কাছে।

লী তেমন বড়ো অ্যাটর্নী না হলেও সেই লড়তে রাজী হলো গর্ডনের পক্ষে।

কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার তখনও বাকি গর্ডনের। বাড়ি ফিরতেই অ্যালবার্ট ওর কাছে এসে দাঁড়ালো।

'বস, আমি অ্যাটর্নী রোবো তৈরী করবো।'

'অ্যাঁ। বলো কি?'

'হ্যাঁ, বস। তারাই আদালতে লড়বে। এটা আমাদের বাঁচার লড়াই।'

গর্ডন লীকে ব্যাপারটা জানাতেই লী জানালো, 'অসম্ভব, রোবোকে আদালতে একাজ করতে দেবার আইনে ব্যবস্থা নেই।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঠিক হলো অ্যাটর্নী রোবোরা লীকে সাহায্য করবে। ব্যস, এইবার অ্যালবার্ট এক ডজন অ্যাটর্নি রোবো তৈরী করে ফেললো। আর তারা লী'র যতো আইনের বই একেবারে মুখস্থ করে ফেললো।

আদালতে মামলা উঠতেই হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

একদিকে বারো জন অ্যাটর্নি রোবো আর অ্যানসন লী, অন্যদিকে কোম্পানীর উকিল।

কোম্পানীর উকিল দাঁড়াতেই পারলেন না। তিনি রোবো অ্যাটর্নির দেওয়া সব প্রশ্নের জবাবই খুঁজে পেলেন না। ফলে জয় হলো গর্ডন নাইটের। সব রোবোর স্বত্ব তারই রয়ে গেলো।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফিরলো গর্ডন।

ছজন নতুন ছোটখাটো রোবো অভ্যর্থনা জানালো ওকে। ও তো অবাক। পাশ থেকে অ্যালবার্ট বলে উঠলো, 'এরা আমার ছয় মেয়ে, বস। এলিন, অ্যাঞ্জেলিন, অ্যাগনেস, আগাথা, অ্যালবার্তা আর অ্যাবিগাইল। আমরা একটা অ্যাটর্নি অফিসও খুলেছি বস। ওই দেখুন সাইনবোর্ড।'

গর্ডন তাকাতেই ওর নজরে এলো একটা বোর্ডে লেখা :

"অ্যানসন, অ্যালবার্ট এ্যাণ্ড কোম্পানী অ্যাটর্নি অ্যাট ল"

'আর আপনার কোন চিন্তা নেই, বস' অ্যালবার্ট বললো।

'নাঃ!' আরামের নিঃশ্বাস ফেললো গর্ডন নাইট।

ভাষান্তর ঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবন্ধী

এ্যাডভানটেজ বাই জন ব্র্যানহাম

কর্নেল জ্যাক বার্কলে সেদিনও সকালে ঘুম থেকে উঠলেন মুখে এক মুখ তিক্ত আস্বাদ আর মনে আসন্ন নরক ভোগ-শাস্তির প্রবল অনুভূতি নিয়ে। এই ধরণের তিক্ত আস্বাদ আর তীব্র অনুভূতি গত কয়েক মাস ধরেই হচ্ছে তাঁর। তিনি প্রাণপণে এটা অগ্রাহ্য করে নিজেকেই নিজে ধমকে বলেছেন, "এটা কি কোনো পূর্ব ধারণা-বোধ ? তাই যদি হয় তবে এ বোধ আমার জন্যে নয়, যে এ বিষয় বিশেষজ্ঞ এ বোধ-শক্তি তার জন্যেই তোলা থাক। যে আর্দালী-রোবট প্রাতঃরাশের আগে পানের জন্য প্রোটিন-ভিটামিনের একটা বিশেষ মিশ্রণ এনেছিল তাঁর জন্যে, তাকে তিনি বললেন, "লেফ্‌টেন্যান্ট ক্যাভাসের রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, কাজেই তাঁকে আরো আধঘন্টা ঘুমোতে দাও। এখনই জাগিও না।"

কথাটা মিথ্যে নয়। বার্কলে প্রায় সারারাত ধরেই পাশের ছোট্ট ঘরে ক্যাভাসকে ঘুমের মধ্যে গোঙাতে, কোঁপাতে আর বিছানায় গড়াগড়ি দিতে শুনেছেন। তাই তাঁর এই নির্দেশ।

যাই হোক, ক্ষুধাবর্ধক মিশ্রণটি পান করার পর বার্কলে শয্যা ত্যাগ করে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, ধরাচূড়ো পরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে আগের থেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। তারপর দৃঢ় পদনিক্ষেপে বসবার ঘরে গিয়ে টি-ভি স্ক্রীণটাকে চালু করে দিলেন। স্ক্রীণের

বুকে ফুটে উঠল উজ্জ্বল সবুজ রঙের কাঁপা কাঁপা কয়েকটি সংখ্যা। তাঁর কাছে এই সংখ্যা শুধু মাত্র সংখ্যাই নয়—পৃথিবীর খবর—যে নতুন পৃথিবী তাঁরা গড়ে তুলতে যাচ্ছেন তার খবর। এই সংখ্যা-পঠনে তিনি এতই অভ্যস্ত আর পটু যে, মনে হবে কোনো খবরের কাগজের হেড লাইন পড়ছেন যেন।

খবর পড়তে পড়তে বার্কলের মন বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল। যে পাঁচটি ইউনিট এখানে কাজ করছে, তাদের মধ্যে তাঁর ইউনিট অর্থাৎ তিন নম্বর ইউনিটের কাজের ধারা আর অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। মোটামুটি হিসেবে নাকি চারটি ইউনিটের চেয়ে তাঁরা প্রায় এক সপ্তাহের মত কাজ এগিয়ে রেখেছেন।

কর্ণেল জ্যাক বার্কলের প্রধান কাজ হলো, সদর দপ্তরের নির্দেশ মত গ্রহে গ্রহে গিয়ে অনুসন্ধান করা—গ্রহটি মনুষ্য বসবাসের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত কিনা। যন্ত্র, যন্ত্রাদি, ডাক্তার আর বিজ্ঞানীদের নিয়ে গ্রহটিকে উপনিবেশের অনুকূল পরিবেশ আর পরিস্থিতি গড়ে তোলা। তা রক্ষা করা।

এটা তাঁর সপ্তম অভিযান। এই গ্রহটির নাম ওরলোন। তাঁদের পাঁচটি পাঁচ ধরনের প্রোটোটাইপ ইউনিটকে এখানে পাঠানো হয়েছে, ওরলোনকে পৃথিবীর অনুরূপ গড়ে তুলতে। জোর দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে কৃষির ওপর। ওরলোনকে চাষ-বাসের উপযোগী করে তোলা যায় কিনা সে বিষয়ে চেষ্টা করতে। এর পরের ধাপে আছে—খনিজ আর রাসায়নিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের প্রচেষ্টা। শেষকালে সাংস্কৃতিক আর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা। পাঁচটি ইউনিট পাঁচজন কর্ণেলের তত্ত্বাবধানে থেকে, প্রত্যেকেই ওরলোনের এক এক বর্গমাইল জায়গা বেছে নিয়ে বন-জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করে, অসমতলকে সমতল করে, উষর জমিকে উর্বরা করে, অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে পৃথিবীর মানুষের বসবাসের জন্যে। তারা এখানে এসে

উপনিবেশ স্থাপন করছে। পৃথিবীর মতই পরিবেশ নিয়ে বেঁচে থাকবে। এখানে গড়ে তুলবে নতুন জীবন, নতুন সভ্যতা, নতুন পৃথিবী।

এই পাঁচটি ইউনিটের কর্ণেলদের মধ্যে কিন্তু প্রচণ্ড রেষারেষির অন্ত ছিল না। প্রত্যেকেই চাইতেন, অপর ইউনিটের কর্ণেলের চেয়ে বেশী এবং সাফল্যজনক কাজ করে দেখিয়ে, সদর দপ্তর থেকে তিনি পুরস্কৃত হবেন। মেডেল পাবেন।

কিন্তু প্রতিটি ইউনিটের কাজের ধারা উচ্চমানের হওয়ায়, এবং প্রতিটি কর্ণেলের প্রতিদ্বন্দ্বীতা সুতীব্র থাকায়, এই রকম চার চারটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে টপকে তারকাভূষিত হওয়ার মধ্যে যে গৌরব যে আত্মপ্রসাদ লুকিয়ে আছে—তার চিন্তাই বার্কলেকে কঠোর পরিশ্রমে ব্যাপৃত রেখেছিল, উজ্জীবিত রেখেছিল দিনরাত। ইতি মধ্যে আগেকার ছ'টি অভিযানে তিনি সাতটি মেডেল পেয়েছিলেন, এবার পেলে হবে আটটি। তার ফলে তাঁকে যে আরো উচ্চপদে আসীন করানো হবে, এ বিষয়ে তিনি প্রায় নিশ্চিতই ছিলেন।

এই সবই ভাবছেন কর্ণেল বার্কলে, এমন সময়ে স্ক্রীণের ডান পাশের ওপরের কোণের একটা লাল সঙ্কেত আলো দপ দপ করে জ্বলতে শুরু করল। তাই দেখে তিনি একটা সুইচ টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই কোণের জায়গাটায় একটা বৃত্ত পরিধির সিকি ভাগ অংশ নিয়ে জেগে উঠল সেন্ট্রাল কমিউনিকেশান হলের রোবট-ক্লার্কের সবুজ গম্বুজাকৃত মাথা।

—"হেড-কোয়ার্টার্সে ডাটা-স্টেট পাঠাবার জন্যে আপনার অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছি।"

—"আমার পরীক্ষা করা শেষ হয়েছে। ডাটা ঠিকই আছে। হেড কোয়ার্টার্সে পাঠাতে পার।" বলে সুইচ টিপে একই সঙ্গে সবুজ সংখ্যা ডাটা আর রোবট-ক্লার্কের ছবি তিনি স্ক্রীণ থেকে মুছে দিলেন।

এবার সুইচ টিপতে তাঁর এগজিকিউটিভ সহকারী মেজর ড্যানার্ডের ছবি ভেসে উঠল স্ক্রীণে। মেজর ড্যানার্ড অভিবাদন জানালেন কর্ণেল বার্কলেকে : "গুড মর্নিং স্যার।"

—"মর্নিং ড্যানার্ড। এইমাত্র ডাটা-স্টেট চেক করে এইচ কিউতে পাঠাবার নির্দেশ দিলাম। মারাত্মক অভিযোগ বা ত্রুটি কোথাও নেই। কিন্তু আমার মনে হলো, মেডিকেল সেন্টারের স্ট্রাকচার তৈরীর কাজটা আরো খানিকটা দ্রুত হলে ভাল হতো। তাছাড়া পেরিমিটার (সমতল ক্ষেত্রের পরিসীমা) স্ক্রীণ ডিটেলটাও মনে হলো বড় ধীর গতিতে চলেছে। সেটারও দ্রুততা আনা দরকার।"

—"ঠিক আছে, স্যার।" মেজর ড্যানার্ডের মুখে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও গর্বের হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "ঐ দুটি বিষয় ছাড়া আমাদের কাজ-কর্মের গতি বেশ দ্রুতই, কি বলেন, স্যার ?"

—"হ্যাঁ। শিডিউল টাইমের চেয়ে আমরা প্রায় এক হপ্তার মতন এগিয়ে রয়েছি আর তাই থাকতেও চাই। শুনুন মেজর, আজ রাত তিনটের মধ্যেই যেন কনস্ট্রাকশানের বেশীর ভাগ অংশ শেষ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।"

—"আজ রাত তিনটের মধ্যে ?" এক মুহূর্তের জন্য ড্যানার্ডের চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল। পর মুহূর্তেই সে ভাব মুছে ফেলে পূর্ণ স্বীকৃতির ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে তিনি জানালেন, "আপনি যদি বলেন তবে তাই হবে স্যার।"

—"যদি বলি নয় নিশ্চয়ই বলছি। আগামী দিনের প্রথম কাজই হবে স্ট্রাকচারের ভেতরের ফিটিংস।" এই সময়ে দেখতে পেলেন লেঃ রিচার্ড ক্যাডাস গুড়ি গুড়ি পায়ে তাঁর দিকেই আসছে।

সুইচ টিপে মেজর ড্যানার্ডের ছবি স্ক্রীণ থেকে মুছে দিলেন বার্কলে। তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ক্যাডাসের দিকে।

ক্যাডাসকে দেখলেই মনে হয়, যত অভাগা সে, অসুখী আর হৃত

সর্বস্ব। শরীর দুর্বল আর হয়ে পড়েছে। করুণ আর মলিন দৃষ্টি চোখে। এমন চেহারায় সামরিক পোষাক বড় বেমানান ঠেকছিল। পদে পদে যেন উপহাস করছিল তাকে।

ক্যাডাসের বিধ্বস্ত প্রায় চেহারা দেখে কর্ণেল বার্কলে মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিন্তু সহানুভূতিই প্রকাশ করলেন, "গুড মর্নিং, রিকি। কাল রাত্রে ফের বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখেছ?"

—"হ্যাঁ।" সংক্ষেপে উত্তরটুকু দিয়ে একটা চেয়ারে নিজের ক্লান্ত দেহভারকে ঢেলে দিল ক্যাডাস। রোবট-পরিচারক তার প্রাতঃরাশ এনে দিলে, সে তা খেতে খেতে বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, রাতের স্বপ্নের কথা আমার দিনে মনে থাকে না। না হলে বেঁচে থাকা খুব কঠিন হতো আমার পক্ষে।"

বার্কলে তখন ভাবছিলেন, তাঁর বিপরীত দিকে উপবিষ্ট ঐ মানুষের দেহধারা অপদার্থ জীবটিকে তিনি যতটা অপছন্দ করেন, তার চেয়ে বেশী আর কাউকে করেন কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও, নিজের সব অনিচ্ছাকে চেপে রেখে, তাঁকে ওর প্রতি ধৈর্যশীল, ভদ্র, এমন কি স্নেহশীলও হতে হবে—বিশেষ কোনো কারণেই। তিনি তাই তাকে আশ্বস্ত করার সুরে বললেন, "বেশীদিন তোমায় কষ্ট ভোগ করতে হবে না, রিকি। আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো বলে। আর কটা মাস। আমারও এই শেষ অভিযান—শেষ কাজ। তারপর আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাব। সেখানে আমরা আমাদের পছন্দ মত কাজ খুঁজে নেব। তখন আর তোমার কোনো দুশ্চিন্তাই থাকবে না—থাকবে না কোনো দুঃস্বপ্ন।"

—"হ্যাঁ, আপনার পক্ষে সব কাজই সঠিক আর সুবিধার হবে, কিন্তু আমার পক্ষে হবে না।" খিটখিটে স্বরে জবাব দিল ক্যাডাস। "সে শক্তি বা সাধ্য আমার নেই।"

—"আমি তা জানি, রিকি। আর জানি বলেই আমি আমার

ক্ষমতা অনুযায়ী যতটা সম্ভব তোমাকে সুখে-স্বাচ্ছন্দেই রাখবার চেষ্টা করি। আজ যদি আমি না থাকতাম তোমার পাশে, তার কবেই সাইকো-টেকনিশিয়ানের দল তোমায় টেনে নিত তাদের খপ্পরে। তারপর ওষুধ, ইলেকট্রিক শক আর কষ্টসাধ্য নানান ব্যায়ামের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করত তোমায়।"

—"কিন্তু কেন? কী হয়েছে আমার? আমার তো কোনো অসুখ করেনি।" অধৈর্য্য কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল ক্যাডাস। "কেন তারা বিশ্বাস করে না আমার কথা? কেন কেউ বুঝতে চেষ্টা করে না আমি অসুস্থ নই, আমি রুগী নই—আমি একজন স্পর্শকাতর তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন সংবেদনশীল মানুষ মাত্র?"

বার্কলে গলায় আরো অসমর্থতার সুর মিশিয়ে বললেন, "আমি কিন্তু তোমায় এতটুকুও অবিশ্বাস করি না, রিকি। আর তাই তো তোমার যত্ন-আত্তির দিকে আমার এত নজর। আচ্ছা, তুমি তোমার ব্রেকফাস্ট সেরে নাও। আমার অনেক কাজ জমে রয়েছে হাতে।" টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন কর্ণেল বার্কলে। এক দিকের দেয়ালে টাঙানো একটা বিরাট চার্টের দিকে চেয়ে রইলেন শূন্য দৃষ্টিতে। সত্যি, ক্যাডাসের ভেতরে অনেক অস্বাভাবিকত্ব, আর অনেক গোলমাল রয়েছে। সাইকো-টেকনিশিয়ানরা ক্যাডাসকে নিজেদের পরীক্ষাগারে গিনিপিগ করার জন্য মাসের পর মাস উদগ্রীব হয়ে রয়েছে কিন্তু তিনিই ঠেকিয়ে রেখেছেন তাদের। কারণ? কারণ ক্যাডাসের বিকর্ষ-প্রকৃতি যতই তাঁর বিরাগের বস্তু হয়ে উঠুক না কেন, তার এই ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যটুকু ছাড়া তিনি এক পাও এগোতে পারতেন না কোনো কাজে।

ওরলোন গ্রহে সদাই উজ্জ্বল আর উষ্ণ প্রভাত। ক্যাডাসকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এলেন বার্কলে। গ্রাউণ্ড-কারে চেপে প্রথমেই চললেন

নির্মিয়মান মেডিকেল-সেণ্টারের দিকে। বড় চমৎকার গ্রহ এই ওরলোন। একদিন এই চমৎকারীত্ব আরো উঁচুতে উঠবে যেদিন এখানকার কর্মরত মানুষেরা একে দ্বিতীয় পৃথিবী বানিয়ে তুলবে। কিন্তু যত চমৎকারীত্বই থাকুক এই গ্রহে, পাঁচটি ইউনিটের মানুষের এখন তা উপভোগ করার সময়-সুবিধা বা সুযোগ কোনোটাই নেই। সামনে রয়েছে হাজারো সমস্যা—হাজারো কাজ। সেগুলো আগে শেষ করে তবে উপভোগ—অবসর বিনোদন।

গ্রাউণ্ড-কারে চেপে যেতে যেতে হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল রিকি : "আমার হাত, জ্যাক আমার হাত! উঃ জ্বলে গেল—ভেঙে গেল—গুঁড়িয়ে গেল! বড় যন্ত্রণা!"

সচকিত হয়ে উঠলেন বার্কলে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন হাত রিকি, কোন হাত?"

—"ডান হাত। এবার কাঁধ। ওহ, মাথা গেল আমার।"

বার্কলে তীক্ষ্ণ জরিপের দৃষ্টিতে চাইলেন পার্শ্বোপবিষ্ট যন্ত্রণা-কাতর ক্যাডাসের হাত-কাঁধ আর মাথার দিকে। কিন্তু সবই তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোনো বিপত্তির চিহ্ন তো কোথাও নেই। তবে এ অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে নতুন নয়। আগেও তার এ রকম হয়েছে। তাই তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "কী নাম? নাম বল, রিকি।"

—"ক্রস। ক্রস-এ ফিল্ড। প্রবল চাপে চূর চূর হয়ে যাচ্ছে। নীচে গড়িয়ে পড়ছে। আঘাত পেয়েছে।" গোঙানীর ভেতরে অসংলগ্ন-ভাবে বলতে লাগল ক্যাডাস।

—"ঠিক আছে, রিকি। একটু ধৈর্য ধরে থাক। যতক্ষণ না আমি গাড়ি নামাচ্ছি—ততক্ষণ মুখ টিপে সহ্য কর।" বলেই গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে মাইক্রোফোনটাকে তুলে নিয়েই তিনি হাঁকলেন : "কে? লেঃ ক্রসফিল্ড? আমি কর্ণেল বার্কলে বলছি। শুনুন, এক্ষুণি সব কাজ থামান আর চেক করুন।"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হলো। অদূরের কনস্ট্রাকশান সেন্টার থেকে বিপদের সঙ্কেত বহন করে সাইরেণ বেজে উঠল তীব্র সুরে। কনস্ট্রাকটার-রোবট নিশ্চল হয়ে পড়ল। ইলেকট্রিক মোটরগুলো কারেন্ট না পেয়ে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো। বার্কলের তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র দৃষ্টি তন্ন তন্ন করে খোঁজ করে দেখল বিপদটা কোথায়। আর তখনি নজরে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা। অনেক অনেক উঁচুতে একজন ইঞ্জিনীয়ার একটা টি-গার-কারকে আঁকড়ে ধরে নির্মিয়মান স্ট্রাকচারটির ভিতর দিয়ে কোনো কিছু লক্ষ্য করলেন, সেই সময় তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রোবট-কণ্ট্রোল্ড দ্বিতীয় একটি টি-গারডার ধীরে ধীরে প্রথমটির ওপর নেমে আসছিল বসবার জন্য। আর সেকেণ্ড কুড়ি দেরী হলে আর পেতেন না হতভাগ্য ইঞ্জিনীয়ারটি তাঁর হাত-কাঁধ-মাথা সেই ভারী টি-গারডারের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে যেত। একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যেতেন ব্যাচারি।

—"আপনার একান্ত সৌভাগ্যই বলতে হবে আমি ঠিক সময়ে জানতে পেরেছি বিপত্তিটা। তা না হলে আর—যাই হোক, মেজর ড্যানার্ড শীগগিরই এসে পড়বেন এখানে এখানকার কাজকর্মের অগ্রগতি লক্ষ্য করতে। তিন নম্বর ধাপের কাজ আজই শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু এমন অসতর্ক ভাবে নয় বুঝেছেন?"

অতঃপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গ্রাউণ্ড-কারে করে বার্কলে এবার চললেন পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে।

—"আশা করি এবার তুমি সুস্থ হয়েছ, রিকি? পথে আসতে আসতে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন বার্কলে।

ক্যাডাস তখন সত্যিই শান্ত হয়ে বসেছিল তার আসনে। বললে, "হ্যাঁ, কর্ণেল, আর কোনো যন্ত্রণা নেই কোথাও। আপনি সারিয়ে তুলেছেন আমায়, ধন্যবাদ।"

—"ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই রিকি। আমি অবাক হই তোমার এই পূর্ব অনুভূতি দেখে। বোঝবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি আজও। আর বুঝতেও চাই না আমি।" তাঁদের গ্রাউণ্ড-কার একটা গর্ত-খোঁড়া যন্ত্রকে পার হয়ে গেল। সচল যন্ত্রটার নল থেকে চক্ চক্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। কণ্ডুইট পাইপ দিয়ে তাল তাল মাটি বেরিয়ে জমা হচ্ছিল ওপরে। একটু দূরেই দেখা যাচ্ছিল পাওয়ার প্ল্যান্ট সেন্টারে তিন্ তিনটি ঝকঝকে সোনালী রঙের গোল গম্বুজ। তাঁর ইউনিটের এই অংশটি রীতিমত ভাল-ভাবেই কাজ করছিল বলে কর্ণেল বার্কলেকে খুব কমই আসতে হতো এখানে। তিনি শুধু কর্তব্যের খাতিরে আসতেন। তিন নম্বর ইউনিটের তিনিই যে একজন অধিকর্তা, এখানকার কর্মীদের তা বোঝবার জন্যেই মাঝে মাঝে তাঁকে আসতে হতো এখানে। বার্কলের মন ততক্ষণে ভারমুক্ত হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তিনি এখন ভাবতে শুরু করেছেন, অন্য আর একটি গ্রহে পাঁচ বছর আগেকার এমনই একটি উজ্জ্বল করা দিনের কথা—

বার্কলে তখন সবে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হয়েছেন। আরো উন্নতি করার আশা, আকাঙ্ক্ষা আর অনুপ্রেরণা টগবগ করে ফুটছে তাঁর অন্তরে। সেদিন তিনি হাতে একখানা কর্ম-নির্দেশিকার ফটোস্টাট কপি নিয়ে খুব রাগত ভাবেই গিয়ে ঢুকলেন কনস্ট্রাকশান-কন্ট্রোল সেন্টারের অফিসে। সক্রোধে জানতে চাইলেন তাঁর হাতের সেই ড্যাম সিলি নির্দেশিকাখানা তৈরী করেছে কোন উজবুকে? মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে রীতিমত অপমান করেছে সেই নির্বোধ—যে এটি তৈরী করেছে। প্রাথমিক বা বুনিয়াদী ভুল-প্রাপ্তিগুলো এই নির্দেশিকায় এতই স্পষ্ট আর মোটা দাগের যে, একটা কচি ছেলেও অনায়াসে সেগুলো ভুল বলে চিনে নিতে পারবে

খোঁজ নিয়ে তিনি যেখানে এলেন সেখানে দেখতে পেলেন—একটি

বালক সদৃশ মানুষ যেন নবীন সাব-লেফ্‌টেন্যান্টের ছদ্মবেশে কাতর মুখ করে বসে আছে কম্পিউটার-প্যানেলের সামনে। দু'চোখে তার অশ্রুধারা! সে কাঁদছে!

বার্কলে অবাক! একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে তিনি আগে কখনো কাঁদতে দেখেননি এমন ছেলেমানুষের মতন! সে ধারণাও ছিল না তাঁর। বার্কলের জিজ্ঞাসার জবাবে তরুণ রিচার্ড ক্যাডাস জানলেন যে, সে জানতো যে, "কর্ম-নির্দেশিকাগুলোয়" ভুল তথ্য থাকবেই, কিন্তু তার করার কিছু ছিল না। সে তো মাত্র কম্পিউটারের বোতাম টিপেই খালাস। কম্পিউটারের ভেতরে তত্ত্ব ও তথ্যের সরবরাহ করে অন্য লোক। হতবুদ্ধি বার্কলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,' কম্পিউটারের ভেতরে ঢোকানো কোন "চয়েস-পয়েন্টটি ভুল, সে তা জানে কিনা, ব্যাপারটা আরও উল্টো ঠেকলো তাঁর কাছে যখন ক্যাডাস তাঁকে একটা ইনপুট-সেকশান দেখিয়ে দিয়ে বললে, কী গোলমাল···কেন গোলমাল এসব কিছুই সে বলতে পারবে না, তবে গোলমালটা কোথায় এটা সে জানে। মানে অনুভব করতে পারে।

কর্ণেল বার্কলে সেদিন যা যা করেছিলেন, আজ তার কথা ভেবে মনে মনে শিউরে ওঠেন। সেদিন তিনি চিৎকার-চেঁচামেচি করে কম্পিউটারটিকে নিশ্চল করে দিতে বাধ্য করেছিলেন। ভেতরের তত্ত্ব ও তথ্যের কার্ডগুলিকে বাইরে আনিয়েছিলেন। আর তখনই তাঁর নজরে এসেছিল এমন একটি ছোট্ট ভুল, যার দরুণ গোটা কর্ম-প্রবাহই কিন্তু প্রকাণ্ড ভুল পথে চালিত হতে যাচ্ছিল। সময় মত বার্কলের দৃষ্টি গোচর না হলে অনেক কিছু অনর্থ ঘটে যেতে পারত পরে। ভুলটা আর কিছু নয়—সন্নিবিষ্ট তত্ত্ব ও তথ্যের কার্ডগুলির মধ্যে একটা কার্ড কেমনভাবে যেন উল্টো করে ঢোকানো ছিল। অথচ এ সমস্ত তাঁর করার কথা নয়। এর জন্যে অভিজ্ঞ

জ্ঞানীগুণী মানুষ রয়েছে, রোবট রয়েছে। তাঁর কেবলমাত্র নির্দেশিকার নির্দেশ মান্য করে যাওয়ারই কথা। নবীন সাব-লেফটেন্যান্ট রিচার্ড ক্যাডাসকেও এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। কারণ ভুলটা কম্পিউটারের কোন সেকশানে ঘটেছে, সে-ই সেটা নির্দেশ করে দিয়েছিল। বার্কলে আরো অবাক হয়েছিলেন, ভুলটা সংশোধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাডাসের অত কান্না, অত কাতরতা, অত অস্থিরতা সব একে একে অন্তর্হিত হতে দেখি। এই পরিবর্তন এমনই দ্রুত, আকস্মিক আর এমনই ব্যাখ্যার অতীত যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হতো। বাকীটা ইতিহাস। কঠিন পরিশ্রম, পরীক্ষা, সংশোধন, অনুমোদন এবং উপলব্ধির ইতিহাস। বার্কলে সেদিন বুঝলেন, তাঁর সামনে রিচার্ড ক্যাডাসরূপী এমন একটি হংসী রয়েছে, যাকে ঠিক মত পরিচর্যা ও চালনা করতে পারলে ভবিষ্যতে অনেক স্বর্ণ-ডিম্বই প্রসব করবে। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক তিনি ঠিক বুঝলেন যে, রিচার্ড ক্যাডাস এমন এক অতোন্দ্রিয় শক্তিতে শক্তিমান। যার ফলে বিপদ বা অঘটন কোথায় কোন দিকে ওৎ পেতে রয়েছে, সে অনেক আগে ভাগেই তা টের পেয়ে যায়। এখন তার এই শক্তিকে তিনি যদি তাঁর নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন। তবে তাঁর উন্নতি ঠেকায় কে? এই ভেবে তিনি রিচার্ডকে তাঁর নিজের ইউনিটে টেনে নেবার মতলব আঁটিলেন।

পাওয়ার প্ল্যান্টে ঢোকার মুখেই ক্যাডাস আবার ছটফট করে

উঠল। বার্কলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আবার কী হলো ?"

—"আমার সারা শরীর চিড়বিড় করছে। মনে হচ্ছে কে যেন শয়ে শয়ে স্যুঁচ ফোটাচ্ছে ইচ্ছে মতো।"

বার্কলে বুঝলেন নিশ্চয়ই আবার কোথাও কোনও বিপত্তি দেখা দিয়েছে। যার যা করা উচিত নয়, সে হয়তো তা-ই করতে চলেছে। আর তারই ভুলের পূর্বাভাস পাচ্ছে রিকি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে বার্কলে জানতে চাইলেন অধীর কণ্ঠে : "তার নাম কী, রিকি ? নাম বলো।"

—"মার্কস···মার্কার্স কিংবা ঐ ধরণের কিছু। মানে আঁচড়ানো দাগ-চুলকানি—" এলোমেলো কথা কইতে কইতে ক্যাডার্স নিজের আসনে অস্থির হয়ে পড়ল। বার্কলে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে মাইক্রোফোন তুলে ডাকলেন, "মেজর ইয়োস্‌লিফ্‌!"

সাড়া এলো তৎক্ষণাৎ : "ইয়েস কর্ণেল।"

সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা ক্রেণের পাশ থেকে একটি হলদে হেলমেট পরা মানুষকে হাত উঁচু করে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। বার্কলে তাঁর গাড়ি নিয়ে তার পাশে গিয়ে হাজির হলেন।

—"মেজর ইয়োস্‌লিফ! আপনার এখানে মার্কস্‌-মার্কার্স না মার্কাস কিংবা ঐ ধরনের নামের কেউ কাজ করে কিনা বলতে পারেন ?"

ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করা মেজর ইয়োস্‌লিফ্‌ জানালেন —"হ্যাঁ স্যার, সার্জেন্ট-টেকনিশিয়ান মার্কাস আছেন আমাদের এখানে। কেন স্যার ?"

—"গুড! সে যে কাজই করুক, এই মুহূর্তে তাকে বিরত হতে বলে দিন সে কাজ থেকে। তারপর আপনারা অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন। যান, আর দেরী করবেন না।"

গাড়ি ঘুরিয়ে প্ল্যানিং কণ্ট্রোল শ্যাকের সামনে নিয়ে গেলেন কর্ণেল

বার্কলে। পাশে বসা ক্যাডাসের দিকে চেয়ে দেখলেন, সে আর কয়েক মুহূর্ত ছটফট করেই শান্ত হয়ে পড়ল। স্থির হয়ে বসে, চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া বাদামী চুলের গুচ্ছগুলিকে সরিয়ে দিতে লাগল। তারপর বার্কলের দিকে চেয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, "চিড়বিড়ানিটা গেছে। এ নিশ্চয়ই সকালের ব্রেকফাস্টের সঙ্গে সেই ফলের রস খাওয়ার ফল। এত করে বলেছি রোবটটাকে আমার গ্লাসে চিনি একটু বেশী দিতে, তা সে দেবে না। আপনি ওটাকে একটু রি-অ্যাডজাস্ট করে দেবেন তো স্যার, ঠিকমত কাজ-কর্ম করছে না ওটা।"

—"ঠিক আছে। আমি কাজ-কর্ম শেষ করে ফিরে গিয়েই রোবটটাকে সারিয়ে দেব। এখন নামো আমরা ভেতরে ঢুকবো।"

কর্ণেল বার্কলে আর লেঃ রিচার্ড ক্যাডাস অফিস রুমে বসার একটু পরেই মেজর ইয়োস্‌লিফ্‌ সার্জেন্ট-টেকনিশিয়ান মার্কাসকে নিয়ে ঢুকলেন সেখানে।

—"আপনি আমায় ডেকেছেন কর্ণেল, স্যার?" সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করল সার্জেন্ট মার্কাস।

—"হ্যাঁ। আচ্ছা, কয়েক মিনিট আগে তুমি কী কাজ করছিলে বলো তো!"

মার্কাস একটু বিস্মিত হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো ডায়াগ্রাম আঁকা কাগজ বার করে কর্ণেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে

বলল, আমি যে সেকশানে কাজ করি সেখানে স্যার ইণ্টারন্যাল সেনসরস, থার্মোকাপল্‌স, কাউণ্টার পয়েণ্টস—এই সব নিয়েই কাজ হয়। আমি আর আমার তিনজন সঙ্গী একটু আগে কুল্যাণ্ট কণ্ডুইট থ্রী -বিতে ঢুকে আর—"

কর্ণেল তাকে থামিয়ে তার বাড়ানো কাগজখানা সামনের টেবিলে বিছিয়ে ধরে বললেন, "এই ডায়াগ্রামটার কোন অংশে কোথায় কাজ করছিলে তা পরিষ্কার দেখিয়ে দাও।"

—"এই যে এখানে স্যার।"

জায়গাটা দেখে নিয়ে তিনি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, "ঢোকার আগে তুমি বা আমরা কেউ ডোসমিটার সঙ্গে নাওনি ?"

—"না স্যার।"

—"কেন ?"

—"কারণ কণ্ডুইটটা বেরিয়েছে রি-অ্যাক্টার থ্রী থেকে। আর রি-অ্যাক্টার থ্রীটা অনেক দিন ধরেই ঠাণ্ডা আর অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। কিছু নেই আর ওতে।"

—"তুমি ঠিক জানো, রি-অ্যাক্টার থ্রী আর কোনো কাজ করে না ?"

—"সার্জেণ্ট মার্কাস ঠিকই বলছে স্যার। রি-অ্যাক্টার থ্রী সত্যিই অকেজো হয়ে পড়ে আছে বহুদিন।"

—"হুম। আচ্ছা মেজর, এই কণ্ডুইটটা যে সত্যি সত্যি রি-অ্যাক্টার থ্রী থেকেই বেরিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত তো ?" এই বলে তিনি আঙ্গুল রাখলেন ডায়াগ্রামটায়।

মেজর ইয়োসলিফ্ কর্ণেল বার্কলের কণ্ঠস্বরের তীব্রতর একটু হকচকিয়ে গিয়ে, আরো কাছে এসে, আরো ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেলেন সেই নির্দেশিত অংশটা। সেই মুহূর্তে প্রতিবাদ করে উঠল মার্কাস : "ওটা নয় স্যার, ওটা নয়। আপনারা এই ফিগারটা দেখুন না। সি-সি থ্রী-বি, হ্যাঁ, এইটা। আমরা এই পাইপটাতেই—"

বলতে বলতে আচমকা ধাক্কা খেয়ে যেন থমকে থেমে গেল মার্কাস।

—"হ্যাঁ, এবারে নিজের ভুলটা তুমি ধরতে পেরেছ, মার্কাস। অক্ষরগুলো দুটো পাইপ-ডায়াগ্রামের মাঝখানে লেখা রয়েছে। তার মানে ওপর-নীচের যে কোনো একটা পাইপের জন্যেই এই লেখাটা হতে পারে। এখন এই দুই পাইপের মধ্যে একটা অকেজো, অপরটি নয়। তুমি ভুল করে সেই চালু সজীব পাইপটাকেই খুলতে যাচ্ছিল, মার্কাস।" বাকী ফলাফলটা আর বলে দিতে হলো না বার্কলেকে। সার্জেন্ট মার্কাস বিরক্ত মুখে কাঁপতে কাঁপতে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে আর মেজর ইয়োসলিফের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

—"দেখলেন তো মেজর, ভুল কোথায়? আর এই ভুলের দরুণ কী সর্বনাশ ঘটে যেত এই প্ল্যান্টে সেকথাও ভাবুন।" রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে বলতে লাগলেন বার্কলে : আরো সতর্ক হোল মেজর, আরো আন্তরিকভাবে কাজ করুন। আর কখনো যেন এমন অবহেলার কাজ না ঘটে। সব সময়ে আমি হাজির থেকে আপনাদের কাজ-কর্ম যাচাই করে দেখতে পারবো না। নিজেদের নিরাপত্তা, নিজেদের ভবিষ্যত, সব আপনাদের নিজেদেরই হাতে মনে রাখবেন। বিপদ-বিপত্তি যা আসবে বা আসতে পারে নিজেরাই তার আসার আগে ও পরে শক্ত হাতে মোকাবিলা করবেন। আমরা অন্য ইউনিটের চেয়ে এক হপ্তা আগে রয়েছি শিডিউল টাইমের। আমি চাই না আপনাদের মতন জন কয়েক অসাবধানী লোকের জন্যে আবার পিছিয়ে পড়ি আমরা। বুঝেছেন? আচ্ছা চলি। এসো রিকি।"

মেজর ইয়োসলিফ কোনো কথা না কয়ে লজ্জিত আর বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মত।

গাড়ি চালাতে চালাতে কর্ণেল বার্কলে অনুভব করলেন, তাঁর কাঁধের বোঝাটা দিনকে দিনই ভারী হয়ে চলেছে। এ বোঝা তাঁর নিজেরই সাফল্যের বোঝা। যতই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অতি মানসিক দক্ষতা দেখাচ্ছেন আসন্ন বিপদের গন্ধ পেয়ে, ততই দায়িত্বের বোঝা ভারী হয়ে উঠল তাঁর কাঁধে। আর তিনি পারছেন না।
কণ্ট্রোল হেড কোয়ার্টার্সে লাঞ্চের জন্য ফিরে এলেন বার্কলে।
মেজর ড্যানার্ডকে নিয়ে খাচ্ছেন তিনি এমন সময়ে আর্দালী-রোবট এসে তাঁর সামনে এক চিলতে কাগজ রেখে দিলে। আবার কি কোন দুঃসংবাদ। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে কাগজটা তুলে নিয়ে পড়লেন বার্কলে। খবরটা খারাপ বটে, তবে দুঃসংবাদ নয়। পড়ার পর কাগজটা তিনি মেজরের দিকে এগিয়ে দিলেন। "এটা আপনার ব্যাপার, মেজর।"
কাগজটা পড়ে মেজর শুধু বললেন, "পৃথিবী থেকে একদল পরিদর্শক আসছেন এখানে আমাদের ইউনিটের কাজ-কর্ম দেখতে? তাঁদের তোয়াজ করতে হবে? কেন?
—কারণ তাঁরা আসছেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান কমিটি ফর কলোনাইজেশান অ্যাণ্ড রি-সেটেলমেণ্ট-এর পক্ষ থেকে। আর এই কমিটির কাছে আমাদের সবাইকার টিকি বাঁধা। এখানকার যাবতীয় খরচ-খরচা সব তাঁরাই তো চালাচ্ছেন। এই পরিদর্শকেরা যে রিপোর্ট দেবেন এখানকার কাজকর্ম পরিদর্শন করে, কমিটি সেই অনুযায়ী ভাল-মন্দ ব্যবস্থা নেবেন এখানে। ওরা আসুন—দেখুন—রিপোর্ট দিন। আমাদের ভয় কিসের? আমরা তো আর কাজে ফাঁকি দিয়ে তাঁদের অর্থ আর আমাদের সময়ের অপচয় ঘটাইনি তো কোথাও। ভাল কথা মেজর, কজন আসছেন বলুন তো তাঁরা?
—"তিনজন। জেনারেল বার্কলে, সিটিজেন ওয়েক আর মিস ডি-হাডি। আশ্চর্য! একজন মহিলাও আছেন ওই দলে?"

—"এতে আবার অসাধরণতঃ কী দেখলেন, মেজর? দুধরণের মহিলা আছেন এ সংসারে। এক ধরণের কাছে ধ্যান জ্ঞান হলো ঘরছাড়া দিক হারা ছন্নছাড়া মানুষের জন্য কল্পনাবিলাস। তারা অনেক সময়ই মৃত্যুসুলভ মমতার অধিকারিণী হয়ে থাকে। আর এক ধরণ আছে—থাক তাদের বর্ণনা আর করতে চাই না। যাই হোক, আপনি ওদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। আশাকরি আমাদের ইউনিটের প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি কাজই বেশ সুষ্ঠুভাবে চলছে? আমি উঠি। একবার পেরিমিটার সিন-এর কাজটা দেখতে যাব।"

বিকেল চারটে নাগাদ 'পেরিমিটার সিন'-এর জায়গা থেকে ফিরলেন বার্কলে। এগজিকিউটিভ সেবা-হল-এর প্রবেশ পথে গাড়ি দাঁড় করাতেই কোথা থেকে যেন ছুটে এলেন মেজর ড্যানার্ড। তাঁর ভাব ভঙ্গী বেশ উৎফুল্ল।

—"পরিদর্শকেরা এসে পড়েছেন, স্যার। ভেতরেই আছেন একটা প্রাইভেট টেবিল দখল করে। আপনার প্রতীক্ষা করছেন।"

—"আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। তাঁরা এই ইউনিটের অধিনায়ক হিসেবে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে সন্তুষ্ট কিংবা শান্ত হবেন না। যাই হোক, কোন দিক দিয়ে কোনো অপ্রত্যাশিত বাধা আসেনি তো?" উৎসুক কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন মেজরকে।

—"না স্যার, সব ঠিকই আছে।"

বার্কলে একবার আড়চোখে চাইলেন রিকির দিকে। সে তখন দিব্যি আরামে ঘুম দিচ্ছে নিজের সীটটিতে বসে। তিনি রিকিকে জাগাতে জাগাতে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "ওঠো রিকি, ওঠো। আর কত ঘুমোবে? আমাদের এখানে কয়েকজন প্রভাবশালী অতিথি এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।"

—"আমি বলি কি স্যার, এখন না গিয়ে লেঃ ক্যাডাস বরং পরে যেন টেবিলে জেনারেল মিটিংয়ের সময়ে ওঁদের সঙ্গে দেখা করুক।" খুব নম্রভাবে কথা ক'টি বললেও গলার সুরে চাপা বিতৃষ্ণা আর অনিচ্ছার ভাবটুকু সহজে চাপা দিতে পারলেন না মেজর ড্যানার্ড। কিন্তু বার্কলে তাঁর কথা শুনেও শুনলেন না। তিনি রিকির ঘুম থেকে জেগে ওঠার অপেক্ষায় রইলেন। ড্যানার্ড এই সম্পূর্ণ অকর্মণ্য আর অযোগ্য লোকটার ওপর কর্ণেলের এত মমতার কারণ কী, তা আদপেই বুঝতে পারেন না। ভাবেন, ক্যাডাস হয়তো কর্ণেলের কোন দুঃস্থ আর দুর্বল আত্মীয় হবে—যাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব কর্ণেলের। ড্যানার্ড কিন্তু মনে করেন, লোকটা একটা রক্ত চোষা জোঁক। কর্ণেলকে চুষে খাচ্ছে। তাঁর ওপর নিজের প্রভাব খাটাচ্ছে অনবরত। বার্কলে নিজেও অবশ্য ড্যানার্ডের ধারণার বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন আর পারতপক্ষে অগ্রাহ্যই করে চলতেন ড্যানার্ডের ধারণাকে। তিনি রিকিকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে মেস-হলয়ের ভেতরে ঢুকলেন।

—"জেনারেল পাউলে—" ছোটখাটো দেখতে একজন সৌম্যদর্শন

বৃদ্ধকে অভিবাদন জানালেন; "সিটিজেন ওয়েক—" বিশাল দেহী এক ভদ্রলোকের প্রতিটি অঙ্গ থেকে ধন-গরিমা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে, তাঁকেও অভিবাদন করলেন; "আর মিস—" রূপবতী মহিলাটির দিকে তাকিয়ে এই প্রথম বার্কলে তাঁর কথা হারিয়ে ফেললেন, জানাতে ভুলে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য।

—"মিস ডালিয়া হানি", মহিলা নিজেই হাসি মুখে পাদপূরণ করে দিলেন বার্কলের অসমাপ্ত কথার। "আমার মনে হচ্ছে, অনেকদিন আগেই আমরা দুজনে দুজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম—তাই না কর্ণেল?"

বার্কলে মনোভাব এবং মুখভাব দুটোই স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এ হচ্ছে আমার সেক্রেটারী-লেপ্টন্যান্ট রিচার্ড ক্যাডাস। আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখবার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।"

জেনারেল পাউলে গণগণে গলায় বললেন, "চমৎকার সংগঠিত প্রতিষ্ঠান। মনে ছাপ রেখে যাবার মতন। আপনি বেশ আঁটবাঁট ভাবেই আপনার ইউনিটকে চালান দেখছি।"

—"ধন্যবাদ, জেনারেল, আমার সাধ্যমত এটাকে আমি চালাতে চেষ্টা করি। আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমি ধন্য। আপনার নাম আমি রেকর্ডে দেখেছি জেনারেল। সুদক্ষ পরিচালক হিসেবে আপনার সুখ্যাতি আর প্রশংসা পড়েছি সেখানে। সত্যি জেনারেল, আপনার গুণের দু-একটা টুকরো যদি আমায় শিখিয়ে দিয়ে যান—"

পরিষ্কার আর নির্জলা মিথ্যে কথা একেবারে। আজকের দিনটি ছাড়া, আগে আর কোনোদিন,—জেনারেলের নাম আর তাঁর কীর্তির কথা বার্কলে শুনেছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে এই ধরণের তোষামোদ অনেক সময়েই সুফলপ্রসূ হয়ে থাকে। তাই হলো। জেনারেল অভিভূত হয়ে পড়লেন। এবার সিটিজেন ওয়েকের দিকে মন দিলেন পাউলে।

—"এখানকার দুর্ঘটনার বিবরণীগুলি পড়লাম। ভারী লক্ষ্যণীয়, মশাই।" বিড়বিড় করে বললেন ওয়েক। "মানুষ মাত্রেই ভ্রমপ্রবণ। প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর হারে ভুল-ভ্রান্তি করেই থাকে। এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু আপনার এই তিন নম্বর ইউনিটটি যেন প্রায় অনাক্রম্য—নিরাপদ। কেমন করে এটা সম্ভবপর হলো তা জানতে পারি কি ?"

—"খুবই সহজ আর সরলভাবে।" নীরস কণ্ঠে জবাব দিলেন বার্কলে। "আমার নিজস্ব কিছু নিয়ম-পদ্ধতি আছে, যা আমি আমার ইউনিটের সকলের ওপরেই আরোপ করে থাকি। সব সময়ে সঠিকভাবে কাজ করবে, এবং সঠিকভাবেই যে কাজ করছ, সে ব্যাপারে যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছ, ততক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাবে—মিলিয়ে যাবে নিজের কাজের ধারা, তাতে যত সময়ই লাগুক না কেন। এর একটাই মাত্র কারণ, তাতে গোটা কাজটা ভুলের দরুণ আবার ফির-ফিরতি করতে হয় না। আর এইভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে, প্রথম প্রথম অসুবিধাবোধ বা বিলম্ব ঘটলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু দ্রুতই শেষ হয় সে কাজ। কোনো গোলমাল কিংবা দুর্ঘটনাও ঘটে না।"

বার্কলের মন্তব্য নীরস হলেও তার প্রতি-উত্তর ছিল না। তাঁর আচার আচরণ ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এলো। অতীতের একটা প্রেত-স্মৃতিকে আবার রক্তে-মাংসে শরীরী আর সজীব হয়ে তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে দেখে বার্কলের মনে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, অশান্তি আর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তাও আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল এক সময়ে। সেই প্রেত-স্মৃতির তখন নাম ছিল ড্যালি হক, আজ সে ডালিয়া হানি নামেই পরিচিতা। বড় সাংঘাতিক মহিলা। নিজেকে একান্ত সরল, সৎ আর বিশ্বস্ত প্রতীয়মান করে প্রতি পক্ষের মনের গোপন কথা টেনে বার করতে

তাঁর জুড়ি ছিল না। সাক্ষী বার্কলে নিজে। সেই বিধ্বংসী কৌশল যে আজও তিনি সমান দক্ষতায় আয়ত্তে রেখেছেন, তার প্রমাণ বার্কলে নিজের কানেই পেলেন। পাশে বসে রিকি গদগদ কণ্ঠে সবিস্তারেই নিজের অহরহ দৈহিক আর মানসিক যন্ত্রণাভোগের কথা শোনাচ্ছিল ডালিয়াকে।

ওয়েক গলা ভারী করে বললেন, "হিসেব-নিকেশ, কাজকর্মের ধারা আর তার গতি-প্রকৃতি এবং অন্যান্য বিষয়ও কিছু কিছু দেখলাম আর জানলাম। মন্দ নয়, সন্তোষজনকই বলা চলে। কিন্তু আমার চীফ ইন্টারেস্ট হলো যারা এখানে থাকে তাদের হিতসাধন। কাজে কাজেই আমি তাদের থাকার পরিবেশটা নিজের চোখে দেখতে চাই। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে চাই। ভাল থাকা আর খাওয়া ছাড়া কোনো মানুষই সুস্থ ও উৎসাহের সঙ্গে থাকতে পারে না—কাজও করতে পারে না।"

—"বেশ তো! আজ যখনই ইচ্ছে হবে, মেজর ড্যানার্ডকে বললেই তিনি আপনাদের ঘুরিয়ে আনবেন স্যার।"

—"আজই?" বিস্মিত হলেন ওয়েক। "আপনারা দেখছি প্রায় সারাদিন ধরেই কাজ করে থাকেন এখানে!"

মনে মনে হাসলেন বার্কলে। তিনি খুব ভালই জানেন যে ওয়েক সমাজের যে স্তরের লোক। সে স্তরের লোকদের কাছে দিন শুরু হয় সকাল ন'টায়—শেষ হয় বারোটায়। তারই মধ্যে তাঁরা তাঁদের "কাজ-কর্ম" সাঙ্গ করেন। মুখে বললেন, "হ্যাঁ স্যার, আমরা দিনভোরই কাজ করে যাই বলতে গেলে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সেই পুরোণো পদ্ধতিতেই।"

এবার পাউলে জানতে চাইলেন: "কাজের পরে তাদের চিত্তবিনোদনের কী ব্যবস্থা রয়েছে এখানে?"

—"কিছুই না। কাজের শেষে যে-যার নিজের খুশিমত চিত্তবিনোদন

করে থাকে। আমরা তাতে কাউকে বাধা দিই না। তবে সকলেই প্রায় নিজেদের ভেতরে গুল্প-গুজব করেই অবসর সময় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত শুতে যায়। এর জন্যে কেউ কোনদিন কোনোরকম নালিশ জানায়নি আমাদের কাছে, কিংবা কাজে অনিচ্ছাও প্রকাশ করেনি কখনো।"

অতঃপর মেজর ড্যানার্ডের সঙ্গে জেনারেল পাউলে আর সিটিজেন ওয়েক চলে গেলেন এখানকার কর্মীদের থাকা-খাওয়ার পরিবেশ পরিদর্শন করতে। ডালিয়া হানি লক্ষ্যও করল না তাঁদের চলে যাওয়া। সে তখন ক্যাডাসের সঙ্গে গল্প করতেই মত্ত।

—"দেখুন, আপনি যখন সব সময়েই কর্ণেলের কাছে কাছে রয়েছেন, তখন আমার মনে হচ্ছে, আপনি বোধহয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা খাটুনির হাত থেকে একটুও রেহাই পান না। তাই না?" গলায় সহানুভূতির আমেজ মিশিয়ে ক্যাডাসকে প্রশ্ন করল ডালিয়া।

ভুরু কুঁচকে কান খাড়া করলেন বার্কলে রিকির উত্তর শোনার জন্য।

ক্যাডাস বললে, "ঠিক তা নয়, তবে একথা সত্য যে কোনো দিনই আমি এখানে ঘুমোতে পারিনি। দৈহিক শ্রম মোটে সহ্য হয় না। সব সময় একটা প্রায় চারদিক বন্ধ কেবিনের মধ্যে থাকতে অসহ্য লাগে আমার। এখানকার কোনো কিছুই পরিণত কিংবা সমাপ্ত না হওয়ায় ভীষণ বিচ্ছিরি বোধ করি।"

—ভারী দুঃখের কথা। তা আপনার এই অনিদ্রা রোগের জন্য এখানকার ডাক্তারেরা তো কোনো ওষুধ দিতে পারেন।"

"ডাক্তারদের আমি ঘেন্না করি। ওদের বড্ড বেশী কৌতূহলী স্বভাবের জন্য ওদের সহ্য করতে পারি না। ওরা নাকি আমায় সারিয়ে তুলতে চায়।"

—"সারিয়ে তুলতে চায়? কীসের থেকে? অনিদ্রা রোগের হাত থেকে?" নিজেও কৌতূহলী হয়ে ওঠে ডালিয়া।

আবেগপূর্ণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে ক্যাডাস, "সেইটাই তো আসল কথা। আমার কোনো রোগই নেই। শুধু একটি বিশেষত্ব ছাড়া। আমি খুব সেনসিটিভ। মানে স্পর্শকাতর সহজেই অনুভব করি আর মনে আঘাত পাই। স্বাভাবিক কোনো কিছুর ব্যতিক্রমেই উৎপীড়িত, জ্বালাতন এবং উদ্বিগ্ন হই। প্রায়ই রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি। মিস হানি, আপনি বিশ্বাস করছেন না তো? চোখে না দেখলে অনেকেই করে না। তবে কর্ণেল বার্কলে জানেন। তিনি সব সময়ে তাই প্রতিটি জিনিসের যত্ন নিয়ে থাকেন। সব দিকে সাবধানী দৃষ্টি রাখেন। কোথাও কোনো গোলমাল দেখা দিলেই আমি টের পাই। তাঁকে বলি। তিনি তখন সময় মত সেই গোলমাল মিটিয়ে দেন। মোট কথা, আমি বিপদের পূর্বাভাস পাই—ব্যস, এ ছাড়া আর কোনো রোগ আমার দেহে-মনে নেই। ছিলও না।"

কর্ণেলের প্রসঙ্গ আসায় মিস ডালিয়া হানি আপাঙ্গে চাইল তাঁর দিকে। ডালিয়া তখন ব্যাগ খুলে নিজের প্রসাধন সামগ্রী বার করছিল। বার্কলে বললেন, "রোবট-পরিচালকেরা টেবিল পরিষ্কার করবে বলে অপেক্ষা করছে। তুমি কি আমাদের সঙ্গে আমাদের কোয়ার্টারে আসবে?" তারপর রিকিকে চুপি চুপি ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, "কথাবার্তা একটু সাবধানে বলবে, রিকি। মনে রেখো, তোমার বলা প্রতিটি শব্দ একটি উচ্চশিক্ষিত মনের স্মৃতির পাতায় গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে চলেছে।"

ক্যাডাস মুখ গোঁজ করে জবাব দিল, "তাতে কী হয়েছে? উনি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন আর বুঝদার মহিলা। আমার বেশ পছন্দ হয়েছে ওঁকে।"

—"আরে সেটাই তো ওঁর কাজ। মানুষের বিশ্বাস আর ভরসা উনি ঐ কৌশলেই আদায় করে থাকেন। কে বলতে পারে,

উনি কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের হয়ে কাজ করছেন না? উনি তোমায় নানান ভাবে উৎসাহ দিয়ে সহানুভূতি দেখিয়ে তোমার মনের গোপন সব কথা, গোপন সব দুর্বলতা জেনে নিয়ে এমন এক ফাঁদে শেষে ফেলে দেবেন যে, তোমার তখন আর সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় থাকবে না।"

—"উনি সে রকম নন।" ক্যাডাসের আবার সেই এক গুঁয়ে জবাব। বার্কলে মনে মনে রীতিমত চটে গেলেন রিকির ওপর, কিন্তু মুখে সেভাব প্রকাশ করলেন না। ইতিমধ্যে মিস হানির প্রসাধন কার্য শেষ হয়েছিল। তিনি উঠে এলেন নিজের আসন ছেড়ে।

তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন কর্ণেল বার্কলে। ড্যালি হক থেকে ডালিয়া হানি সেজে আসার ভেতরে অনেকগুলি বছর একের পর এক পার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু মহিলার দেহে-মনে এতটুকু পরিবর্তনের ছাপ পড়েনি তাতে। সে যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে।

বার্কলের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ডালিয়া বলল, "তোমরা দুজন সঙ্গী হিসেবে কিন্তু একেবারেই বেমানান। তুমি বরাবরই একজন নিঃসঙ্গ-নেকড়ে টাইপের মানুষ। কঠোর পরিশ্রমী, নির্মম নির্দয়, কিন্তু দক্ষ কাজের মানুষ। আশ্চর্য! মানুষের কোনো দুর্বলতা—তা দেহগত বা হৃদয় ঘটিত যাই হোক না কেন, কখনো বরদাস্ত করতে পার না। অথচ মিস্টার ক্যাডাসকে তো দিব্যি নিজের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছ।" তারপর রিকির দিকে চেয়ে বলল, "এই দুর্বল মানুষটিকে কিভাবে তুমি তোমার কাছে কাছে রেখে সেক্রেটারীর কাজ করাচ্ছ বলো তো? তাছাড়া তোমার হাতের কাছে যখন ডিক্টেটাইপ, কম্পিউটার তার রোবটের সর্ব সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তখন আবার সেক্রেটারী রাখার দরকার কি?"

—"কেন রেখেছি, সে তুমি বুঝবে না আর তা বোঝার দরকার আছে বলেও মনে করি না।" বার্কলের কণ্ঠ বেশ নীরস।

ক্যাডাস এতক্ষণ অবাক হয়ে ওদের পরস্পরের বাক্যালিপি শুনছিল। এবার বলল, "মনে হচ্ছে, আপনারা দুজনে দুজনকে অনেকদিন ধরেই চেনেন?"

ডালিয়া হানি ঠোঁটের কোণে ছুরির ধারের মত একটা ধারালো হাসি ফুটিয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আপনাদের কর্ণেল আমার অনেক দিনের পুরোণো বন্ধু। জ্যাক ঠিক আগের মতই রয়ে গেছে। ওর আর আমার পথ আলাদা আলাদা বলে আমার বন্ধুত্ব ওর কাছে শুধুমাত্র একটা ঘটনা হিসেবেই রয়ে গেছে। তাই না, জ্যাক?"

—"কথাটা ঘুরিয়ে বলছ কেন? যখন ড্যালি হক ছিলে, তখন অন্যের মানসিক অনুভূতিগুলোই ছিল তোমার চমকপ্রদ সাফল্য কাহিনীর কাঁচা মাল-মসলা। তুমি সেগুলো নিয়ে খুশিমত সাজিয়ে গুছিয়ে অদল-বদল করে, রং চড়িয়ে বাজারে ছাড়তে। আমি দেখছি, তোমার বয়েসটাই যা ঘর পাল্টেছে, কিন্তু স্বভাবটা তার ঘর পাল্টায়নি। কিন্তু মনে রেখো, অতীতের 'আমি' আর এখনকার 'আমি'র মধ্যে অনেক ফারাক এসে গেছে। তুমি রিকির দিকে বেশী মনোযোগ দিও না। আমি তা সহ্য করব না।"

সবে মাত্র মুখের কথা শেষ হয়েছে বার্কলের ঠিক সেই সময়ে তাঁর ডান হাতে কব্জিতে বাঁধা কমিউনিকেটার যন্ত্রটা তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে উঠল। বার্কলে ব্যস্ত হয়ে স্পীকারটা তুলে নিলেন মুখের সামনে।

—"কর্ণেল বার্কলে বলছি। কী ব্যাপার?"

—"নাম্বার থ্রী ডাইনিং ব্লক। পরিস্থিতি খারাপ এবং ক্রমশই খারাপের দিকে চলেছে।"

শুনেই আরো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বার্কলে। তিনি আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে, ডালিয়া আর রিকিকে অগ্রাহ্য করেই আত্ম-বিস্মৃতের মত ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের থাউণ্ডকারে চেপে বসলেন।

ডাইনিং ব্লক নাম্বার থ্রী, ছ তলা উঁচু বাড়ি। স্টীলের ফ্রেম-ওয়ার্ক-এর কাজ শেষ। এখন ফোম-কংক্রীটের ঢালাইয়ের কাজ চলছে।

কর্ণেল বার্কলে বিপদের যা আঁচ পেলেন তাতে তাঁর বুক সাত হাত বসে থাকার মতন অবস্থা হলো। যে পাইপ দিয়ে ফোম-কংক্রিট ছড়ানো হয় স্টীলের ফ্রেম-ওয়ার্কের ওপর, সেটা একটা মানুষের মত মোটা। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে তিনশো পাউণ্ডের মত চাপ পড়ে ফোম-কংক্রিট ডেলিভারীর সময়। সেই পাইপটাই ফেটে গেছে। আর সেই ফাটল দিয়ে শুভ্র-ধূসর ফেনার মত ফোম-কংক্রিট মুহূর্মুহূ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

—"বন্ধ করে দাও পাইপটাকে, বন্ধ করে দাও।" সচীৎকারে আদেশ জারি করলেন বার্কলে। তারপর নিজেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন সেটা বন্ধ করে দিতে অতি কষ্টে বন্ধ করলেন পাইপের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ফোম-কংক্রিটকে। স্প্রে বন্ধ হলো, কিন্তু একেবারে নয়, পাইপের ফাটল দিয়ে চোঁয়াতে লাগল ফোঁটায় ফোঁটায়। অ্যামোনিয়াক্যাল লিকুইডে তাঁর হাতের কোনো কোনো অংশ বেশ

পুড়ে গেছে। যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু তিনি সেই যন্ত্রণা গ্রাহ্য না করে কাউকে ডাকবার জন্য ফিরতেই দেখতে পেলেন, যে ঘরে এই বিপত্তি ঘটেছে তারই প্রবেশ পথের এক পাশে ফোম-কংক্রিট জমে জমে একটা স্তূপের সৃষ্টি করেছে। তাঁর ইনটুইশান তাঁকে জানিয়ে দিল—কী ওটা? কেন ওটা? তবু স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেউ আছে নাকি ঐ স্তূপটার ভেতরে? কে রয়েছে?"

—"দু'জন পরিদর্শক আর আমাদের মেজর ড্যানার্ড সার। ওঁরা ওখানে সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছেন—" আর শোনবার অবসর হলো না বার্কলের। তিনি প্রাণপণে ছুটলেন। ইতিমধ্যে তাঁর শরীরের যে যে অংশে ফোম-কংক্রিট লেগেছিল, সেগুলো ততক্ষণে শুকিয়ে চড়চড়ে হয়ে উঠেছে। এখন ধীরে-সুস্থে কাজ করার সময় নয়। এই কংক্রিট বড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কিন্তু কী করছেন তিনি? কার কাছে যাবেন? এই প্রথম কোনো ওয়ার্নিং না দিয়ে একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ফলে তার মোকাবিলা করার মত কোনো সুযোগ, কোন উপায়ই খুঁজে পেলেন না বার্কলে। সেই প্রায় ৯।১০ ফুট উঁচু ফোম-কংক্রিটের স্তূপের কাছে গিয়ে তিনি গলা চিরে চেঁচিয়ে ডাকলেনঃ "ড্যানার্ড! ড্যানার্ড! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

সাড়া পাওয়া গেল। ক্ষীণ কিন্তু পরিষ্কার। মেজর ড্যানার্ড বললেন, "এখনও বেঁচে আছি, কর্ণেল। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে সে আশাও মিলিয়ে আসছে। এই ফোম-কংক্রিট জমে যাবার আগেই শাবল-গাঁইতি-কুড়ুল-কোদাল যা হোক কিছু একটা দিয়ে একে ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা করুন। শীগগির।"

এই পরিস্থিতিতে আদেশ দিচ্ছেন মেজর ড্যানার্ড, পালন করছেন কর্ণেল বার্কলে। আশে-পাশে যারা জমায়েত হয়েছিল। তাদের

সেইমত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন বার্কলে। তিনজন লোক তৎক্ষণাৎ শাবল-গাঁইতি আর কুড়ুল নিয়ে সেই প্রায় জমে আসা ফোম-কংক্রিট ভাঙার কাজে লেগে পড়ল। দুজন দুপাশে, আর একজন ওপরে। তিনজনের ওপরে তেমন নির্ভর করতে না পেরে আরো দুজনকেও লাগিয়ে দিলেন ভাঙার কাজে। আরও জনা তিনেক লোককে—কাউকে মেডিক্যাল এমার্জেন্সীতে, কাউকে দড়ি-দড়া আনতে, কাউকে বা ট্রাক আনতে পাঠালেন।

পাঁচজন লোকের কঠোর পরিশ্রমে অবশেষে মিনিট পাঁচেক পরে কংক্রিটের চাঙড়টা ভেঙে খান খান হলো। সকলে সভয়ে দেখলে তিনজন মানুষ নিস্পন্দভাবে মাটিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রয়েছে। বরফ চাপা দিয়ে যেমনভাবে ফলমূল মাছ-মাংস সংরক্ষিত রাখা হয়, তাদেরও কেউ যেন তেমনি কংক্রিট চাপা দিয়ে সংরক্ষণের চেষ্টায় ছিল। ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ যে তিনজনের কারোরই প্রাণহানী ঘটেনি। কপালের ঘাম মুছলেন বার্কলে। একটু পরেই মেডিক্যাল ইউনিটের লোকজন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন সেখানে। সকলের আগে সাইন-ক্যাপ্টেন উইলারবী। দুজনে চোখাচোখি হতে বার্কলে অপ্রতিভের মত বললেন, "বাঁচোয়া যে, সত্যিকারের কোনো বিপদ ঘটেনি।"

উইলারবী সায় দিয়ে বললেন, "এবার আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, আমরা ওঁদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করি।"

শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে বার্কলে নেমে এসে চাপলেন গ্রাউণ্ড কারে। ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ঠেকছিল তাঁকে। দুর্ঘটনা অথচ রিকি তো এবারে তার কোনো পূর্বাভাস পেল না। কেন? কী কারণে?

নিজের কোয়ার্টারের দিকেই গাড়ি চালালেন বার্কলে। কারণ তিনি জানতেন, রিকি নিশ্চয়ই এতক্ষণে ডালিয়াকে নিয়ে তাঁর কোয়ার্টারেই পৌঁছে গেছে।

বসবার ঘরে ঢুকেই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ওরা দু'জনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়াজড়ি করে বসে আছে সেটি-তে। বার্কলেকে দেখেই বিদ্যুৎ বেগে দু'জনে দু'দিকে সরে গেল। ক্ষণিকের জন্য বার্কলের মনের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে গেলেও তিনি সেই ভাব মুহূর্তের মধ্যে ঝেড়ে ফেলে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রিকির দিকে চেয়ে বললেন, "দু'জন পরিদর্শক আর আমাদের মেজর ড্যানার্ড ফোম-কংক্রিটের পাইপ ফেটে আর একটুর জন্যে মরতে মরতে বেঁচে গেছেন। এতক্ষণে কী ঘটে গেছে জানি না। কিন্তু তোমার ব্যাপার কী? আগে কারের মত তুমি তো একারে আমায় বিপদের কোনো পূর্ব-সঙ্কেত জানালে না, রিকি?"

ক্যাডাস তাকাল কর্ণেলের দিকে। শূন্য সে দৃষ্টি। মুখ ফ্যাকাসে। কর্ণেলকে কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে; শুধু গলায় একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ তুলে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো। বার্কলে নড়ার আগেই ডালিয়া তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অজ্ঞান রিকির পাশে। তাকে শুশ্রূষা করতে লাগল বিধিমত। তারপর নীল নীল চোখের তারায় তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে চাপা ভৎসনার স্বরে বললে, "জ্যাক, তুমি কি মানুষ? না শয়তান? দুর্বল মানুষটাকে তুমি অমনভাবে ভয় পাইয়ে দিলে কেন? দেখছ না, ব্যাচারী অজ্ঞান হয়ে গেছে ভয়ে! রিকি! রিকি।" নিজের কোলের ওপর অচৈতন্য রিকির মাথাটা নিয়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকতে লাগল ডালিয়াঃ "রিকি ডার্লিং, ওঠো, কোনো ভয় নেই। আমি তোমার পাশে আছি। ওঠো রিকি।"

বার্কলে আগুন চোখে চেয়ে দেখলেন ওদের। জিভের ডগায় একগাদা কটু আর কর্কশ শব্দ ভিড় করে এলো, কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখলেন একটা কেলেঙ্কারী করার হাত থেকে।

এই প্রথম রিকি অসচল হলো তাঁকে আসন্ন বিপদের সূচনা জানাতে। তার এই ব্যর্থতার কথা শুধু তিনিই একমাত্র জানলেন। আর কেউ জানল না। কিন্তু কেন? কেন এই ব্যর্থতা? ভাবতে ভাবতে নিজের পেছনে ধড়াস করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বার্কলে হুম হুম করে পা ফেলে অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

আধ ঘণ্টা বাদেই ভিজর-ফোনে সার্জন-ক্যাপ্টেন উইলারবীকে দেখতে দেখতে ও শুনতে পাওয়া গেল। তিনি যে সংবাদ জানালেন, তাতে বার্কলের বিষণ্ণ ভাব অনেকটাই দূর হয়ে গেল। তিনজনেই ভাল আছেন। সামান্য দু-চারটে দৈহিক আঘাত আর মানসিক শক ছাড়া তাঁরা আর সব রকমেই সুস্থ আছেন। আজকের দিন পূর্ণ বিশ্রাম পেলে আগামীকাল থেকে আবার তাঁরা তাদের সফর শুরু করতে পারবেন বলে আশ্বাস দিলেন ক্যাপ্টেন উইলারবী।

—"সফর? হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো বটেই। অন্তত সদর দপ্তরে ফিরে গিয়ে আজকের ঘটনার কথা ঐ পরিদর্শক দু'জন সবিস্তারে বলছেন নিশ্চয়ই।" তিক্ত কণ্ঠে বললেন বার্কলে।

—তাতে কী হয়েছে? এটা তো আর আমাদের সাজানো কিংবা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। সম্পূর্ণ আকস্মিক আর অজানিত দুর্ঘটনা। মেজর ড্যানার্ড তাদের ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন গোটা ব্যাপারটা। তাছাড়া তিনি নিজেও তো ঐ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পরে যে রকম দক্ষতার সঙ্গে আপনি উদ্ধার কার্য চালিয়েছিলেন চটপট করে, তাঁরা খুব প্রশংসাও করেছেন তার। আমার মনে হয়, তাঁরা আমাদের নামে কোনো রিপোর্ট করছেন না সদর দপ্তরে। ক্ষমা এবং উপেক্ষার চোখেই দেখছেন গোটা ব্যাপারটাকে।"

—"দেখলেই ভাল।"

—"একটা কথা খেয়াল করবেন, স্যার, দুর্ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে আর

ঘটবেও। আপনি কোনো রকমেই ঠেকাতে পারছেন না সেটা। লেঃ ক্যাডাসের সম্পর্কে—" কথাটা ইচ্ছে করেই শেষ করলেন না উইলারবী।

—"তার সম্পর্কে আবার কী বলতে চান?" গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন বার্কলে।

—"বিশেষ কিছু নয়, স্যার। আজ আমি যখন তাকে প্রথম দেখি, তখন আমার মনে হয়েছিল লোকটি একজন স্নায়ুরোগী। কোথাও কোনোভাবে শক পেয়ে নার্ভাস ব্রেক-ডাউন করেছে তার। তাছাড়াও তার মধ্যে এমন আরো ত্থ-একটা লক্ষণ ছিল, যা আমার লাইনের বাইরে বলে আমি আর গ্রাহ্য করিনি। যেহেতু মন দিয়ে তাকে ডাক্তারী পর্যবেক্ষণের অসুবিধাও এখানে বিস্তর।"

—"আপনি কী বলতে চাইছেন, ক্যাপ্টেন? কে আপনাকে বলেছে যে, রিকির আপনার সাহায্যের দরকার?" প্রায় ধমকে উঠলেন বার্কলে।

—"আজ্ঞে, মিস হানি। আধ ঘণ্টাটাক আগে ওঁর বিশেষ অনুরোধে আমরা লেঃ রিচার্ড ক্যাডাসকে এখানে এনে অ্যাটেণ্ড করি। তাকে আপাততঃ ঘুমের ওষুধ দিয়ে গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। মানসিক দিক দিয়ে যে পয়েন্টে লেঃ ক্যাডাস খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে মনে হলো। তার জন্য বিবেকে আমি কোনো মতেই দায়ী করতে পারি না, স্যার।"

বার্কলে আর আলাপ-আলোচনা না বাড়িয়ে সুইচ টিপে ফোন-কল ক্যানসেল করে দিলেন। তার পরেই কী ভেবে গাড়ি নিয়ে ছুটলেন মেডিক্যাল সেন্টারের দিকে।

সেন্টারের প্রবেশ পথেই দেখা হয়ে গেল উইলারবীর সঙ্গে। কর্ণেলের রুদ্রমূর্তি দেখে তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেও ভয় পেলেন না।

—"লেঃ ক্যাডাসের কাছে এখন যাওয়ার কোনো মানে হবে না, স্যার। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। কাল পর্যন্ত তার এই অবস্থা থাকবে। কিছু মনে করবেন না, আপনি যে কী রকম স্নেহ করেন তাকে তা তো আমার একেবারে অজানা নয়। ভিজর-ফোনে তার সম্পর্কে ওভাবে মন্তব্য করা আমার ঠিক হয়নি। আমি আন্তরিক দুঃখিত, স্যার।"

—"আমার স্নেহের কথা আপনার অজানা নয় বলেই তো তাকে ওষুধ দেবার আগে আমাকে জানানো দরকার বলেই মনে করলেন না। কেমন?" হিংস্র কণ্ঠে বলে উঠলেন বার্কলে। উইলারবী আরো সঙ্কুচিত হলেন। কিন্তু নিজের কর্তব্য বিস্মৃত হলেন না। নম্র ভঙ্গীতে বললেন, "একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি আমার কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে ভাল মতই ওয়াকিবহাল আছি, স্যার। লেঃ ক্যাডাসকে যখন আমার কাছে আনা হলো তখন সে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তার স্নায়ুর ওপর দিয়ে যেন মেল-ট্রেন চলে গেছে। দেহের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল সে। মনের দিকের কথা জানি না, কারণ আমি কোনো মনোবিশেষজ্ঞ নই। কারো মনের রোগ ধরা আমার একান্ত অসাধ্য। তবে একজন ডাক্তার হিসেবে যেটুকু সম্মান আর সুখ্যাতি আমি পেয়েছি সর্ব সাধারণের কাছে, তা বাজী রেখে বলতে পারি, লেঃ রিচার্ড ক্যাডাস কোনো স্বাভাবিক মানুষ নয়। আগেও সে স্বাভাবিক ছিল কিনা বলতে পারি না, তবে এখন তো নয়ই।"

—"অস্বাভাবিক আবার কী? পাগল? উন্মাদ? না না, ও একটু বেশী মাত্রায় উদ্ভট খেয়ালী মাত্র—তার বেশী কিছু নয়। আর চেহারার কথা বলছেন? আপনি এখানেও ভুল করেছেন। ওর চেহারাই ঐ রকম ধ্বসে পড়া চেহারা। আমি তো ওকে গত পাঁচ বছর ধরে দেখে আসছি, এই পাঁচ বছরে একদিনের জন্যও

রিকিকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখিনি। ওষুধের কোনো দরকারই ছিল না ওর। একটা গোটা রাত্রি নিটোল ঘুম আর একটা গোটা দিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম। ব্যস তাহলেই ফের চাঙ্গা হয়ে উঠত সে।” নিজের উষ্মা দমন করে কোমল কণ্ঠে কথাগুলো বললেন বার্কলে।

উইলারবীও ততক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি ঈষৎ দৃঢ় কণ্ঠে হাসলেন: “আমার রোগী কী সে চাঙ্গা হচ্ছে না হবে, সে বিচারের ভারটা না হয় আমার ওপরই ছেড়ে দিলেন, স্যার। ও নিয়ে আপনি অনর্থক মাথা ঘামাতে যাবেন না।”

ফের ক্রুদ্ধ কণ্ঠে একটা যুৎসই জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন বার্কলে। ভেবে দেখলেন, সত্যিই তো, তিনি তো আর ডাক্তার নন, তবে ও লাইনে তাঁর কথা কইবার কী অধিকার আছে? তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলেন, “মিস হানি কোথায় জানেন?”

—“জানি, তিনি রোগীর পাশে বসে আছেন। ভারী চমৎকার মহিলা। ওঁর সেবা-শুশ্রূষা আর পরিচর্যা দেখে মনে হয়, ওঁর নার্স হওয়াই উচিত ছিল।”

বার্কলে হঠাৎ গলার স্বর নিখাদ করে বললেন, “ক্যাপ্টেন মিস হানির সঙ্গে আমার গোটা কয়েক জরুরী কথা আছে। ওঁর সঙ্গে নির্জনে কথা কইবার কোনো সুবিধে আছে কি এখানে?”

—“নিশ্চয়ই আছে। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, ওঁকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কারণ রোগী তো এখন গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছে তাই আজ রাতে ওঁর করবারও কিছু নেই আর।”

—“যা করবার তা তো যথেষ্টই করেছেন, নতুন করে আর কী করবেন?” কতকটা যেন স্বগতোক্তিই করলেন বার্কলে। গত পাঁচ বছর ধরে রিকিকে চোখে রেখেছিলেন তিনি যাতে না কৌতূহলী-

প্রবণ ডাক্তারদের হাতে পড়ে সে। কিন্তু ডালিয়া এসে এক মুহূর্তে সবকিছু ওলোট-পালোট করে ছেড়ে দিল। রীতিমত কড়া কড়া কথা শোনবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ডালিয়া এসে সামনে দাঁড়াতে—তার মুখের দিকে চাইতেই বার্কলে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। যা যা বলবেন ভেবেছিলেন সে সবের কিছুই আর বলা হলো না। শোকাকুল বিষণ্ণ চেহারা। মুখের সেই জৌলুষ যেন উবে গিয়ে তার স্থান নিয়েছে এমন এক ভাব, যার কোনো নামকরণই করতে পারলেন না তিনি।

কর্ণেলের ঠিক মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে ডালিয়া ম্লান কণ্ঠে বললে, "তুমি যে একজন শয়তান তা বরাবরই জানতাম, কিন্তু এতবড় পাষণ্ড তা জানতাম না। নিজের মনের কুটিল বাসনা পূরণ করবার জন্যে তুমি অনায়াসে পরের সর্বনাশ করতে পার। তোমার এই নীচতার জন্যেই আমি তোমায় ছেড়ে চলে গেছিলাম। আমার মনেও উচ্চাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ বাসনা ছিল, জ্যাক কিন্তু তা পূরণের জন্য তোমার মত এমন নীচতার আশ্রয় আমি কোনদিনই নিইনি। তুমি ঐ ব্যাচারী ছেলেটিকে কী সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছে বলো তো ?"

তাকে থামিয়ে দিয়ে বার্কলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, সর্বনাশের মুখে আমি ঠেলে দিয়েছি ? না, ঠেলে দিয়েছ তুমি ?

তুমি বোধ হয় জান না, রিকির মধ্যে এমন কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা আছে সাধারণ একজন মানুষের চেয়ে, যার কথা জানতে পারলে সাইকো-টেকনিসিয়ানের দল ওকে ছিঁড়ে খাবে। কল্পনার ফানুস তৈরী করে ফেলছে নানান আজগুবি তথ্য দিয়ে। কিন্তু আমি তা চাই না। রিকিও চায় না। তখন কে বলেছিল ওকে হাসপাতালে দিতে ? ও খুবই নিরীহ, কারোর ক্ষতিকারক নয়, আর খানিকটা অসহায়ও বটে। আমি তাই ওকে সব সময়ে

আগলে আগলে রেখেছিলাম নিজের হাত আড়াল দিয়ে। ওর যত্ন নিয়েছিলাম। আপনজনের মতই দেখাশোনা করেছিলাম গত পাঁচ বছর ধরে।

আমি রিকিকে একটা কুটো অবধি কখনো ভেঙে দুখানা করতে দিইনি। ওর শরীর থেকে কখনো যদি ঘাম ঝরে থাকে, জেনে রাখ, সে ঘাম ওর পরিশ্রমের জন্য নয়—সে ঘাম ওর অলীক ভয়ের জন্য। তার কাজের মধ্যে কাজ হলো, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকা—ব্যস! আমার ওপর নির্ভর করে থাকত সে। আমার অবলম্বন ছাড়া পাঁচটা বছর কেন? পাঁচটা মিনিটও শক্ত হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা ছিল না রিকির। সেই অসহায় মানুষটাকে আমি সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিলাম? এ কি অসম্ভব কথা তুমি বলছ ডালিয়া?

ডালিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল বার্কলের দিকে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"রিকির ওপর তোমার এত দয়া ছিল কেন বলো তো? বললেন, একজন পঙ্গু লোককে দেখে সাধারণ মানুষের মনে যে কারণে দয়া হয়, ঠিক সেই কারণে আমিও দয়া দেখিয়েছিলাম রিকিকে।" কথাটা যদিও মূল কারণকে চাপা দেবার জন্যেই বলা, তবু তীরের মতন গিয়ে বিঁধল ডালিয়ার অন্তরে। তার মুখ ম্লান হয়ে গেল নিমেষে। তাই দেখি বার্কলে জোর পেয়ে বললেন, "কী, তোমার মুখটা অমন শুকিয়ে গেল কেন? তুমিও ঐ একই কারণে ওকে করুণা করতে আরম্ভ করেছ, তাই না? ও ব্যাচারীকে দেখে তোমাদেরও মনে মাতৃসুলভ মমতা জেগে উঠেছে তো?"

—"জেগেই যদি থাকে, দোষ হয়েছে কিছু?" ফোঁস করে উঠল ডালিয়া। "মায়া-মমতা, স্নেহ-করুণা, প্রেম-ভালবাসা এ সবের তোমার কোনো প্রয়োজন নেই বলেই তুমি মনে কর এগুলো মানুষের

এক ধরণের দুর্বলতা। আর সেই দুর্বলতাকে তুমি সযত্নে পরিহার করে চলতে চাও। কিন্তু এই সব দুর্বলতা যার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সে তা পায়নি বলেই আজ তার এই হাল। দেহে-মনে আজ তাই সে পঙ্গু-বিধ্বস্ত-অপরিণত।"

—"তোমার মাতৃ-মমতাই যে রিকির একান্ত দরকার তুমি ঠিক জান?"

উঠে দাঁড়াল ডালিয়া। আবেগ মথিত কণ্ঠে বললে, "সারা বিকেল ধরে রিকির সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ হয়েছিল আমার। আর তখনই বুঝলাম, ব্যাচারী কীসের বুভুক্ষু, কীসের প্রত্যাশী। যখনই তোমার নাম উঠেছে কথা প্রসঙ্গে, তখনই ভয়ে আর ভাবনায় দৃশ্যতই কেঁপে কেঁপে উঠেছে রিকি। আর তার পরিণতি তো তোমার নিজের চোখের সামনেই রয়েছে। তোমার শাসন না আমার স্নেহ, কোনটা সে বেছে নেবে সেরে উঠে, সে এখানেই থাকবে, না আমার সঙ্গে ফিরে যাবে পৃথিবীতে। জানতে যদি চাও—আজকের দিনটা অপেক্ষা কর। আগামী কালই তার মীমাংসা হয়ে যাবে।"

ডালিয়ার কথা শুনে উত্তেজিতভাবে লাফিয়ে উঠলেন বার্কলে। কিন্তু ডালিয়া তাঁর সে উত্তেজনাকে আমল না দিয়ে বলতে লাগল: "রিকিকে তুমি যে এখানে রাখতে পারবে না, তা তুমি নিজেও ভালো রকমই জান। নিজেই তুমি বললে, এখানে ওর কোনো কাজই নেই, শুধু তোমার পেছনে পেছনে ঘোরা ছাড়া। সঙ্গই জানে, যে ধরণের কাজ তোমায় করতে হয় আর তা যা উপকরণ তাতে তোমার কোনো সেক্রেটারী রাখার প্রয়োজনই করে না। আর রিকির যা স্বাস্থ্য, তাতে তাকে মেডিক্যাল এগজামিনাররা চোখের দেখা দেখেই যে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেবেন, তাও তুমি জান। রিকি যদি তোমার কাছে এখানে না থাকতে চায়

তাহলে তুমি কীসের জোরে, কোন সুবাদে তাকে আটকাবে বলতে পার ?"

বার্কলে স্তব্ধ। ডালিয়া যা যা বললে তার একটি বর্ণও মিথ্যে কিংবা অতিরঞ্জিত নয়। সার্জন-ক্যাপ্টেন উইলারবীর মনেও সন্দেহ দানা বেঁধেছে। তাঁকে না হয় চুপ করাতে পারবেন বার্কলে, কিন্তু ডালিয়াকে ? তাদের মুখ তিনি বন্ধ করবেন কেমন করে ? সে তো আর তাঁর অধীনা নয়। তবে। দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন বার্কলে। অসম্ভব ! হার মানা তাঁর চলবে না। আপ্রাণ সংগ্রাম করতে হবে জয়ের জন্য।

বার্কলে তাই পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন ডালিয়াকে, "রিকির জন্যে তোমার দরদ দেখছি উথলে পড়ছে। ওকে তুমি এখান থেকে সরিয়ে নিতে চাইছে কেন ? ওকে দেখে তোমার পুত্র-স্নেহ জেগে উঠেছে নাকি ? নাকি প্রেমে পড়েছ রিকির ? কোনটা ?"

—"তোমার মত কুটিল মনের লোক এ ছাড়া আর কি ভাবতে পারে বলো ?" ঘৃণাভরে জবাব দিল ডালিয়া।

—"আমি শুধু ভাবব কেন ? যারা শুনছে তারা সবাই-ই ভাবছে এ ধরণের কথা। নিয়ে যে যেতে চাইছ, ওকে নিজের কাছে রাখার মত সঙ্গতি আছে তো তোমার ?"

—"কী ভাব তুমি আমায় ? আমি কি পথের ভিখারী হয়ে পড়েছি ?"

কঠোর কণ্ঠে বাধা দিলেন বার্কলে : "আহ, আমি সে উদ্দেশ্যে বলিনি কথাটা। উল্টো মনে করছ কেন ? নিজের কাছে রাখা বলতে কি আমি ওর ভরণ-পোষণের কথা বলেছি ? আমি বলতে চাই, তুমি ছাড়াও এ জগতে আরো অনেক স্ত্রীলোকই আছে, যাদের মনে তোমার চেয়ে কিছু কম দয়া-মায়া-মমতা নেই। যারা দেখতেও তোমার চেয়ে কম সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী নয়। তাদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারবে তো ?

ডালিয়ার মুখের যন্ত্রণাকাতর দ্বিধার ভাব চোখে এড়ালো না বার্কলের। তিনি তাঁর পরবর্তী আঘাতের জন্য প্রস্তুত হলেন। "তুমি ওকে ডাক্তারদের হাতে সঁপে দিয়েছ—যে জিনিসটি মনে-প্রাণে ভয় পেত আর ঘৃণা করত রিকি। তুমি আমার পরামর্শ না নিয়েই নিজের খুশিতে করে বসেছ এই জঘন্য কাজ। এই তো তোমার ওর প্রতি যত্ন নেওয়ার নমুনা। জান, এই মুহূর্তে রিকিকে আমি হাসপাতাল থেকে নিজের কোয়ার্টারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি? ডাঃ উইলারবী আমার অধীনের লোক। সে বিন্দুমাত্র বাধা দেবে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে ওকে পৃথিবীতে পাঠালে রিকি আবার সেই একগাদা কৌতূহলী ডাক্তারের কব্জায় গিয়ে পড়বে। তারা ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার চেষ্টা করবে। তখন আর কি তুমি রিকিকে ফিরে পাবে ভেবেছ? তুমি কি ভাবছ, রিকি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেকে হাসপাতালের বেডে দেখবে একগাদা ডাক্তার আর নার্সদের ঘিরে থাকা অবস্থায়, আর যখন জানতে পারবে কে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুলে দিয়েছে ঐ ডাক্তার আর নার্সদের হাতে—তখনো সে তোমায় আগের মত বিশ্বাস করবে ভালোবাসবে আর অনুগত থাকবে?"

—"তখন ওর যা অবস্থা দেখেছিলাম তখন হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া আমার আর কি উপায় ছিল বলো?" দুর্বল কণ্ঠে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল ডালিয়া।

—"তুমি আমায় খবর দিতে পারতে। ওকে একা থাকতে দিতে পারতে। দোহাই তোমার ডালিয়া, রিকিকে তুমি ছেড়ে দাও—ওকে একা থাকতে দাও—তুমি চলে যাও এখান থেকে। যে কাজের জন্য তুমি এই গ্রহে এসেছ, সেই কাজ কর। রিকির ভার আমিই নিচ্ছি। ওর যে ক্ষতি করেছ, তোমার ওকে ছেড়ে চলে যাওয়াতেই তার একমাত্র পূরণ হতে পারে। ডালিয়া তুমি যাও।"

—"সত্যিই কি তাই ?"

—"নিশ্চয়ই তাই। তুমি ওকে চিনবে না, ওকে বুঝবে না। ওকে শুধু চিনি আর বুঝি আমি। জীবনে জটিলতা আর ঝড় ঝাপটা থেকে আমিই একমাত্র ওকে বাঁচাতে পারি। এই প্রোজেক্ট যদি ঠিক মত চালু থাকে তবে সে কাজ করা আমার পক্ষে আরো সহজ সরল হবে। ডালিয়া, রিকি আমার চরম উন্নতির শেষ সোপান। তাকে এই মুহূর্তে সরিয়ে নিওনা আমার কাছ থেকে। আমার জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ আর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আগে পূর্ণ হোক ওর সহায়তায় পরপর রিকিকে আমি এখান থেকে বরাবরের মত সরিয়ে দেব অন্য কোথাও তোমায় কথা দিচ্ছি।"

বার্কলে চলে গেলেন। নিজেরও তাঁর একান্তে কিছু চিন্তা করা দরকার। রিকির 'সেনসিভিটি' কীভাবে কাজ করে তার একটা দুর্লভ সূত্র তিনি খুঁজে পেয়েছেন হঠাৎ। যতদিন রিকির সামনে কোনো নারীর আবির্ভাব হয়নি, ততদিন বেশ সরলভাবেই কাজ করছিল তার সংবেদনশীল শক্তি। কিন্তু ডালিয়ার সান্নিধ্যে আসতেই রিকির সেই শক্তি যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। না হলে আগের বারের মত এই দুর্ঘটনাও এড়ানো অসম্ভব হতো না। কিন্তু তা হয়নি। ডালিয়া রিকির মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। তাকে ভুলিয়ে রেখেছিল নিজের মোহিনী মায়ায়। কুত্তি কোথাকার! দুরন্ত রাগে গসগস করে উঠলেন বার্কলে। তাঁর মনে সন্দেহ হলো, ডালিয়াকে তিনি ঠিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কিনা। ভাবতে ভাবতে তিনি বোতাম টিপে মেডিক্যাল সেণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওপাশ থেকে সাড়া পেতেই তিনি জানালেন: "লেঃ রিচার্ড ক্যাডাস জ্ঞান ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়। আমি দেখা করার আগে যেন না আর কাউকে তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়।"

পরদিন ভোরবেলায় ভিজর-ফোনের ঝনঝনানিতে ঘুম ভেঙে গেল বার্কলের। রিকির সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি তড়িঘড়ি ছুটলেন হাতপাতালের দিকে। সেখানে গিয়ে রিকির বিছানার পাশে সার্জন ক্যাপ্টেন উইলারবীকে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

—"এখন কেমন আছ, রিকি ?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

রিকির মুখে উত্তেজনা, ভয় আর আতঙ্কের ছায়া পড়েছে। সে দূর্বল কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল, "আমি এখানে কেন ? কেন আপনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ?"

—"বিশ্বাস করো রিকি, আমি তোমায় হাসপাতালে পাঠাইনি। সেই ভদ্রমহিলা মানে মিস হানিই তোমায় এখানে ভর্তি করে গেছেন।"

—"না না, আপনি আমায় মিথ্যে কথা বলছেন। আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মিস হানি খুব দয়াবতী মহিলা। তিনি কখনোই আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে পারেন না।" প্রতিবাদ করে উঠল রিকি।

বার্কলে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি যে একজন দয়াবতী মহিলা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনিও তো আর পাঁচজন সাধারণ মানুষেরই একজন। তোমায় আনচান হয়ে পড়ে যেতে দেখে বিশেষ ভয় পেয়ে গেছিলেন তিনি। তোমার যে মাঝে মাঝেই এ রকম 'ব্ল্যাক-আউট' অবস্থা হয়—এর আগেও হয়েছিল, তা তো আর তিনি জানেন না আর আমিও তখন ছিলাম

না সেখানে। তোমাকে বকাঝকা করে আমি রাগ করে আমার অফিসে গিয়ে বসেছিলাম। সেজন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত রিকি। তিনি তোমার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তোমায় তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। বিশ্বাস করো, আমি এক বিন্দু বিসর্গও বাড়িয়ে বলছি না। যা হবার হয়ে গেছে, দুশ্চিন্তা করো না, তুমি দেহে-মনে আর একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেই তোমায় আমি নিয়ে যাব এখান থেকে।"

রিকি নিজের বিছানায় ছটফট করতে করতে তিক্ত সুরে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা আমায় নিয়ে কী কী করেছে কর্ণেল, আমি জানতে চাই—বলবেন দয়া করে ?"

—"কী আর করবেন, তুমি যাতে শান্তিতে আর নির্বিঘ্নে একটু গভীর ঘুমে ঘুমোতে পার, তার জন্যে তোমায় ওষুধ দিয়েছিলেন ঘুমের। কেমন বোধ করছ এখন ? ভালো ?"

রিকি বিরাগ দৃষ্টিতে উইলারবীর দিকে তাকাতে তিনি জবাব দিলেন, "হাঁ শুধু ঘুমের ওষুধই দেওয়া হয়েছিল আপনাকে।" তারপর বার্কলের দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, "স্যার, আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি এখানকার মেডিক্যাল অথরিটি। এটা আমার এলাকা—এখানকার সব কর্তৃত্ব—সব দায়িত্ব আমার। আপনি আপনার খুশী মত এই রুগ্ন মানুষটিকে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন না। শুনুন দয়া করে, পরিদর্শক তিনজনকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যে ফেরী রকেটটি আসছে, তাতে লেঃ রিচার্ড ক্যাডাসের জন্য একটা বার্থ রিজার্ভ রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। এখানকার পরিবেশ সহ্য হচ্ছিল না লেঃ ক্যাডাসের। তাই—"

বার্কলের অগ্নিস্রাবী জ্বলন্ত দুই চোখের দিকে চোখ পড়তেই কুঁকড়ে গেলেন উইলারবী।

—"কার হুকুমে এ কাজ আপনি করছেন তা জানতে পারি কি ?"

—"মেজর ড্যানার্ডের হুকুমে। আমার মুখে রোগীর সমস্ত রোগ-বিবরণ শুনে রাজী হয়ে, তিনিই ঐ হুকুম দিয়েছিলেন আমায়।"

—"ড্যানার্ড! সেই ইডিয়টটা আপনাকে হুকুম দিয়েছে রিকিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিতে!! বুঝেছি, এসব ষড়যন্ত্র! চক্রান্ত! আপনারা দুজনে মিলে মতলব করেই এই কাজ করছেন। ঠিক আছে। আমিও দেখে নেব আপনাদের। আপনাদের অশুভ জুটি ভেঙে কাকে কীভাবে শাস্তি দিই, দেখে নেবেন তখন। রিকি, চটপট পোষাক পরে নাও। পরেছ? গুড। চলে এসো আমার সঙ্গে।"

নিজেদের কোয়ার্টারে ফিরে এসে, তার পরিচিত, পুরোণো আর অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে, বার্কলে চেষ্টা করলেন এইচ কিউ শিপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে রিচার্ড ক্যাডাসের নামে রিজার্ভ করা নার্সের ব্যবস্থাটা বানচাল করে দিতে। কিন্তু পারলেন না। অনেক দেরী হয়ে গেছে তাঁর। ফেরী-রকেট এসে গেছে। তিন পরিদর্শক আর লেঃ ক্যাডাসের আগমনের প্রতীক্ষা করছে ইনকেশান-লকয়ে।

অধীর আর উদ্বিগ্ন বার্কলে তখন উপায়ন্তর না দেখে মেজর ড্যানার্ডের সঙ্গেই যোগাযোগ করলেন ভিজর-ফোনে। তারপর পর্দায় তাঁর ছবি ফুটে উঠতেই মনের রাগ মনেই চেপে রেখে, কঠিন হাতে আত্ম সংযম করে বার্কলে প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "আপনাকে সুস্থ দেখে খুব খুশী হলাম মেজর। ওঁদের যাওয়া নিয়ে খুব ব্যস্ত নাকি ?"

—"হ্যাঁ স্যার, তা একটু আছি। খুবই জরুরী ব্যাপার তো তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই 'মাদার শিপ' থেকে ফেরী-রকেট শিপটাকে ডেকে আনতে হয়েছে। আর তাতেই ব্যস্ত আছি আপাততঃ।"

—"অসময়ে ডেকে আনার হেতুটা জানতে পারি কি?" চাপা রাগে ঝলসে উঠতে চাইল বার্কলের কণ্ঠ।

—"স্যার, জেনারেল পাউলে আর সিটিজেন ওয়েকের সঙ্গে কথা-বার্তায় এটুকু বুঝলাম, তাঁরা আমাদের ইউনিটের যতটুকু কাজ-কর্ম পরিদর্শন করেছেন ততটুকুই গতি-প্রকৃতি দেখে যথেষ্ট মুগ্ধ আর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর কিছু পরিদর্শন করার ইচ্ছে তাঁদের নেই। তাঁরা অবিলম্বে সদর দপ্তরে ফিরে যেতে আগ্রহী। বুঝতেই তো পারছেন স্যার, যত তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে আমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে ভালো ভালো রিপোর্ট দিতে পারেন, ততই আমাদের লাভ। আপনি তখন ক্লান্ত হয়ে সবে মাত্র শুয়েছেন, সে সময়ে আপনাকে জাগিয়ে বিরক্ত না করে, আপনার সহকারী আর প্রতিভূ হিসেবে আমার নিজের ক্ষমতা আর অধিকার বোধের ওপর নির্ভর করে নিজেই তাই সব কিছু ব্যবস্থা করতে এগিয়ে গেলাম।"

—"তাই বুঝি? তা আপনি তো মাত্র দুর্বলের কথা বললেন। তৃতীয় সদস্য সেই মিস ডালিয়া হানির বক্তব্য কী?"

—"আজ্ঞে, তিনিও আমাদের কাজ-কর্মে বিশেষ সন্তুষ্ট। আপনার পরিশ্রম, শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার খুবই প্রশংসা করলেন তিনি।"

—"বটে? বেশ, বেশ!" কিন্তু আপনার আর উইলারবীর ব্যাপারটা কী বলুন তো? রিকিকে কেন আপনারা তাড়াতে চাইছেন এখান থেকে? কী অপরাধ তার আপনাদের কাছে?—এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও বার্কলে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না মেজরকে। তার বদলে ক্লান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, "জেনারেল পাউলে আর সিটিজেন ওয়েককে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন যে, আমি সময় মতই তাঁদের সী-অফ করতে যাব। আচ্ছা, ছাড়ছি এখন।"

কানেকশান কেটে দিলেন তিনি।

ফিরে চেয়ে দেখলেন, রিকি কান খাড়া করে তাঁর ফোনের কথা শুনছে। বার্কলে বললেন, "শোনো রিকি, আমি ওঁদের বিদায় জানাতে রকেট স্টেশনে যাব। তোমার কোনো ভয় নেই, মেজর ড্যানার্ড আর ডাঃ উইলারবীকে সামাল দেবার কাজ আমার! কিন্তু মুশকিল বেধেছে বাইরে থেকে আসা ঐ মিস ডালিয়া হানিকে নিয়ে। খবর্দার! এক ফোঁটাও বিশ্বাস করো না ঐ মহিলাকে। আগে থাকতেই সাবধান করে দিচ্ছি।"

কিন্তু রিকির মুখে সেই এক জেদী বুলি: "আমি ওঁকে পছন্দ করি···ভালবাসি। উনি ভারী মমতাময়ী। ভারী বুঝদার।"

—"আরে, সবটাই ওঁর লোক দেখানো। ওটাই তো ওঁর কাজ। আর সেই কাজেই ওঁকে এখানে পাঠানো হয়েছে। তুমি ওঁর কাছে 'বিশেষ কেউ' নও—পাঁচজনের ভীড়ে একজন মাত্র। কাজেই ওঁর স্নেহ-মায়া-মমতার কথা ভুলে যাও।"

রিকি প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, "না না, ওঁকে ভুলতে বললেন না স্যার। আপনি যতবারই ওঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন ততবারই আমি মাথায় আর মনে আঘাত পেয়েছি। সর্বাঙ্গে দুর্বলতা অনুভব করেছি। কিন্তু যেই আপনি থেমেছেন আর আমি ওঁর হাসি হাসি সুন্দর মুখের কথা ভেবেছি তখনই আবার সুস্থতা ফিরে পেয়েছি নিজের মধ্যে। দোহাই আপনার ওঁর বিষয়ে আপনি আর কোনো মন্দ কথা বলবেন না।"

বার্কলে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর কতকটা যান্ত্রিক-ভাবেই তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কোমল কণ্ঠে বললেন, "ও কিছু নয়। তোমার মনের বিকার মাত্র। যাও, ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রিকি চলে গেলে, একলা সেই ঘরে ভারাক্রান্ত মনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন কর্ণেল বার্কলে। তারপর নিজের কাজে মন

দিলেন। টি-ভি স্ক্রীণের বোতাম টিপে নিজের ইউনিটের কাজ-কর্মের গতি-প্রকৃতির খবর নিলেন। সব ঠিক আছে। কাজও চলেছে পুরোদমে মসৃণ গতিতে। অগ্রগতি অব্যাহতই রয়েছে অন্যান্য ইউনিটের চেয়ে। ঘটে যাওয়া 'পাইপ-অ্যাক্সিডেন্ট'ও কোনো বাধার বা কোনো বিরূপতার সৃষ্টি করতে পারেনি কারো কাজে বা মনে।

কিন্তু আর কারো মনে না হোক, দুর্ঘটনাটা কিন্তু তাঁর মনে গভীর বিরূপতার সৃষ্টি করে গেছে। তিনি, সহকর্মীদের কাছে যাঁর পরিচিতি 'দ্য সুপার-এফিসিয়েন্ট কর্ণেল', তিনিই কিনা সেদিন বেমালুম হেরে গেলেন ঐ মেজর ড্যানার্ডের বুদ্ধি আর বিবেচনার কাছে! সত্যি কথা বলতে গেলে, ড্যানার্ডের যথাযথ নির্দেশ দিয়ে দিয়ে শুধু নিজেদেরই নয়, গোটা ব্যাপারটাকেই আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন নিশ্চিতরূপে। তিনি আর কী বা কতটুকু করছেন? শুধু মেজরের নির্দেশ পালন করে গেছিলেন নীরবে। যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু নিপুণ হাতে মেরামত করেছিলেন ডাক্তার উইলারবো। এঁরা দুজনেই তৎপরতার সঙ্গে একটা ভয়ানক বিপর্যয়কে রূপান্তরিত করেছিলেন চমৎকার সৌকর্যে। যার দরুণ ঐ দুই পরিদর্শক বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং কর্ম পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করে পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে, এই তিন নম্বর ইউনিটকে যাতে আরো সুযোগ-সুবিধা আর অঙ্গ সাহায্য দিয়ে আরো নির্ভরশীল ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়—সে বিষয়ে বিবিধ সুপারিশ করবেন বলেও জানিয়েছেন। এখানে তাঁর স্থান কোথায়? যাঁরা প্রকারান্তরে তাঁর মান-সম্মান খ্যাতি রক্ষা করলেন তদন্ত-কমিশনের সামনে, তিনি কিনা তাঁদেরই কঠোর শাস্তি দিতে চলেছেন রাগে বিদ্বেষে?

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল বার্কলের। আজ তিনি

বুঝলেন, অতি সাধারণ স্তরের আর মামুলি যোগ্যতার মানুষ তিনি। কোনো গুণগত উৎকর্ষতাই তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে কিছু নেই। আসলে তিনি রিচার্ড ক্যাডাসের আলোয় আলোকিত। তার শক্তিতে শক্তিমান। তার গুণে গুণী; রিকিকে সরিয়ে নিলে তিনি পড়ে থাকবেন অন্তঃসার শূন্য ছিবড়ে হয়ে।

অস্থির হয়ে উঠলেন বার্কলে। না না, তীরে এসে তরী ডোবানোর কোনো মানে হয় না। রিকি যেমন ছিল তেমনই থাকবে তাঁর কাছে। তাকে তিনি যেমন করেই হোক, ধরে রাখবেনই নিজের কাছে। নইলে তিনি বাঁচবেন কী করে?

পরিদর্শকদের বিদায় অভিনন্দন জানাতে যথা সময়ে রকেট স্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন কর্ণেল জ্যাক বার্কলে। কথা প্রসঙ্গে তিনি গত পাইপ দুর্ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁদের কাছে।

জেনারেল পাউলে তাঁর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখের ফাঁকে একটা ক্ষমা-সুন্দর হাসি ফুটিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, "ঠিক আছে, অত কিন্তু কিন্তু হবার দরকার নেই। দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। কিন্তু আপনি আর আপনার স্টাফেরা যেমন যোগ্যতা আর দক্ষতার সঙ্গে তার মোকাবিল করেছেন, তা দেখে আমরা বাস্তবিকই খুব মুগ্ধ হয়েছি। আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা। চিন্তা করবেন না, আপনাদের ইউনিটের হয়ে আমরা আমাদের যথাসাধ্য ভালো সুপারিশই করব।"

সিটিজেন ওয়েকও অনেক প্রশংসাসূচক কথা বললেন।

কর্ণেল বার্কলে বেশ খুশী খুশী মনে পাশে দাঁড়ানো মেজর ড্যানার্জকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আরেকজন কোথায়? মিস ডালিয়া হানি?"

—"আজ্ঞে তিনি অনেক আগেই তাঁর জায়গায় গিয়ে বসেছেন।"

শুনে আরো খুশী হলেন তিনি। এমন সময়ে অবাক হয়ে দেখলেন, রিকি আসছে গুটি গুটি। চাল চলন অবিন্যস্ত। মুখ চুনের মত শাদা। থর থর করে কাঁপছে রিকি। চলতে পারছে না যেন।

রিকি কাছে আসার আগেই তিনিই এগিয়ে গেলেন তার কাছে। অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "একি, তুমি এখানে? তুমি এখানে এসেছ কেন? কী হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন?

—"স্যার," কাতর কণ্ঠে জানাল রিকি, "আমি—আমি যেন নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব বলে মনে করছি। হাত-পা-গা সব ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি—আমি বোধহয় আবার অসুস্থ হয়ে পড়ব স্যার।"

উদ্বিগ্নতার মধ্যেও খুশীর ঝিলিক দিয়ে গেল বার্কলের মনে। এই তো, এই তো সেই পুরোণ দৈবী শক্তি আবার ফিরে পেয়েছে রিকি। এই তো সেই পূর্বাভাসের সূচনা। তিনি সাগ্রহে জানতে চাইলেন: "নাম বল রিকি, নাম বল।"

—"বিড় বিড় করে বলল রিকি: হানি, লাভলি সুইট হানি।"

মনে মনে রিকিকে কাঁচা খিস্তি করলেন বার্কলে।এত উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে, তাঁর ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা কমিউনিকেটার ঘড়িটি, এই সময়ে সরব হয়ে উঠলেও তিনি তা গ্রাহ্যই করলেন না। সবলে রিকির কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তোমায় না আমি বার বার মানা করলাম তার কথা মনে আনতে! কেন শুনছ না তুমি?"

—"পারছি না কর্ণেল, আমি পারছি না," কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়ল

রিকি। তারপর এক আশ্চর্য আর অভূতপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে নিজেকে কর্ণেলের সবল মুঠি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে উন্মাদের মত চিৎকার করে বলল, "আমি তাঁকে কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। বেঁচে থাকতে নয়। উনি আমায় ফেলে চলে যাচ্ছেন ঐ। আমি যাব —আমিও যাব তাঁর সঙ্গে। আমায় যেতে দিন প্লীজ।"

রাগে দুঃখে বার্কলের মুখে কোনো কথা জোগাল না। এই সময়ে তাঁর হাতে বাঁধা কমিউনিকেটারটি আবার সরব হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত বার্কলে এক ঝটকায় হাতখানা মুখের সামনে তুলে ধরে প্রায় হিংস্র কণ্ঠে শুধোল: "বার্কলে বলছি। কী হয়েছে, কী? এত ডাকাডাকি কীসের?"

—"দু নম্বর উৎপাদন-কেন্দ্র থেকে বলছি। হলেজ ব্রেকডাউন। দু'জন লোক আটকে পড়েছে মেশিনে। পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো বার্কলের। দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ ক্ষীণভাবে ভেসে এলো তার কানে। বার্কলে যেন পাথর হয়ে গেলেন। তাঁর দেহ-মন আচমকা আঘাতে অবশ হয়ে গেল। তিনি রিকির দিকে তাকালেন। রিকি তখন করুণ নয়নে চেয়ে ফেরী-রকেটে ওঠার গ্যাংওয়ের দিকে। তার মধ্যে এক প্রিয়তমা নারী-বিচ্ছেদের কাতরতা আর নিজের যেতে না পারার অস্থিরতা ছাড়া আর কোনো ভাব বৈলক্ষণ নেই। বার্কলে বুঝলেন, সেই নিষ্ঠুর আর নির্মম সত্যটুকু। এ হাঁস আর সোনার ডিম দেবে না। রিচার্ড ক্যাডাসের আর সেই অতীন্দ্রিয় শক্তি নেই। সে এখন অতি সাধারণ ও মামুলি একজন অপদার্থ মানুষ মাত্র।

ধরা গলায় বললেন বার্কলে, "মাত্র রিকি, তুমি তোমার ভালোবাসার জনের কাছে যাও। আর আমি তোমায় আটকে রাখবো না। প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও।"

রিকি দৌড়ল গ্যাংওয়ের দিকে। যাবার আগে একবার বিদায়ও চাইল না তার এতদিনের আশ্রয়দাতার কাছে। একবার ফিরেও চাইল না রকেটে চড়ার আগে। বার্কলে তার গমন পথের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বললেন, "তোমার যাওয়াই ভালো রিকি। এখানে থাকার প্রয়োজন তোমার ফুরিয়ে গেছে। এখন ডালিয়াই তোমার একমাত্র আশ্রয়।"

গ্যাংওয়ে ধীরে ধীরে হটিয়ে নেওয়া হলো যাত্রাকামী ফেরী-রকেটের গা থেকে। দূরের সাইরেন আবার ভেসে এলো বার্কলের কানে। কিন্তু তিনি যেন বধির শুনতে পাচ্ছেন না। শুধু শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ফেরী-রকেটটার দিকে। মেজর ড্যানার্ড এসে আস্তে করে তাঁর বাহুমূল স্পর্শ করলেন। "স্যার—"

—"উঁ?" সাগরের অতল থেকে যেন এইমাত্র ভেসে উঠলেন বার্কলে।

—"আপনি এ যা করলেন, ভালোই করলেন স্যার। এবার থেকে যা করব নিজের ক্ষমতা আর বুদ্ধিতেই তা করব। যেটুকু করব তা আন্তরিকতার সঙ্গেই করব। আর কোনো পরমুখাপেক্ষিতার বাধা রইলো না, আপনার আমার সামনে। গ্রাউণ্ড কারটাকে নিয়ে আসি স্যার?"

কর্ণেল ফিরে তাকালেন মেজরের দিকে। রাগে জ্বলে উঠে তাঁকে গাল মন্দ করতে চাইলেন। কিন্তু সেখানেও যেন নিজেকে শক্তিহীন নিঃস্ব মনে করলেন রিকির বিহনে। ফলে নিস্তেজ কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করলেন: "ইউ ব্লাডি ফুল!"*

ভাষান্তর: রবীন্দ্রনাথ দস্তিদার
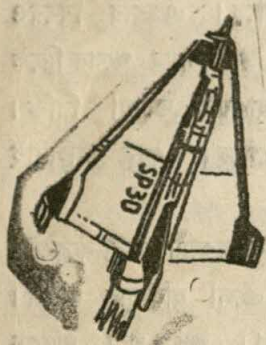
অথবা নতুবা

হেনরী কুটনার

উপত্যকাভূমি। তুজনে তুজনের দিকে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়ে চলছে। মিগুয়েল আর ফার্নান্দিজ। এখনই উড়ন্ত চাকিটা এসে নামলো। অদ্ভুত আকাশযানটাকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি খরচ করলো তুজনেই। উড়ন্ত চাকির চালক নেমে উপত্যকার ঢাল বেয়ে মিগুয়েলের দিকে হাঁটতে লাগলো। মিগুয়েল তখন ঈষৎ নেশার ঘোরে, খিস্তি করছিল আর রাইফেলের ঘোড়া নিয়ে কসরৎ করে যাচ্ছিল তড়বড়। হাতের নিশানা এমনিতেই তার তেমন ভালো নয়। আগন্তুক যতো এগিয়ে আসছে ততই ওর টিপ যাচ্ছে তাই হয়ে যাচ্ছিল। শেষমেষ, একেবারে শেষ মুহূর্তে রাইফেলটা ফেলে দিয়ে, কিরিচ খানা হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠল। 'মর্‌ তাহলে'। ছুঁড়ে দিল সে কিরিচ। মেক্সিকোর প্রখর সূর্যে ঝলসে উঠলো ইস্পাত। আগন্তুকের গলার কাছে সেটা ধাক্কা খেয়ে, যেন নরম একটা কিছু, ছিটকে উড়ে গেল ওপরে, আর ঝিনঝিন করে উঠলো মিগুয়েলের হাত, যেন তড়িতাহত হল সে। উপত্যকার অন্যদিক থেকে আর একটা গুলি এসে পড়লো। একটা অদ্ভুত শব্দ হলো। বোলতার হুলে যদি অনুভূতির বদলে শব্দ হতো তা হলে যেমনটা হয়। মিগুয়েল পড়ে গেল, গড়িয়ে গড়িয়ে বড় একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল। আর একটা গুলির তীক্ষ্ণ শব্দ হলো।

একটা নীলচে আলোর দ্যুতি আগন্তুকের বাম কাঁধে ঝলসে উঠলো।
পেটের ওপর শোয়া অবস্থায় মিগুয়েল মাথা তুলে শত্রুর দিকে দাঁত খিচিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো: জাহান্নমে যা। আগন্তুকের কিন্তু শত্রুর মত চাল চলন নয়। উপরন্তু সে নিরস্ত্র। মিগুয়েলের ধারালো চোখ আগন্তুককে জরিপ করলো।
লোকটার পোষাক অদ্ভুত। ছোট ছোট ঝলমলে নীল পালকের টুপি মাথায়। মুখ তার কঠোর ও অসহিষ্ণু। শীর্ণকায়, প্রায় সাতফুট লম্বা। কিন্তু দেখে তো নিরস্ত্রই মনে হচ্ছে। এতে মিগুলের সাহস হলো কোথায় যে রাইফেলের কিরিচটা ছিটকে পড়লো! দেখা যাচ্ছে না কোথাও। কয়েকটা দূরে পড়ে আছে তার রাইফেল। আগন্তুক এসে মিগুয়েলের ওপর ঝুকে দাঁড়ালো। 'উঠে দাঁড়াও' সে বল্ল 'কথাবার্তা বলা যাক। স্পেনের ভাষা সে চমৎকার বলে। কেবল মনে হচ্ছিল তার কণ্ঠস্বর যেন মিগুয়েলের মাথার মধ্য থেকে বাজছে। 'উহম' আমি দাঁড়াচ্ছি না। দাঁড়ালেই ফার্নান্দিজ গুলি ছুঁড়বে। ওর হাতের টিপ বাজে, কিন্তু কোন ঝুঁকি নেবার মত বোকা আমি নই।' মিগুয়েল বল্ল, 'তা ছাড়া এখুব অন্যায়। ফার্নান্দিজ তোমাকে কত দিচ্ছে হে?' আগন্তুক কটমট করে তাকালো। 'আমি কোত্থেকে আসছি, তুমি জানো?'
'তাতে আমার এক কানা কড়িও আসে যায় না।' কপালের ঘাম মুছে মিগুয়েল বল্ল। আড় চোখে অদূরে একটা পাথরের দিকে তাকালে, সেখানে ছাগলের চামড়ার মশকে তার মদ।
'তুমি আর তোমার ঐ ওড়াযন্ত্রর! মেক্সিকো সরকার ঠিকই জেনে জনে যাবে সব।'
'মেক্সিকো সরকার কি খুন অনুমোদন করেন?'
'এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এহোল জলের মালিকানা নিয়ে ব্যাপার। গুরুতর ব্যাপার।'

মিগুয়েলের বক্তৃতা চলে 'তাছাড়া, এ হলো আত্মরক্ষা। ফার্নান্দিজ, ওপারের ঐ বদমাশটা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। আর তুমি তার ভাড়াটে খুনে। তোমাদের দুজনকে ঈশ্বর সাজা দেবেন দেখো।' মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর। 'ফার্নান্দিজকে মারতে তুমি কত নেবে? আমি তোমাকে তিনটে টাকা দেব আর ভালো একটা ছাগলছানা।'

'আর কোন যুদ্ধই হবে না' আগন্তুক বল্ল 'শুনতে পেয়েছ?' 'যাওনা, ফার্নান্দিজকে বলো গে' মিগুয়েলের সাফ জবাব 'ওকে বলো গে যে জলের মালিকানা আমার। আমি শান্তিতে কোন বাধা সৃষ্টি করবো না। লম্বা লোকটার দিকে তাকাতে গিয়ে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। একটু নড়াচড়া করতেই শান্ত গরম হাওয়া কেটে ঝলসে উঠলো একটা গুলি, কাছেরই একটা ক্যাকটাসের মধ্যে বিশ্রীভাবে সেঁধিয়ে গেল সেটা। আগন্তুক তার মাথার নীল পালকগুলিকে সমান করে দিতে দিতে বল্ল 'আগে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ করি। মিগুয়েল, আমার কথা শোনো।' পাথরের আড়ালে এতক্ষণে গুটিয়ে থাকা শরীর সোজা করে বসলো মিগুয়েল, 'আমার নামটা জানলে কি করে? তাই তো, যা ভেবেছি, ফার্নান্দিজটাই তোমাকে ভাড়া করেছে আমাকে খুন করবার জন্য।'

'তোমার মন আমি পড়তে পারি কিছুটা তাতেই তোমার নামটা জানতে পেরেছি। কিন্তু তোমার মন বড় ঘোলাটে, বেশি কিছু জানা যায় নি এখনো।' 'কুত্তীর বাচ্চা' মিগুয়েলের ভীষণ। আগন্তুক নাক কুঁচকে অগ্রাহ্য করলো এই মন্তব্য। 'আমি অন্য জগৎ থেকে আসছি। আমার নাম—'

মিগুয়েলের মনে নামটা ঠেকলো যেন 'কোয়েৎজলকোৎল।' (মধ্য-আমেরিকার সুন্দর পাখী কোয়েৎজলের পুচ্ছ যার কিরীটশোভা!)

'কোয়েৎজলকোৎল'? ঈষৎ শ্লেষ মিগুয়েলের গলায় 'তাতে আর সন্দেহ কি? তা হলে আমার নাম হলো সন্ত পিটার, স্বর্গের চাবি যার হাতে।' কোয়েৎজলের বিবর্ণ ও শীর্ণ মুখখানা আরক্ত হলো কিঞ্চিৎ, কিন্তু খুব ধীর তার কণ্ঠস্বর। 'শোনো মিগুয়েল। আমার ঠোঁটের দিকে তাকাও। দেখো, নড়ছেনা। আমি কথা বলছি তোমার মগজের মধ্যে, মানসসংযোগের পদ্ধতিতে—আমার চিন্তা তোমার কাছে অর্থ আছে এমন সব শব্দে তুমি অনুবাদ করে নিচ্ছ। বুঝতেই পারছ আমার নামটা তোমার কাছ কত কঠিন। তোমার মনই অনুবাদ করে নিয়েছে কোয়েৎজল পাখীর পুচ্ছ ধারী হিসেবে। আসলে আমার নাম তা নয়।'

'যাচ্চলে' মিগুয়েল বলে ওঠে 'এটা তোমার নাম নয়। আর তুমিও অন্য জগৎ থেকে আসো নি। সাধু সন্তদের নামে হাজার বার কিরে কেটে বল্লেও আমি সে সব বিশ্বাস করছি না। কোয়েৎজলের লম্বা কঠিন মুখ আবার আরক্ত হয়ে ওঠে।

'বাক্‌তাল্লা করতে আসি নি আমি। আমি এসেছি আদেশ দিতে। ভেবে দেখো তো মিগুয়েল তোমার ছোরা কেন আমাকে বেঁধে নি, কেন একটি গুলিও লাগে নি আমার গায়ে।'

'তোমার ঐ যন্তরটা ওড়ে কেন?' থলিথেকে তামাক বের করে সিগারেট পাকাতে লাগলো মিগুয়েল। পাথরটার চারদিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিল। 'ফার্নান্দিজ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আগে রাইফেলটা বাগাই।'

কোয়েৎজল বল্ল 'ছেড়ে দাও। ফার্নান্দিজ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

মিগুয়েল রুক্ষভাবে হেসে উঠলো। কোয়েৎজল দৃঢ়কণ্ঠে বল্ল 'আর তুমিও তার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না।'

'তা হলে আমি আরেক গাল পেতে দেব, এই তো ? যাতে সে সোজা আমার মাথার মধ্য দিয়ে গুলি চালাতে পারে। ফার্নান্দিজ শান্তি চায় তখনই বুঝবো যখন সে মাথার ওপর দুহাত তুলে মাঠ পেরিয়ে আসবে। তা বলে খুব কাছে তাকে আসতে দিচ্ছি না, একখানা ছুরি সে পিছনে লুকিয়ে রাখে।' কোয়েৎজল তার নীল পালকগুলি আবার সোজা করে নিল। হাড় সর্বস্ব মুখে ঘন হয়ে উঠলো ভ্রূকুটি।

'চিরকালের জন্য তোমাদের এই হানাহানি বন্ধ করতে হবে। দুজনকেই। আমাদের জাতি বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে। যখন আমরা যে গ্রহে যাই, সেখানে শান্তি স্থাপন করা আমাদের দায়িত্ব।'

'যা ভেবেছিলুম। তা তুমি নিজের দেশে শান্তি পিতিষ্ঠে করো না কেন বাপু ! উত্তর আমেরিকায় এ মক্কেলের সঙ্গে ও মক্কেলের লড়াই। নিউ-ইয়র্কে সব আকাশছোঁয়া পেল্লায় বাড়ির মাথায় খুনে ডাকাতদের গুলি চালাচালি। আগে নিজেরা শান্তি পিতিষ্ঠে করো, তারপর আমাদের এখানকার তেল আর দামী দামী সব খনিজ জিনিসের দিকে হাত বাড়িও।'

কোয়েৎজল রেগে গিয়ে তার ঝকঝকে ইস্পাতের পা দিয়ে একটা পাথরের নুড়িতে লাথি মারলো। 'তোমার মাথায় ঢোকাতেই হবে!' সে বল্ল। মিগুয়েলের ঠোঁট থেকে ঝুলে থাকা আগুন না লাগানো সিগারেটের দিকে তাকালো সে। হঠাৎ সে তার হাত তুল্ল। যার আঙুলের আংটি থেকে একটা উত্তপ্ত সাদা রশ্মি গিয়ে মিগুয়েলের ঠোঁটের সিগারেটটি ধরিয়ে দিল। মিগুয়েল যেন ধাক্কা খেয়ে, চমকে উঠলো। তারপরই সে টেনে নিল ধোঁয়া। মাথা নাড়লো 'হ্যাঁ'। উত্তপ্ত সাদা সেই রশ্মি মিলিয়ে গেছে তখন। কোয়েৎজলের বিবর্ণ ঠোঁট আরো

দৃঢ় হলো। 'মিগুয়েল কোনো উত্তর আমেরিকা বাসীর পক্ষে এটা করা সম্ভব? তোমাদের পৃথিবীর কেউ এটা করতে পারবে না তুমি ভালো করেই জানো।' মিগুয়েল কাঁধ নাচালো। ওখানে দেখতে পাচ্ছ ক্যাকটাস? দু সেকেণ্ডে আমি ধ্বংস করে দিতে পারি' কোয়েৎজল কোৎল জোর দিয়ে বল্ল। 'নিশ্চয়, নিশ্চয়'—মিগুয়েল।

'বলতে কি এই পুরো গ্রহটাই আমি ধ্বংস করে দিতে পারি।'

নম্র স্বরে মিগুয়েল মন্তব্য করে 'হ্যাঁ; পারমানবিক বোমার কথা শুনেছি বটে। আমার আর ফার্নান্দিজের এই নিরিমিশ ব্যক্তিগত ছোট, কাজিয়া নিয়ে তা হলে তোমার মাথাব্যথা কেন বাপু! সামান্য একটা জলাশয় নিয়ে ব্যাপার, অন্য কারুর এতে কিছুই আসে যায় না, কেবলমাত্র···

একটা গুলি হুস করে চলে গেল। কোয়েৎজল হাতের আংটিটা ঘসলো রাগত ভাবে। থমথমে গলায় সে বল্ল 'কারণ এই' এই পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ হবেই। যদি না হয়, আমরাই ধ্বংস করবো পৃথিবীটাকে। মানুষ শান্তিতে ভাই-ভাই বাস করবো একসঙ্গে, এ না হবার কোন কারণই থাকতে পারে না।'

'একটা কারণ আছে, মহাশয়'

'কি সেটা?'

'ফার্নান্দিজ' মিগুয়েলের উত্তর।

'যুদ্ধ বন্ধ না করলে তোমাদের দুজনাকেই খতম করবো।' অতীব বিনয়ের সঙ্গে মিগুয়েল বল্ল: শ্রীল শ্রীযুক্ত মহাশয় এক মহান শান্তির দূত। আমি নিশ্চয় মারামারি বন্ধ করবো। কেবল দয়া করে বলে দেবেন খুন হয়ে যাওয়াটা কি করে ঠেকানো যায়।'

'ফার্নান্দিজও যুদ্ধ বন্ধ করবে।'

মিগুয়েল তার বিধ্বস্ত টুপিটা চড়িয়ে পাথরের ওপর তুলে ধরলো। একটা বিশ্রী আওয়াজ হলো, গুলির টুপিটা লাফিয়ে উঠলো। পড়ে যেতেই ধরে নিলো মিগুয়েল।

'আচ্ছা বেশ, তুমি যখন বলছো মশাই, মানিগন্যি লোক, যুদ্ধ আমি বন্ধ করছি। কিন্তু এই পাথরের আড়াল থেকে আমি বেরিয়ে আসছি না। যুদ্ধ বন্ধ করতে আমি নিশ্চিত চাই, কিন্তু কিভাবে যে সেটা সম্ভব তুমি সেটা বলতে পারছো না। অথচ চাইছো আমি সেটাই করি। তুমি হয়ত চাইতেও পারো তোমার ঐ উড়ন্ত চাকির মত আমি আকাশে উড়ে বেড়াই।'

কোয়েৎজলের ভ্রূকুটি আরো গভীর হলো শেষে বল্ল: 'মিগুয়েল, বলো তো এই যুদ্ধটা কি করে সুরু হলো?'

'ফার্নান্দিজ আমাকে মেরে ফেলে আমার পরিবারের সবাইকে দাস বানাতে চায়!'

'কি জন্যে সে এটা করতে চায়?'

'কারণ ওটা একটা বদমাস।'

'কি করে জানলে সে বদমাস?'

'কারণ' মিগুয়েল বেশ যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে 'সে আমাকে মেরে ফেলে আমার পরিবারকে দাস বানাতে চায়।' কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। একটা মেঠো পাখি মিগুয়েলের রাইফেলের চকচকে দিকটা ঠোকরাবার জন্য দাঁড়ালো। মিগুয়েল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্ল একটা। 'কুড়ি ফুটের বেশি দূর নয়, আমার এক পাত্তর ভালো মদ আছে বুঝলে…' কিন্তু মিগুয়েলকে থামিয়ে দেয় উজ্জ্বল নীলপালক ধারী। 'জলের মালিকানা নিয়ে কি যেন বলছিলে তুমি?' 'ও, সেই ব্যাপারটা? ব্যাপারটা কি জানো মশাই…এটা খুব গরিব দেশ। জল এখানে খুবই দুর্মূল্য। গতবছর গেছে খরা। এখন যা জল আছে দুটো পরিবারের কুলোবে না।

জলের গর্তটা আমার। ফার্নান্দিজ চায় আমাকে মেরে ফেলে আমার পরিবারের সবাইকে দাস বানাবে...'

'তোমাদের দেশে আইন নেই ?'

'কি রকম ?' খুব ভদ্রভাবে হাসলো মিগুয়েল।

কোয়েৎজলকোৎল জিজ্ঞেস করলো, 'ফার্নান্দিজের পরিবার নেই ?'

'আছে বই কি ? বেচারারা। ওরা কাজকর্ম না করলেই ধরে মারে ও। মেরে শুইয়ে দেয়।'

'তুমি মার তোমার পরিবারের লোকদের ?'

অবাক হয়ে মিগুয়েল উত্তর দেয়। 'যখন দরকার তখনই কেবল। নইলে নয়। আমার বউটা মোটা আর অলস। আর আমার বউটা মুখে মুখে কথা বলে। ওদের ভালোর জন্যই প্রয়োজন হলেই মারাটা আমার কর্তব্য। এবং আমার জলের মালিকানা রক্ষা করাও আমার কর্তব্য। বিশেষ করে যখন শয়তান ফার্নান্দিজটা আমাকে মেরে ফেলতে দৃঢ় সংকল্প এবং...'

অধৈর্যে ফেটে পড়লো কোয়েৎজল ; 'এ কেবল সময় নষ্ট। আমাকে ভেবে দেখতে হচ্ছে।' সে আঙ্গুলের আংটিটা আবার ঘসলো। চারদিকে তাকালো। সেই মেঠো পাখিটা রাইফেলের থেকে ভালো খাবার খুঁজে পেয়েছে। হেলে দুলে চলছে সে, তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা টিকটিকির কুঁকড়ে থাকা লেজ। মাথার ওপর নির্মল নীল আকাশে সূর্য প্রখর। শুকনো বাতাস। নীচে উড়ন্ত চাকির নিখুঁত গড়নটি যেন অবাস্তব ও বেঢপ মনে হচ্ছিল।

'একটু দাঁড়াও' আমি ফার্নান্দিজের সঙ্গে কথা বলি', কোয়েৎজল বলল,

'আমি যখন ডাকবো, আমার উড়ন্ত চাকিতে চলে এসো। ওখানে আমি আর ফর্নোন্দিজ তোমার সঙ্গে দেখা করবো কিছুক্ষণের মধ্যেই।'
'যা বলবেন' সম্মত হলো মিগুয়েল।
'এবং তোমার রাইফেলটিও ছোঁবে না।' কোয়েৎজলকোৎল বেশ ভারিকিউ চালে কথাটি বল্লো।
'তা কেন ? না, না' 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো মিগুয়েল। লম্বা লোকটা চলে গেলে সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে রাইফেলটাকে উদ্ধার করলো সে। সামান্য খোঁজাখুঁজিতে রাইফেলের ওপরকার কিরিচটাও পেয়ে গেল। তারপর সে তার মদের পাত্রের দিকে গেল। খুব বেশি সে খেল না। রাইফেলে গুলি ভর্তি করলো। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে ঢুকু ঢুকু চুমুক লাগালো মদে। সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে সেই আগন্তুক ফার্নান্দিজের গোপন আস্তানার দিকে এগুতে লাগলো। মাঝে মধ্যে গুলির নীলচে আলো তার ইস্পাতের শরীরে এসে ঠিকরে পড়ছিল, সেসব সে অবহেলায় অগ্রাহ্য করে এগুচ্ছে। গুলির শব্দ থামলো। বেশ কিছুক্ষণ গেল। অতঃপর সেই লম্বা চেহারা বাইরে এসে মিগুয়েলকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। এই যে!' হাত নাড়লো মিগুয়েল। রাইফেলটাকে হাতের কাছে পাথরের ওপর রাখলো। প্রথম আক্রমণেই যেন মোকাবিলা করা যায়। না, সে রকম কোন ব্যাপার ঘটলো না। আগন্তুকের পাশে উদিত হলো ফার্নান্দিজ। তৎক্ষণাৎ মিগুয়েল নিচু হয়ে রাইফেল তুলে বাগিয়ে ধরলো। উপত্যকার ওপার থেকে হালকা কি একটা শিস দিয়ে জ্বলে উঠলো। মিগুয়েলের হাতের মুঠোয় রাইফেলটা তেতে গিয়ে লাল হয়ে গেল। চীৎকার করে সে ফেলে দিল ওটা। পর-মুহূর্ত তার মাথাটা একেবারে ফাঁকা।
'মরলে ইজ্জতের সঙ্গেই মরবো' সে ভাবলো। কিন্তু আর বেশি কিছু ভাবতে পারলো না।······ যখন সে জেগে উঠলো সে তখন বিরাট উড়ন্ত চাকি-টার ছায়ায়। মিগুয়েলের মুখের সামনে কোয়েৎজলকোৎল তার হাত

নামিয়ে আনছিল। লম্বা লোকটার আংটিতে সূর্যের আলো ঝিকমিকাচ্ছে। মিগুয়েলের মাথা ঘুরে গেছে। মাথা নাড়াতে লাগলো সে। 'বেঁচে আছি আমি ?'

কোয়েৎজল ভ্রূক্ষেপ করলো না। ফার্নান্দিজের দিকে ফিরে তার নির্বিকার মুখের সামনে অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলো। কোয়েৎজলের আংটি থেকে একটা আলো ঝলসে ফার্নান্দিজের কাঁচের মত চোখের মধ্যে চলে গেল। ফার্নান্দিজ মাথা নেড়ে কি একটা বলে উঠলো জোরে। মিগুয়েল রাই-ফেলের জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু সে আর নেই। জামার নিচে হাত নিয়ে গিয়ে দেখল, না সেই, ছুরিটাও আর নেই। ফার্নান্দিজের চোখে চোখ রাখলো।

'আমাদের তুজনেরই হয়ে গেছে ফার্নান্দিজ'। মিগুয়েল বল্ল।

'কোয়েৎজোলকোল্‌ট মশাই আমাদের তুজনকেই মেরে ফেলবে। ভাবতে খুব খারাপ লাগছে। তুমি ব্যাটা নরকে যাবে, আর আমি যাবো সগ্‌গে। আর দেখা হবে না আমাদের।'

ফর্নান্দিজ বৃথাই তার ছুরিটা খুঁজতে খুঁজতে বল্ল 'ভুল। তুমি কখনো স্বর্গে যাচ্ছ না। আর ঐ উত্তর আমেরিকার লম্বা-কোয়েৎজলকোৎলও না। কেননা ওটা ভণ্ড। মিথ্যে নাম নিয়েছে। ও হলো কোর্ডেস।'

'শয়তানকে ও সব মিথ্যে কথা বলো।'

'থামো। তুজনেই চুপ করো।' কোয়েৎজলকোৎল বা কোর্ডেস তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো।'

'আমার ক্ষমতার কতটুকুই বা দেখেছ তোমরা ? এবার আমার কথা শোনো। আমাদের জাতির ওপর পবিত্র দায়িত্ব বর্তেছে এই সৌর-গ্রহের সর্বত্র অবাধ শান্তি প্রতিষ্ঠা করার। আমরা অনেক উন্নত জানি। আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা তোমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারো না। তোমাদের যে সব সমস্যার কোন উত্তর নেই আমরা তা কবেই সমাধান করেছি। এখন আমাদের কাজ হলো এই অভূতপূর্ব শক্তি সকলের কল্যাণে নিয়োগ

করা! যদি বেঁচে থাকতে চাও, হানাহানি তোমাদের বন্ধ করতেই হবে, এখুনি এবং চিরকালের জন্য। শান্তিতে ভাই ভাই বাস করবে এখন থেকে বুঝেছ?'

'এতো খুব ভালো কথা। আমিও তো তাই চাই। ঈষৎ আহত ফার্নান্দিজ বল্ল,—

'কিন্তু এই ছাগলের বাচ্চাটা আমাকে মেরে ফেলতে চায়!'

কোয়েৎজল শান্ত করলো তাকে। 'না' আর কোন হত্যা নয়। তোমরা ভাইয়ের মত বসবাস করবে। নইলে মরবে।'

মিগুয়েল ও ফার্নান্দিজ তুজনে দৃষ্টি বিনিময় করে অবশেষে কোয়েৎজল-কোৎলের দিকে তাকালো।

'মশাই খুব মহান শান্তির দূত', মিগুয়েল বিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'আমি তো বলেইছি। যেভাবে বলছো তুমি নিশ্চয়ই তা শান্তি পিতিষ্ঠের একমাত্র পথ। কিন্তু মশাই আমাদের কাছে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। শান্তিতে বসবাস করা খুব ভালো। এবার বলুন তো, কেমন করে সে কম্মোটি হবে?'

অসহিষ্ণু কোয়েৎজলের উত্তর, 'কিচ্ছু না, কেবল মারামারি বন্ধ করো।'

'সেটা বলা সহজ। কিন্তু এই সোনোরায় জীবন সহজ নয় মশাই। হয়ত তুমি যেখান থেকে আসছো সেখানে তা হতে পারে বটে...' ফার্নান্দিজ বলে। মিগুয়েল জুড়ে দেয় 'সে কল্পরাজ্যে সবাই তো খুব বড়লোক!'

'কিন্তু এখানে আমাদের কাছে ব্যাপারটা সোজা নয়। হয়ত আপনাদের দেশে সাপে ইঁদুর খায় না, আর বোধহয় পাখিরা সাপ খেয়ে ফেলে না। হয়ত আপনাদের দেশে সকলের জন্য প্রচুর খাদ্য আর পানীয় আছে।

কাউকে পরিবারের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মারামারি করতে হয় না। এখানে ব্যাপারটা অত সহজ নয়।'

মিগুয়েল ফার্নান্দিজের কথায় সায় দেয়। 'কোনদিন না কোনদিন আমরা সবাই ভাই ভাই হবো। ঈশ্বর যেমন নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সে ভাবেই চলতে চেষ্টা করবো নিশ্চয়। এটা সোজা নয়। তবু একটু একটু করে ভালো হবার চেষ্টা করবো আমরা। যাদুবলে সবাই রাতা-রাতি ভাই ভাই হয়ে যেতে পারলে, যেমনটা তুমি বলছো, দিব্যি হতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত···' কাঁধ নাচালো সে।

দৃঢ়তার সঙ্গে কোয়েৎজলকেলেট বললে। : 'সমস্যা সমাধানের জন্য বল প্রয়োগ করতে পারবে না তোমরা। বল খুব খারাপ জিনিস। এখুনি তোমরা শান্তি স্থাপন করো।

'নইলে তুমি আমাদের মেরে ফেলবে তাইতো?' মিগুয়েল আবার কাঁধ নাচিয়ে ফার্নান্দিজের চোখে চোখ রাখলো। 'ঠিক আছে। মশাইয়ের যুক্তি আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। ঠিক আছে, আমি রাজি। কি করতে হবে আমাদের?' কোয়েৎজল ফার্নান্দিজের দিকে তাকালো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে-ও বল্ল। 'আমিও রাজি। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমরা শান্তি চাই।' 'হাতে হাত দাও' কোয়েৎজলের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো,—

'তোমরা ভ্রাতৃত্বের শপথ নাও।' মিগুয়েল হাত বাড়িয়ে দিল। ফার্নান্দিজ জোরে চেপে ধরলো সে হাত। দুজনে দুজনের দিকে কটমট করে তাকালো।

'দেখলে তো?' কোয়েৎজলকোৎল একটি শুকনো হাসি দুজনকে উপহার দিলো,—

'ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়। এখন তোমরা বন্ধু। বন্ধু হিসেবেই থাকবে।

ঘুরে সে এবার তার উড়ন চাকির দিকে হাঁটতে সুরু করলো। নিঃশব্দে

সেই চকচকে ঢাকা জিনিসটার একটা দরোজা খুলে গেল। সিঁড়ির কাছে কোয়েৎজলকোৎল দাঁড়ালো। 'মনে রেখো, আমি লক্ষ্য রাখবো।' 'সন্দেহ কি? বিদায়!' ফার্নান্দিজ বললো। মিগুয়েলও যোগ দিল বিদায় সম্ভাষণে। মসৃণ চকচকে আবরণটি এবার বন্ধ হয়ে গেল কোয়েৎ-জলকোৎল ভিতরে যাবার পরেই। উড়ন্ত চাকি স্বচ্ছন্দে মাটির ওপর থেকে একশো ফুট ওপরে উঠে গেল। তারপর বিদ্যুতের মত হঠাৎ উত্তর দিকে মিলিয়ে গেল একেবারে।

'যা ভেবেছিলাম' মিগুয়েল বল্ল 'ব্যাটা উত্তর আমেরিকার দিক থেকেই এসেছিল।' ফার্নান্দিজ একটা অসহায় ভঙ্গি করে বল্ল, ভেবেছিলাম কিছু একটা বলবে লোকটা। না লোকটার জ্ঞান আছে বটে। সত্যি জীবনটা সহজ নয়।'

'হ্যাঁ ওর কাছে বেশ সহজই।' মিগুয়েলের মন্তব্য : 'কিন্তু সোনেরায় তো ওকে থাকতে হয় না। আমাদের হয়। ভাগ্য ভালো আমি আর আমাদের পরিবারের একটা ভালো জলাশয় আছে। যাদের তা নেই, কী যে কষ্টকর তাদের জীবন!'

'বাজে, জলির গর্তটা,' ফার্নান্দিজ বল্ল, এবং ওটা আমার।' কথা বলতে বলতে একটা সিগারেট পাকাচ্ছিল সে। সেটা মিগুয়েলকে দিয়ে নিজের জন্য একটা বানালো। চুপচাপ দুজনে বসে কিছুক্ষণ ধূম্রপান করলো। তারপর আরো চুপচাপ চলে গেল দুজনে দুদিকে।

মিগুয়েল তার মদের পাত্রের কাছে ফিরে গেল। পাহাড়ে। একটা লম্বা চুমুক দিয়ে, আরাম করে, চারদিকে চোখ ফেরালো। কিছুটা দূরে অব হেলায় পড়ে ছিল তার ছুরি আর রাইফেল। সেগুলো কাছে এনে রাই-ফেলে গুলি ভর্তি আছে কিনা দেখে নিশ্চিন্ত হলো। তখন সে সেই

শিলা প্রাচীরের চারদিকে সন্তর্পণে ঠাহর করতে দেখলো। তার মুখের কাছেই পাথরে এসে ছিটকে গেল একটা গুলি। প্রত্যুত্তরে আর একটি গুলি ছুঁড়লো সে। তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

মিগুয়েল আর এক পাত্তর টানলো। চোখে পড়লো সেই মেঠো পাখীটা, ঠোঁট থেকে ঝুলে আছে টিকটিকির লেজ। বোধ হয় সেই মেঠো পাখীটা এবং সেই টিকটিকিটাই, এখন হজম হচ্ছে।

নিচু গলায় মিগুয়েল বল্ল : পাখী মশাই, টিকটিকি খাওয়া অন্যায়। খুব অন্যায়। খুব অন্যায়'। পাখীটা দানার মত চোখ পাকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। মিগুয়েল উঠে দাঁড়াল। বাগিয়ে ধরলো রাইফেলটা—'টিকটিকি খাওয়া বন্ধ করো। পাখী মশাই। এখনি বন্ধ করো; নইলে মেরে ফেলবে হ্যাঁ।' পাখীটা রাইফেল দেখে দৌড়াতে লাগলো। 'কি করে থামতে হয় তুমি জানোনা, বুঝিয়ে দেব এবার ?'

পাখীটা থামলো। টিকটিকির লেজটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এবার।

'বেশ, বেশ, মিগুয়েল বল্ল, 'মেঠো পাখী কিভাবে টিকটিকি না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেই উপায়টা আবিষ্কার করতে যখন পারবো তোমাকে এসে জানিয়ে যাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যাও ঈশ্বরের ইচ্ছায়।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে উপত্যকার অন্যদিকে রাইফেলের লক্ষ্য স্থির করতে লাগল মিগুয়েল।

অনুবাদ : বাসুদেব দেব

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

কিশোর-কিশোরীদের জীবনগঠনের আধুনিক বেদ।

কিশোর জ্ঞানকোষ

[দুখণ্ডের মূল্য : ষাট টাকা]

ছোটদের নাট্য সম্ভার

সম্পাদনা : জ্যোতিভূষণ চাকী ও সমীর চট্টোপাধ্যায়।

মূল্য : পঁচিশ টাকা।

কেরিয়ার গঠনের আধুনিক এনসাইক্লোপিডিয়া

সত্যেন্দ্র আচার্য-র

কেরিয়ার গাইড

মূল্য : ষোলো টাকা।

বাংলা ভাষায় এই প্রথম তীর্থের পবিত্র পুঁথি

প্রলয় সেনের

পশ্চিমবাংলার তীর্থ

ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলার ষোলটি জেলায় প্রায় চারশ তীর্থের বিস্তৃত পরিচয়। মূল্য : তিরিশ টাকা।

তথ্য সমৃদ্ধ ভ্রমণের অসামান্য গাইড। একের মধ্যে বহু

দেবব্রত মল্লিকের

দেশ বিদেশের ট্যুরিস্ট গাইড

দ্বিতীয় সংস্করণ। বিদেশ ও প্রতিবেশী রাজ্যসহ সারা ভারতের ভ্রমণপঞ্জী। মূল্য : কুড়ি টাকা।

রূপকথার বিশ্ব

সম্পাদনা : সমীর রক্ষিত ও দেবব্রত মল্লিক

দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩২টি দেশের ৪২টি সুনির্বাচিত সচিত্র গল্প সংকলন।

মূল্য : বারো টাকা।

পৃথিবীর পৌরাণিক কাহিনী

সম্পাদনা : সমীর রক্ষিত অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও দেবব্রত মল্লিক

২৪টি দেশে'রও বেশী পুরাণের গল্প বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

মূল্য : পঁচিশ টাকা।